ঘরে-পরে

ও

শিক্ষা

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

কাব্য পুরাণতীর্থ।

ভাদ্র। ১৩২৯ সাল।

মহেশপুর পোঃ

গুরুঠাকুর বাড়ী

যশোহর।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি-এম্ লাইব্রেরী,
৯৩/১এ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

প্রিণ্টার :—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্;
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

মা,

যদিও হউক তুচ্ছ লেখাটি আমার
ভালবাসি বলে দিনু চরণে তোমার।
রিক্ত হোক্ তবু নিঃস্ব তনয়ের দান।
জননীর কাছে লভে অপার সম্মান।

দীন সন্তান বৈদ্যনাথ।

ঘরে-পরে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুশান্ত যেদিন কোনওখানে কোনও কথা নাই—খপ্ করিয়া স্বগ্রামে একখানি দোকান খুলিয়া বসিল—সেদিন তাহার নামে ছিছিকারে গ্রামখানি পুরিয়া গেল। ছোট কালে গণকে তাহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিল—সে রাজা হইবে। তাহা চুলায় যাউক জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, ডেপুটি, সবরেজেষ্টার—নিদানে অফিসের বড় বাবু হইলেও রাজা না হউক কালে ভদ্রে রায় বাহাদুরও ত হইতে পারিত। ওমা, তাও হইল না—শেষে কিনা দোকানদার! সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

যেদিন প্রথমে সে কাপড়ের মোট কলিকাতা হইতে আনিয়া মাকে বলিল—"মা, আশীর্ব্বাদ কর, দোকান খুল্‌তে চল্‌লাম। যেন সফল মনোরথ হই।" তার মা সেদিন আর হাসিমুখে ছেলের সহিত কথাই বলিতে পারিলেন না—আশীর্ব্বাদ ত' দূরের কথা। তাহার স্ত্রী ত' সে রাত্রিতে স্বামীর সহিত আলাপই করিল না। দাদা প্রশান্ত এই সংবাদ পাইয়া চাকরি স্থান হইতে তাহাকে পত্র লিখিলেন—'ভাবিয়াছিলাম, খুড়ীমা থাকিতে আর ভিন্ন হইব না। কিন্তু তুমি যে ভাবে উড়নের পথে দিলে—তাহাতে আর আমার তোমার সঙ্গে একান্নে থাকা চলিবে না।

এম-এ পড়িতে বলিয়াছিলাম—তা' যখন পড়িলে না; তখন আমায় আর দায়ী করিতে পারিবে না। প্রস্তুত থাকিও—শারদীয়া পূজার সময় বাড়ী যাইব। সেই সময় ভাগ শেষ করিতে হইবে। আর একটি কথা! তুমি কাহারও মুখ পানে চাহিতেছ না। কিন্তু মনে রাখিবে—তোমার সন্তান হইয়াছে এবং তুমি ঐ তিন মাসের শিশুর মুখ পানে চাহিতে বাধ্য।'

বন্ধু উপেন্দ্র কহিল—"কেন এ খেয়াল মাথায় চাপ্‌ল বল দেখি? দাদা পড়াচ্ছিলেন—পড়ে তার পরও ত' ব্যবসা' করতে পারতে?"

হাসিয়া সুশান্ত উত্তর করিল—"যখন ব্যবসা'ই করব স্থির করেছি—তখন আর এম-এ পাশ করে লাভ? বরঞ্চ এম-এ পাশ করতে গিয়ে দু' বছরে যে টাকাটা নষ্ট করব—তা' ব্যবসা'তে দিতে পারলে ব্যবসা'র কিছু উন্নতি করলেও করতে পারি।"

"তবু এম-এ পাশ করলে খুঁটোয় কিছু জোর হ'তনা কি? নামের পিছে এম-এ ডিগ্রি থাক্‌লে লোকের কাছে মান বাড়্‌ত।"

"ভুল বুঝেছ উপেন, বি-এও যা—এম-এও তাই। বিশেষ তফাৎ নেই। এক একবার মনে হয় বি-এ পাশ করেও ভুল করেছি। কিছু জ্ঞানের জন্য ইংরাজী শেখার প্রয়োজন। তা আই-এ পাশ করলেই হইছিল। তার পরই যদি ব্যবসা'তে ঢুক্‌তাম—তা' হলে বোধ হয় ব্যবসা' জগতে আরও দু'বছর এগিয়ে যেতে পারতাম। সে যখন হয় নি'—তার ত' কোন কথা নেই। তখন এম-এ পড়ার ঢং করে মিছে কেন আরও দু'বছর পিছিয়ে পড়ি।"

উপেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল—তার এই বন্ধুটি এম-এ পাশ করিয়া তাহাদের গ্রামের এম-এর সংখ্যা আর একটি বৃদ্ধি করে। তাহার বন্ধু এম-এ বলিয়া সে মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। সে গরিবের ছেলে; অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। মা সরস্বতীর দুয়ারে অসময়ে

বিদায় গ্রহণ করিয়া কমলার দরোজায় উমেদার হইয়া যাওয়া আসা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কমলার কৃপা কটাক্ষ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কায়ক্লেশে পাঠশালার শিক্ষকতা ও যজমানি প্রভৃতি করিয়া দিন চালাইয়া দেয়। সামান্য কিছু মূলধন লইয়া একবার একখানা মুদিখানার দোকানও খুলিয়াছিল—কিন্তু তাহাতেও তাহার ললাটে ব্যর্থতারই ছাপ পড়িয়াছিল। উপেন্দ্র অর্দ্ধশিক্ষিত হইলেও উচ্চ শিক্ষিত সুশান্ত তাহার সঙ্গে ছোটবেলার বন্ধুর মতই মিশিত। উপেন্দ্রেরও তাই ইচ্ছা ছিল তাহার এই বন্ধুটি শিক্ষিতের আদর্শ হইয়া গ্রামের শীর্ষস্থান অধিকার করে। সেইজন্য সুশান্তের দোকান খোলা—উপেন্দ্রের তেমন ভাল লাগিল না। তাহার উপর যখন নিজের বি-এ পাশের উপরও সুশান্ত কটাক্ষ করিল—তখন উপেন্দ্রের দুঃখও যেন আরও বেশী বোধ হইল। সে অভিমান স্ফুরিত অধরে উত্তর করিল—"তোমার তাই করা উচিত ছিল সুশান্ত! কেন তবে দু'বছর মিছে মাটী করলে?"

সুশান্ত নিজের কল্পনাতে বিভোর ছিল। কাজেই উপেন্দ্রের সুরে যে অভিমানের গন্ধ আছে—তাহা সে বুঝিয়াও বুঝিল না। অথবা যে বাড়ীর অভিমানকে আমল দেয় নাই—সে বাহিরে মানের পালাকে বড় করিত কিনা সন্দেহ। সে নিজের ভাবেই বলিয়া গেল—"তাই করতাম। তবু যে কাজটা সকলের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে করতে হবে—তার একটা 'এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট' করা কর্ত্তব্য মনে করেছিলাম। এ দু'বছর তাই দেখলাম। বুঝেছি—সাহস ও সততার সঙ্গে কাজ করলে ধূলামুঠিটি ধরলে সোনামুঠিটি হয়। এই দু'বছর পড়তে পড়তে কলিকাতায় একখানা চায়ের দোকানও খুলিছেলাম। তারই পুঁজিই ত আজ আমার মূলধন।"

সফলতার আনন্দ যেন তাহার সমস্ত দেহখানি ভরাট করিয়া তুলিল। সে আনন্দের দীপ্তির মুখে উপেন্দ্র আর কিছু বলিতে পারিল না। বিশেষতঃ

সে যা' বলিয়াছিল—তাহার বেশী বলার সাহস বা ক্ষমতা তাহার আর ছিল না। কাজেই সে সরিয়া পড়িল। পাড়ার অনাদি খুড়ো বলিলেন—"কাজটা ভাল করলে না হে সুশান্ত! চাকরি বাকরি করে দু'পয়সা ঘরে আনা উচিত ছিল। যৌবনের প্রথম উদ্যমে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা না করলে আর কখনো অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না। বুঝেছ বাপু, এ আমাদের ঠেকে শেখা কথা?"

"কি করি খুড়ো মশা'য়! যখন খেয়াল চেপেছে তখন আমিও না হয় একবার ঠেকে শিখি। ঠেকে শিখলেই বোধ হয় জ্ঞান ভাল হয়।"

অনাদি খুড়ো আর তাহাকে কিছু বলিলেন না। তবে যতীন্দ্রবাবুর বৈঠকখানার পুরা মজলিসে সুশান্তের কথা আলোচনার অবসরে কহিলেন—"বলো না আর বলো না। আজ কালকারের ছেলেরা একদম বকে গিয়েছে। হিতোপদেশও তা'দের কানে যায় না। আস্ত কলি কিনা?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি দুঃখের গুমট বেদনায় ছটফট করিয়া প্রাতঃকালে নিদ্রা ভাঙ্গিতেই বিমলা দেখিল—অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। কাজেই সে আর বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি পুকুরের ঘাটের পানে চলিল। হায়! তাহার স্বামী এ করিল কি? ভাল লেখাপড়া শিখিতেছে—'ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে দেখিয়াই ত' তাহার পিতা কত খরচ করিয়া তাহার এ বিবাহ দিয়াছেন। তাহার পর সুশান্ত দেখিতে দেখিতে আই-এ ও বি-এ পাশ করিল। তখন তাহাকে কেহ বলিল—'ডেপুটির' চেষ্টা কর। কেহ বলিল—বি-এল পাশ করিয়া 'মুন্সেফিতে' নাম লিখাও। তাহার ভাসুর (সুশান্তের জ্যেঠতুত বড় ভাই) বলিলেন—এম-এ পড়। তা'রপর এম-এ পাশ করিলে যাহা হয় একটা পথ ধরাইয়া দেওয়া যাইবে। হরি, হরি, এ হইল কি? ও সব কিছুই নয়। একদম দোকানদার! মা'ও ত' ইহা চাহেন না।

বিমলাকে পুকুর ঘাটে আসিতে দেখিয়াই দূর সম্পর্কের একজন ঠাকরুণদিদি পরিহাস-মাজ্জিত কণ্ঠে কহিলেন—"কি গো নাত বৌ, এতক্ষণ বুঝি নতুন দোকান ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলে? তাই এত বেলা?

লজ্জায়—অপমানে বিমলার মাথা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গেল। হায়, তা'র পিতা সবজজ; আর তাঁ'রই জামাই কিনা দোকানদার। আর সেই কথা পাঁচ-জনে উপভোগ করিয়া বলে। ছিঃ! ছিঃ! তবুও এখানে কোন কথা না বলিলে শোনাইতে বড়ই খারাপ শোনাইবে। ছোট গলায় ধীরে উত্তর

করিল—"কাল ঘুমুতে একটু রাত হয়ে গেছিল—তাই উঠতে কিছু দেরি হ'য়েছে।"

ঠানদিদিও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি হাসিয়া পুনরায় কহিলেন —"ওঃ! নতুন দোকান পাট খোলা হ'চ্ছে কিনা? তাই বুঝি দোকান পাট কেমন চল্‌বে ভায়ার সঙ্গে তারই পরামর্শ করতে রাত করে ফেলেছিলে? তা' বেশ সতী, পতির পুণ্যে যে গড় দিয়েছ—সে খুব ভাল।"

ঘাটের অন্যান্য মেয়েরাও হাসিয়া উঠিল। বিমলার এত লজ্জা করিতেছিল—যে, তাহার সেখানে দাঁড়াইয়া থাকাই দায়! কাজেই সে বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি ডুব দিয়া ফেলিল। একজন বর্ষীয়সী মহিলা বলিলেন—"ছেলেটার না হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই এত লেখা পড়া শিখে শেষে দোকান করে বস্‌ল। কিন্তু ওর মা বৌরও ত' উচিত ছিল—যে, বুঝিয়ে সুজিয়ে এই অকাজ ওকে করতে না দেওয়া। আহা বামুনের ছেলে—শেষে হ'ল কিনা দোকানদার।"

আর একটি প্রৌঢ়া উত্তর করিলেন—"কি যে বল দিদি, তা'র কোনও মানেই হয় না। আজ কালের ছেলেরা কি আর মা বৌর কথা শোনে। ওরা নিজেরাই এক কাট্টা। যা' ওদের মনে উঠবে—ওরা তা'ই করবে। মা—বৌর কথার ধারই ধারে না। দেখ না—ও পাড়ার গগন। দেখতে শুনতে ত' ছেলেটি খাসা। কিন্তু কারও কথা মান্‌লে না। এক দম যুদ্ধে চলে গেল।"

ইহাদের কথার মধ্যে একটী কিশোরী কহিল—"আহা চুপ করো না জ্যেঠাই মা, দেখচ না—তোমরা সুশান্তদার যত নিন্দা করচ—বৌদিও তত ডুব দিচ্ছে। শেষে ডুব দিতে দিতে যে চোখ রাঙা হ'য়ে যা'বে।"

ঘাটের সকল মেয়েরাই আর এক পত্তন হাসিয়া লইল। ঠানদিদি

কহিলেন—"হাঁ, সতী দক্ষ যজ্ঞে পতির নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন আর এক নতুন সতী পুকুর ঘাটে পতির নিন্দা শুনে ক্রমাগত ডুব দিচ্ছেন।"

ইহার পর আর পুকুরের জটলার ভিতর থাকা বিমলার এক রকম অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহাকে পুকুর ঘাট হইতে উঠিতে দেখিয়া পূর্ব্ব-কথিত ঠানদিদি কহিলেন—"হাঁ নাতবৌ, আজ যে বড় সকাল সকাল। বলি ব্যাপার কি? দোকান সাজাতেও কি সাহায্য করতে হ'বে না কি?"

এই বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ ক্ষত গুলি বিমলাকে বেশী রকমই যন্ত্রণা দিতেছিল। সে যথাসাধ্য সহ্য করিতে চেষ্টা করিলেও সহাটা ক্রমেই তাহার সহ্যাতীত হইয়া উঠিল। যতই চারিদিক হইতে পরিহাস গুলি সুসজ্জিত ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল—ততই তাহার রাগ হইতে লাগিল—সুশান্তের উপর। সেই ত' যত অনিষ্টের মূল। কেন সে অসাধারণ ভাবে দোকান খুলিয়া বসিল। সকলে যে সব কাজ করে তাহার মধ্যে কি একটা ও সে করিতে পারিত না, তাহার কান্না আসিতে লাগিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা করিতেছিল—যে গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলে—"ওগো তোমরা যাহা ভাবিতেছ—তাহা নয়। ও দোকান পাটে আমারও অমত। কিন্তু তিনি যেমন তোমাদের কথা শোনেন না—তেমনই আমাদেরও কথা শোনেন্ না। দোকান করার কথা আমায় একবার জিজ্ঞাসাও করেন নাই।"

কিন্তু মুখ তাহার এ-রোদনে যোগ দিল না। যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে বাহির হইল—"আমি যখন তাঁর সহধর্ম্মিণী, তখন দোকান-পাট সাজাতে তাঁ'কে সাহাষ্য কর্‌তে হ'বে বৈ কি?" বিমলা নিজেই বুঝিতে পারিল না—এ উত্তর কি তাহার নিজের—না,

আর কেহ তাহার অন্তরের মধ্যস্থলে বাস করিয়া—যে কথা তাহার নিজের নয়—তাহাই তাহার মুখ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সে আর সেখানে দাঁড়াইল না।

ঠানদিদি বলিলেন—"দেখলে মাঝের বাড়ীর বৌ, ঠেকার দেখলে। গুমরে আর মাটীতে পা পড়ে না। সোয়ামী বি-এ পাশ করেছে—এই ত গুমর। তা' আবার দোকান খুললে। ক্ষমতাও ত' বোঝা যাচ্ছে ওই পর্য্যন্ত।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুশান্ত সবে দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। তখনও তাহার বউনি হয় নাই। প্রথম খরিদ্দারের তাহার দোকানের দুয়ারে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামধন চক্রবর্ত্তী তাঁহার দোকান ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"আসুন বাঁড়ুয্যে ম'শায়, আসুন চক্কত্তি কাকা—বসুন" তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলিয়া সুশান্ত তাহার খরিদ্দার রামু গড়াইকে কাপড় দেখাইতে ব্যস্ত হইল। রামু 'এখান ভাল নয় কত্তা; এখানকার এ জায়গায় সুতোটার বুনোনি খারাপ'—এই রকম দুই চার কথা বলিয়া পাঁচ খানা কাপড় দেখিয়া একখানি পছন্দ করিল। তাহার দাম লইয়াও অনেকক্ষণ কথা কাটা-কাটি চলিল। অবশেষে দাম দিয়া কাপড় খানি লইয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণ চুপ করিয়া শুধু শুধু বসিয়া থাকিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল। এইবার যখন সুশান্ত তাঁহাদের দিকে সম্মুখ ফিরিল—তখন যেন, তাঁহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"সুশান্ত, দোকানে লোক জন রাখ নি' কেন? এই ভদ্র লোক-টোক এলে তামাক-টামাক দিত। এই চাষা ভূষোরা দোকান-টোকানে এলে কাপড়টা-আসটা দেখাত।"

"তা' তামাক সেজে আমিই দিচ্ছি। তার জন্য লোকের দরকার কি?" এই বলিয়া সুশান্ত আপনিই তামাক সাজিতে গেল।

হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন—"না হে না, তোমার আর তামাক সাজ্‌তে হবে না।"

সুশান্ত প্রশ্ন করিল—"কেন, কেন, বাঁড়ুযো ম'শায় ?"

বন্দ্যোপাধ্যায় একটিপ নস্য লইয়া চক্রবর্ত্তীকে কহিলেন—"চলো হে রামধন ; সুশান্ত বিদ্যামান বুদ্ধিবান হ'য়ে দোকান খুলেই অমনই কথা বোঝার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। আর এখানে নয়।"

সুশান্ত বুঝিতে পারিল না—ব্যাপার খানা কি ? কিন্তু সে এটুকু বুঝিতে পারিল—যদি দেশে থাকিয়া দোকান করিতে হয় ইহাদের চটাইলে হিতে বিপরীত হইবে। তবে এ কথাও ঠিক এই প্রভুত্ব-প্রয়াসী অশিক্ষিত পল্লীগ্রামের স্বয়ং মোড়লদের সন্তুষ্ট রাখাও খুব কষ্টকর এই যে বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার উপর চটিলেন—সে ত' তাহার কারণও খুঁজিয়া পাইতেছে না। যখন দেখিল - সত্যই উঁহারা উঠিয়া চলিয়া যান—তখন সুশান্ত কহিল—"চলে যাবেন না। আমার দোষটা কি বলে' দিন—শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব।"

হাসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন—"এও বুঝতে পার্‌লে না। তা' তোমরা ছেলে মানুষ, কলেজি ছোকরা। বলি কাপড় যা'রে বেচলে ওকে কি চেন ?"

"হাঁ, চিনি বৈ কি ? ওর নাম রামলাল গড়াই।"

"গড়াই—জানো ? তবু আমার কথা বুঝলে না ? বলি গড়াই যে অস্পৃশ্য জাত। হাত না ধুলে তোমার সাজা তামাক আমরা খাব কেন ?"

"ওঃ, এই ত ! তা' এর জন্যে চলে যা'বেন কেন ? আমি হাত ধুয়েই তামাক সেজে দিচ্ছি। তবে ওই কথাটা ঠিকই বলেছেন বাঁড়ুযো ম'শায় ! আমরা কলেজি ছোক্‌রা, আমাদের ও সব জ্ঞান নেই।"

বলিয়া অনেক কষ্টে বাঁকি যে-টুকু বলার ইচ্ছা ছিল—সে টুকু সংযত করিয়া সুশান্ত তামাক সাজিতে বসিল। তামাক সাজিয়া হুঁকার উপর কল্কে বসাইয়া দেওয়ার জন্য হাত বাড়াইতেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"থাক্ থাক্। ওতে আর দর্কার নেই। আমিই ওটা নিচ্ছি। তুমি হাতে নাতে 'ওকে ছুঁয়েছ; হুঁকোটার পেটের মধ্যে জল আছে। তোমার আর ওটা ছোঁওয়ার প্রয়োজন নেই।"

উদ্যত রোষকে থামাইবার উপযুক্ত সংযম হইতে ক্রমশই সুশান্ত বঞ্চিত হইয়া উঠিল। এবার তাহার ঠোঁটের অগ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—'এতটা ভাল নয়। ইহাতে মনুষ্যত্বকে অপমান করা হয়।

কবির ভাষায় বলিলে বলা যাইতে পারে—

"এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার
এস হে পতিত হোক্ অপনীত সব অপমান ভার;
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি' যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ নীরে।"

কিন্তু এবার ও সে অনেক কষ্টে ঠোঁটকে চাপিয়া ধরিল।

তাহার পর যখন তাঁহারা তাহার দোকানদারী গ্রহণের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন—তখন সে আর কিছুতেই আপনাকে সংযত রাখিতে পারিল না। বলিল—"বাঁড়ুয্যে ম'শায় আমরা আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের জীবিকাকে কি আজ কাল মানি?"

বন্দ্যোপাধ্যায় বাধা দিয়া বলিলেন—"ওহে চটো কেন? সে মানা না মানাটা ত' আমাদেরই হস্ত। তার ত' শাস্ত্রে কোন নিষেধ প্রতিপত্তি নাস্তি।"

সুশান্ত বলিল—"বাজে কথার দরকার কি? বলুন শাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণের জীবিকা কি?"

মাঝ খান হইতে চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"এই পূজো-টুজো করা বিয়ে-টিয়ে দেওয়া।"

বন্দ্যোপাধ্যায় রামধনকে তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আহা থামো না তুমি চক্রবর্ত্তী, এই শোন সুশান্ত, ব্রাহ্মণের জীবনী—এই ধর পূজার্চ্চনা ···পীড়িতের ঔষধি প্রদান—

তীব্র কণ্ঠে মুখের কথা কাড়িয়া লইয়াই সুশান্ত বলিল "ঔষধি প্রদান —বকলমে চিকিৎসা করা ব্রাহ্মণের ব্যবসা' নয়—সেটা বৈদ্যের কাজ। ব্রাহ্মণ যদি ঔষধ দিয়ে মূল্য গ্রহণ করেন—তবে তিনি পতিত। ব্রাহ্মণের কাজ অধ্যয়ন অধ্যাপন—যজন যাজন।"

চক্রবর্ত্তী আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় বলিলেন—"তা তুমি মাষ্টারি-টাষ্টারি কর্‌তে পার্‌তে? সে ত অধ্যাপন হ'ত। এটা না কর্‌লেই কি চল্‌ত না?"

"দেখুন চক্রবর্ত্তী কাকা? মাষ্টারিতে আর পেট ভরে না। খালি পেটে ত আর মানুষ বেঁচে থাক্‌তেই পারে না। জগতে যখন এসেছি —তখন বেঁচে থাকতেই হবে। না খেয়ে মর্‌ছিনে—এ ঠিক? সেই জন্যেই এই দোকান খুলে বসলাম।"

বন্দোপাধ্যায় নিজের জীবিকা সম্বন্ধে কটাক্ষ করায় বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন—এইবার রুক্ষ কণ্ঠে বলিলে বোধ হয় এই খোঁটাটির সুদে আসলে শোধ হইবে। তাই উঁচু পর্দ্দায় সুর ধরিয়া কহিলেন—"তা' দোকান করে' এ ধাষ্টামোটা না কর্‌লেই শোভমান হ'ত। তা' অপেক্ষা চাকরি নিলে গঞ্জনার নিদান হতে হত না"।

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম হইতেই পছন্দ করিত না। তাহার

উপর ইতিপূর্ব্বের তাহার প্রাকৃত ব্যবহার—এবং এই অদ্ভুত সংস্কৃত ভাষা তাহাকে আরও জ্বালাতন করিয়া তুলিল। সে আর নীচু গ্রামে আপনার সুরকে নামাইয়া আনিতে পারিল না। কহিল—"শুনুন বাঁড়ুযো ম'শায়, যেমন চিকিৎসাটা বামুনের বৃত্তি নয় তেমনই সেবাও বামুনের জীবিকা নয়। 'সেবা শূদ্রস্য বৃত্তিঃ স্যাৎ।' সেবা শূদ্রের কাজ। আর আমি যা' আরম্ভ করেছি—এ বৈশ্য বৃত্তি। শূদ্রের কাজের চেয়ে বৈশ্যের কাজ ভাল। বৈশ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের আপদ্ধর্ম্ম; বিশেষতঃ মনু চাকরি করিতে বারণ করেছেন। তারপর চাকরিকে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের কেউ বলেছেন —"সেবা শ্ববৃত্তির্মতা।" আর তাঁরাই বারণ করেছেন—"ন শ্ববৃত্তিঃ কদাচন।" শ্ববৃত্তি কখনও করো না। তা' আমি চাকরি কর্‌বো কি করে বলুন।"

ব্যাপার সুবিধা নয় দেখিয়া—"চল হে রামধন" বলিয়া বন্দোপাধ্যায় পথ দেখিলেন। রামধনও ঢাকের বাঁয়ার মত তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। এবার আর সুশান্ত পূর্ব্বের মত তাঁহাদের ডাকাইয়া বসাইল না। বুঝিল—ইহাঁদের সহিত তাহার মিলন একদম অসম্ভব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় বারটা বাজিয়া গেল। এখনও সুশান্ত আহার করিতে আসে নাই। সুশান্তের মা দীনতারিণী তাঁহার ছোটকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছেন—ভদ্রলোকেরা দশটা বড় জোর সাড়ে দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার ছেলে অভদ্রের কান্ড আরম্ভ করিয়া দিন দিন কি রকম অভদ্র হইয়া উঠিতেছে—বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে—এখনও তাহার স্নান হয় নাই। একি পারা যায়।

বিমলারও বিরক্তি বোধ হইতেছিল। রন্ধন কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে—তবু হাঁড়ী আগলাইয়া বসিয়া থাকা একি কম কষ্টকর? একে বিমলার বা দীনতারিণীর দোকান খোলার জন্য সুশান্তের উপর অসন্তোষ লাগিয়াই রহিয়াছে—তাহার উপর এই সকল আধুনিক অভদ্রোচিত ব্যক্তিগত অসুবিধা। অসন্তোষ চরম সীমায় উঠিতে লাগিল! দোকান-পাট বন্ধ করিয়া সুশান্ত বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই মায়ের কণ্ঠ শুনিতে পাইল—"বাবা! এ আর পারা যায় না বাপু, চাকরি—বাকরি করো—দশটা পাঁচটায় আপিস যাও! সকালে খেয়ে আপিসে গেলে—বিকেলে এসে জল খেলে। তুমিও শান্তি পাও—আমরাও স্বস্তিতে থাকি। দেখতে শুনতেও ভাল হয়। তা' নয় এই এক ফ্যাচাং করে' বসেছে—দোকান! নিজেরও পিত্তিতে নাড়ী জলে যাচ্ছে আমরাও জ্বালাতন।"

সুশান্ত মায়ের কথায় কান না দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বিমলা তখন সেখানে ছেলে লইয়া ব্যস্ত। সে জানে এই দোকান করার জন্য

সকলেই তাহার উপর খড়্গহস্ত। তাহার এখন ছোট খাটো কাজে কাহারও উপর হুকুম চালান' উচিত নয়। সেই জন্য সাধারণ কাজে সে আর কাহারও অপেক্ষা করে না। নিজেই তৈলের বাটিটি টানিয়া তৈল মাখিতে বসিয়া গেল। বিমলা যেন অনিচ্ছাকৃত উপায়ে সুশান্তকে সহসা দেখিয়া ফেলিয়াছে—সেই ভাবে কহিল—"ওঃ! বাবুর এতক্ষণে আসা হ'ল। বলি ঘড়ি না হয় দোকানদারের দেখতে নেই—কিন্তু আকাশের স্যর্য্যের পানে তাকা'লে ত দোষ হয় না। এর পরে স্নান—তা'র পরে খাওয়া।"

সুশান্ত শেষ টুকু পূরণ করিয়া দিল—"তার পর সতী তোমার প্রসাদ পাওয়া! কেমন?"

"যাও—যাও! সে খোঁজ আর রাখতে হ'বে না। এখন নিজের খোঁজ রাখলেই বাঁচি।" বলিয়া বিমলা মুখ ফিরাইয়া লইল। অভিমানে একটা রোদনের স্রোত তাহার বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করিল। হায়! হায়! সে বুঝি শুধু তার নিজের খাওয়ার জন্য স্বামীর খাওয়ার খবর করে।

এই সময় দীনতারিণী ঘরের দুয়ারে আসিয়া বলিলেন—"এত বেলায় এসে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে বকর—বকর' করতে আরম্ভ করলি কেন? নে—তেল মেখে স্নান করতে যা'।" দীনতারিণী চলিয়া গেলেন।

স্নানাদি শেষ করিয়া সুশান্ত আসিয়া দেখিল—মা ভাত বাড়িয়া বসিয়া রহিয়াছেন। মাতৃস্নেহ যেন অন্ন কয়টিতে মাখান'। সকল করুণা সন্তানের জন্য যেন বিলাইয়া দিতে মা সেখানে অন্নপূর্ণা। মুহূর্ত্তে দুর্ব্বলতা আসিয়া সুশান্তের হৃদয় অধিকার করিল। তাই ত, সে এমন মাকে অসুখী করিতেছে। মা যদি চান—সে চাকরি করে। তাহা হইলে কি তাহাই তাহার করা উচিত নয়? কে জানে? কিন্তু মন যে তাহাকে ডাকিয়া

বলিতেছে—'ওরে ভীরু মুক্তির পথ বহিয়া চলিয়া এস। ও দশটা পাঁচ-টার বন্ধনে উন্নতি নাই—মনুষ্যত্বের মুক্তি নাই—আছে শুধু পশুত্বের বিকাশ। ওরে ওই শোন শত শত চাকরির উমেদার তোমাকে ডাকিয়া বলিতেছে—নূতন পথ দেখাও। লেখা পড়া শিখিয়া চাকরি ছাড়িয়া আর কিছু কর। ভয় করিও না। ভাবনা কিসের?—

"পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন
ছিঁড়ে চলে এস মোহের বাঁধন
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন
শুধু মিছে কেন ছল ভাই!
আগে চল আগে চল যাই।"

আগেই ত যাইতে হইবে। পিছু পড়িয়া থাকা কিছু নয়। যখন নামিয়াছি—তখন একবার—

'ডুব দিয়ে আজ দেখতে হ'বে কত খানি গভীর জল।'

দীন তারিণী বলিলেন—"কি ভাবছিস্। নে'—খেতে বোস্।"

"না কিছু না" বলিয়া সুশান্ত আহারে বসিল।

দীনতারিণী অনেকক্ষণ চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলেন। আশা সুশান্ত কোনও কথা আরম্ভ করে কিনা? কিন্তু সুশান্ত একটিও কথা বলিল না। দুই ভাবনা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মনের এক কোণ হইতে কে যেন বলিতেছে—"ফিরে এস; মার মত জগতে আপনার কেহই নাই।" কিন্তু সমস্ত মনটা ত' এ ডাকে সাড়া দেয় না। আর এক কোণ হইতে কে যেন কহিতেছে—'আগে চল—আগে চল; যে ভাবে বন্ধন তোমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইতেছে—তাহাতে মুক্তির যদি উপাসনা কর—তবেই উন্নতি। মুক্তির মন্দিরে দুই এক জনের আর্থিক উন্নতি যদি বলিদান না দেও—তাহা হইলে অদৃষ্টে চরম অবনতি—জাতির

বিনাশ। ফিরে এস ফিরে এস, আর ও পথে নয়। জান না কি—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।' আমাদের রাজ সেবা বৃত্তিরূপে আসিয়া দাঁড়াইতে আয় যে কত অর্দ্ধের অর্দ্ধেকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাঁহার হিসাব রাখিয়াছ কি? আর এই যে চাকরি—এত ভিক্ষায় দাঁড়াইয়াছে। ফিরে এস—ফিরে এস অশরীরি বাণী ডাকিয়া বলিতেছে—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।'

দীনতারিণী বলিলেন—"হাঁরে সুশান্ত, অত ভাবছিস কেন? দোকানে তোর যদি লাভ নাইই হয়—ক্ষতি কি? বি-এ পাশ করেছিস্—চাকরি কর। তা'তে ত আর কেউ তোর নিজের ভাত কাপড়ের অকুলান দেখতে পাবে না। তা' নয়—তোর যেমন পছন্দ। না হ'লে পরে বি-এ পাশ করে কে আবার দোকান করতে যায় বল দেখি। যারা পাশ টাশ করতে পারে না। তারাই দোকান করবে।"

সুশান্ত হাসিয়া বলিল—"চাকরির বাজারটা ত আর দেখছ না মা! চাকরি কি আর পাওয়া যাবে। আজও যদি বা একটা আধটা পাওয়া যায়—দু'দিন বাদে মোটেই মিলবে না। হু হু করে চাকরির উমেদার বেড়ে যাচ্ছে—কিন্তু চাকরির পদ বাড়ছে না। এখন বি—এ পাশ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকায় কাজ করতেও পিছ পা হয় না।"

মা কহিলেন—'দু'দিন বাদে কি হ'বে-সে খোঁজে তোর এখন দরকার কি? এখনও চাকরি চেষ্টা করলে মেলে, রাম শ্যাম হরির মিলছে—তোর আর একটা মিলবে না! বল না তোর যদি লিখতে লজ্জা করে—আমিই না হয় প্রশান্তকে লিখছি। ৪০৲ টাকার একটি চাকরি এ মাসের মধ্যে হ'য়ে যাবে।"

"থাক্ মা, আমার জন্যে তোমার অত করতে হ'বে না। জিনিষ

পত্রের কি দাম বেড়ে যাচ্ছে—সে খবর রাখছ কি? ৪০৲ টাকায় আর পেট ভর্‌বে না।”

“ওরে, মাইনে কি তোর চির দিনই ওই ৪০৲ টাকাই থাক্‌বে! বছর বছর মাইনে বাড়বে।”

“যতই বাড়ুক্—দশ বিশ টাকার উপর আর বাড়ছে না। বড় জোর লাগাৎ বুড়োকালে ষাট্‌ সত্তর টাকা মাইনে হবে! তা’তেও পেট ভর্‌বে না মা তা’তেও পেট ভর্‌বে না। তার চেয়ে যদি দোকানে উন্নতি হয়—অবস্থা ফিরিয়ে ফেল্‌তে পার্‌ব।”

দোকানের কথায় মার মন আবার বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু দীনতারিণী আজ সঙ্কল্প করিয়াছেন—ছেলেকে চাকরি করার জন্য সমস্ত বক্তব্য তিনি বলিয়া ফেলিবেন—তা’ ছেলে শুনুক আর নাই শুনুক। কাজেই পুনরায় কহিলেন—“কে বলেছে? ওই রসিক রায় ১৫৲ টাকার কেরাণি হ’তে ৪৫০৲ টাকার আফিসের বড় বাবু পর্য্যন্ত হয়েছেন; আর দীনু স্যান্যাল সামান্য চৌকিদার হ’তে পুলিশের বড় সাহেব। এ রকম অনেক আছে! আবার”—

বাধা দিয়া হাসিয়া সুশান্ত বলিল—“সেদিন চলে গিয়েছে মা! এখন আর তা’ হচ্ছে না।”

চাকরির স্বপক্ষে মায়ের যুক্তি আরও তাহাকে চাকরির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। আগে উহাতে উন্নতির উপায় ছিল—চেষ্টা করিলে হইলে হইতে পারিত। এখন তাও নাই। সুতরাং উহাতে কাজ নাই।

সুশান্তের কথায় দীনতারিণী একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সেই নিঃশ্বাস সুশান্তের সঙ্কল্পকে কিছু আলগা করিয়া দিল। তবুও সে পাছে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এই ভয়ে আর বাড়ীতে বিশ্রামও করিল না। বরাবর দোকানে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পল্লী গ্রামের বাড়ীর উপর দিয়া হাঁটা পথ আছে। সুশান্তের বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী সেই রকম একটি ছোটপথ দিয়া রামধন চক্রবর্ত্তী যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দীনতারিণী তাড়াতাড়ী রোয়াক হইতে নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর পো যে, কোথায় যাচ্ছ?"

চক্রবর্ত্তী উত্তর দিলেন—"ও-পাড়ার সুদর্শন রায়ের বাড়ী যাচ্ছি। তার ছেলে গোলোক বাড়ী এসেছে কিনা? সে এ বার বি-এ পাশ করেছে। তাই রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে যাচ্ছি। শুন্‌ছি ছেলেটি আবার ডেপুটি টেপুটি হবে।"

"হাঁ, ঠাকুর পো, বি-এ পাশ কর্‌লেই কি ডিপুটি হ'তে পারে?" দীনতারিণী প্রশ্ন করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্ত্তীও উত্তর দিলেন—"হাঁ তা' চেষ্টা টেষ্টা কর্‌লেই হ'তে পারে। ডেপুট টেপুটি ত বিয়ে টিয়ে পাশ করেই হয়। তা' তোমার ছেলে যে এক রোখা! চেষ্টা টেষ্টা ত' কিছুই কর্‌বে না।" বলিয়া চক্রবর্ত্তী সহানুভূতি-সূচক একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। দীনতারিণীর হৃদয়ও সেই সহানুভূতির স্পর্শে গলিয়া গেল। তাইত তাঁহার ছেলের উন্নতির জন্য ও পাড়ার পাঁচজন ভাবেন। আর সে হতভাগা যে নিজে নিজের উন্নতির উপায়কে পদাঘাতে দূরে তাড়াইয়া দিতেছে।

দীনতারিণী কহিলেন—"তা ঠাকুর পো, তোমরা একবার বলে দেখ না। তোমাদের কথা যদি রাখে। কোনও ভাল কাজের জন্য যদি চেষ্টা চরিত্তির করে। আমি কত বলেছি। আমার কথা ত' কাণেও

করে না। লেখা পড়া জানে কিনা? সাত পাঁচ কথা এমন ভাবে কি বলে দেয় যে, আমি আর কোনও কথাই বলতে পারি নে'।"

দীনতারিণীর হৃদয় ছেলে শিক্ষিত বলিয়া একটা গর্ব্ব অনুভব করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মতুষ্টি লাভ করিল। রামধন বলিলেন "কি জানো বৌ, ওরা শিক্ষিত; ওরা আর আমাদের আমল টামলও দেয় না। আমরা একবার কাল সুশান্তকে উপদেশ দিতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ও পাড়ার দীনু বাঁড়ুয্যেও ছিলেন। আমাদের কথা-টথা ত শুন্‌লেই না—আর উপবন্ধ দীনু বাঁড়ুয্যেকে পয়সা নিয়ে কবরেজী করেন বলে সাত পাঁচ কত কথা শুনিয়ে দিলে। তাকে কি আর আমাদের কোন কথা টথা বলা চলে।

দীনতারিণী ইহার আর উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার ছেলে লেখা পড়া শিখিয়া দোকান খুলিয়া বসিয়া ভদ্রতা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা ত কম আপশোষের কথা নয়। দুই জন গ্রাম-মান্য প্রবীণকে অম্লান বদনে অপমানের কথা বলিয়াছে—তাহার মা সেই অপমানিত ভদ্র লোকদ্বয়ের একজনকে কি বলিতে পারেন? ছেলে যে কিসের নেশায় ভদ্রতার পথ হইতে অভদ্রতার পথে ছুটিয়া চলিতেছে—তাহা ত' তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। হাঁ, হইয়াছে। একজন ভাল লোক দিয়া উহাকে বুঝাইয়া ঐ অভদ্রতার দিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সভ্যসমাজের উপযুক্ত করিতে হইবে। দীনতারিণীকে আর কোনও কথা বলিতে না দেখিয়া—নিজেও বলিবার কোনও কথা না পাইয়া চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"তবে চল্‌লাম বৌ, একবার সকাল সকাল ও পাড়ার দিকে টিকে না গেলে ভাল টাল শুনাবে না।"

রামধন চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেলেন। দীনতারিণীর হৃদয়ে বেদনার খচখচানি রাখিয়া গেলেন—তাঁহার ছেলে চেষ্টা করিলে ডেপুটি হইতে পারিত, হায় রে, কোথায় ডেপুটি আর কোথায় দোকানদার! কি জানি

প্রবৃত্তি, বাড়ীর লোক – শুধু বাড়ীর লোক কেন—দেশ শুদ্ধ সকল লোকই এ দোকান দারীর বিরোধী। তবু এক রোখা ছেলে—দোকান ছাড়িবে না। দোকান যেন তার সকলের বড়—মাথার মণি!

বধূ বিমলা তাহার শ্বাশুড়ীকে ঐ ভাবে মাথায় হাত দিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ডাকিল—"মা ঘরে আসুন। ওখানে মাথায় হাত দিয়ে কি ভাবচেন?"

"না—এমন কিছু নয়"– বলিয়া দীনতারিণী ঘরের মধ্যে আসিলেন। কিন্তু চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কে গোল পাকাইয়াই রহিল। ভাল লোক দিয়া অনুরোধ করাইবার কথা তাঁহার মনে আসিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে পড়িল না—তাঁহার ছেলে মান্য করে গামে এমন ভাল লোক কে? বিমলা বুঝিতে পারিল—তাঁহার শ্বাশুড়ী তাহার স্বামীর কথা'ই ভাবিতে-ছেন; কিন্তু অনর্থক এ ভাবে ফলহীন ভাবনায় ত' লাভ কিছুই নাই। উপরন্তু মস্তিক দুর্ব্বল হইয়া যাইতে পারে। তাই সে বলিল—"ও ভাবে ভেবে কি ফল হ'বে মা। তিনি যখন কারও কথা শুনবেন না—তখন আর ভাববেন না। ভগবান যা করাবেন – তাই হবে।"

বিমলার কথায় দুঃখের একটু মৃদু হাসিতে দীনতারিণীর মুখখানি জ্বলিয়া উঠিল। হায় নারী! ছেলে বড় হউক—ছেলের ব্যবহারের সময় আসুক তখন বুঝিতে পারিবে—ছেলের ব্যবহার মার বুকে যে চিন্তাকে টানিয়া আনে—তাহার নিবৃত্তি হয় চিতায় নয় ছেলের পুনরায় সদ্ব্যবহারে। তিনি সে সব কথা না বলিয়া শুধু বলিলেন মাত্র – "ভাবব না বলছ—তা ত পারি নে মা; ওই খানেই যে মা আর বৌতে তফাৎ।"

কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া অনেক রকমের বিপদের সূত্রপাত করে শ্বাশুড়ীর কথা বধূর ভাল লাগিল না। বিমলা অপ্রসন্ন মনে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একে বিমলার স্বামীর দোকান করাই অপছন্দ। তাহাতে আবার দোকান খোলার পর হইতে সুশান্ত তাহার নিকট আবশ্যকীয় পদার্থ চাওয়াটাও বাদ দিয়াছে—ইহাও তাহার প্রীতিপ্রদ হয় নাই। অবশেষে শাশুড়ীর কটাক্ষ। এই ত্র্যহস্পর্শের আঁচে তাহার শুষ্ক মন দ্রুতগতিতে জ্বলিয়া উঠিল।

সে বাপের আদুরে মেয়ে। ইতিপূর্ব্বে তাহার মনের উপর দাগের আঁচড়টি লাগিলেও সে সহ্য করিত না। কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর হইতে ভগবানের সুমিষ্ট ইঙ্গিতে তাহার মানস উগ্রতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। অবশেষে মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এমন শান্ত হইয়া গিয়াছিল যে সে নিজেই ভাবিয়া পাইত না—কেমন করিয়া সে এত লক্ষ্মী হইয়া গেল। কিন্তু দোকানের পরিকল্পনা যেদিন প্রথম সে স্বামীর মুখ হইতে শুনিতে পাইল—সেইদিনই তাহার ভিতরকারের পরুষ ভাবটা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। যদিও নবমাতৃত্বের কোমলতা সে উগ্রতাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল—তথাপি সে নিজের শান্ত ভাবটিকে ঠিক রাখিতে পারে নাই। সুশান্ত বিমলাকে পাইয়াছিল—ঠিক বিমলেরই মত—যেন অম্লান স্নিগ্ধ শারদ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার আলোটি। সে পাইয়াছিল—প্রতিবাদহীন প্রগাঢ় ভালবাসা। কাজেই তাহার সঙ্কল্পের প্রতিবাদ তাহার ভাল লাগিল না। অথচ সঙ্কল্প তাহার দৃঢ়। মন বলিতেছে—সে সঙ্কল্প সাধন করিতেই হইবে। সেই জন্য সে অনর্থক প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া প্রতিবাদকে আর মাথা তুলিতে দিল না। কিন্তু সে তাহার কাজ

করিতে সাহায্যও চাহিল না। আপনার কাজ আপনিই করিতে লাগিল। বিমলা যেন তাহার ছেলে মানুষ করিবার পুঁতুল। এই ভাবে যে অসন্তোষ চলিতেছিল—তাহাতে আজ দীনতারিণীর এই কটাক্ষ ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। তাই ত' সকলেই মনে করে—সে শুধু আসিয়াছে—হাসিয়া খেলিয়া তাহার নিজের জীবনটাকে সার্থক করিতে; এ বাড়ীর কথা ভাবিবার—ইঁহাদের মন্দকে ভাল করিবার বুঝি তাহার আর কোনও অধিকার নাই।

ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু আজ তাহার ছেলেও ভাল লাগিল না। ছেলেও ত' এ বাড়ীর। বড় হইতে যে দেরি! সেও বোধ হয় বড় হইয়া এ বাড়ীরই মত তাহাকে পরগাছা ভাবিয়া নিজের কাজে—নিজের পরামর্শে সাহায্য করিতে মাকে আর ডাকিবে না। ছেলের রোদনে দীনতারিণী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—কহিলেন—"ও কি বৌমা? ছেলেটা পড়ে কাঁদ্‌চে—আর তুমি গালে হাত দিয়ে ভাব্‌চ? এত কি ভাবনার আছে বল দিকি তোমার?"

বিমলা ভাবিয়াছিল বাক্যসংযম করিবে! কিন্তু সে তা' পারিল না। সহসা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—"না, আমার আর ভাবনার কি থাক্‌বে? ভাবনা সবই আপনাদের একচেটে!"

"ও মা! অবাক্ কর্‌লে তুমি বৌমা? একরত্তি ছেলে মানুষ তুমি—তোমার মুখে এই কথা! তোমাদের এখন কাজ ও ফুর্ত্তির সময়—তোমরা অত ভাব্‌বে কেন? ভাব্‌ব আমরা বুড়ো হাব্‌ড়ারা—যাদের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে। ন্যাও ছেলেটা ককিয়ে গেল যে। তুলে ন্যাও ওকে।"

বিমলা অপ্রসন্ন মনে ছেলের কাছে গেল। ছেলেও মা পাইয়া চুপ করিল।

দীনতারিণী সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কথা আবার কাজ করিল। বাক্য সংযমের ক্ষমতার অভাবে—অথবা ইচ্ছার অভাবে বিমলার যে ত্রুটিটুকু ঘটিয়া গেল—তাহা আবার দীনতারিণীর মনে ঘুণ ধরাইয়া দিল। তিনি ভাবিলেন—'ওমা ? বৌ যে অবাক করিল। যে বৌ কোনও দিন মুখ খুলিয়া তাহাকে কোনও কথা বলে নাই—তাহারই এই কাজ। আমি প্রথমে অবশ্য ভাবিয়াছিলাম—হয়ত' এই রকমই হইবে—কথার উত্তর দিবে। কারণ বড়লোকের মেয়ে—সবজজের মেয়ে বাক্যসংযম শিক্ষা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বৌ যখন আসিল—খাসা শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়েটি! মুখে কথা নাই! কেবল হাসি—কেবল আনন্দ। যেন তৃপ্তির প্রতিমা। আর সেই বৌর মুখে আজ একি কথা?'

অবশ্য তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন—ইহা তাঁহারই কথার প্রত্যুত্তর; যদিও এ উত্তরটি উত্তরদাত্রীর অসংযমেরই পরিচায়ক। "ওইখানেই যে মা আর বৌতে তফাৎ" বলিয়া যে মন্তব্যটি তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন—কিছুক্ষণ পরে তাহারই উত্তর বাহির হইয়া আসিল—"না, আমার আর ভাবনার কি থাকবে? ভাবনা সবই আপনাদের একচেটে।" কিন্তু সময়ের দূরত্ব থাকায় কথার ঠিক অর্থ প্রকাশিত হইল না—অথচ মালিন্য দুই জনের মনেই রহিয়া গেল।

— —

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যতীন্দ্র বাবু ক্ষুদ্রগ্রামের ক্ষুদ্র জমিদার। তাঁহার অবস্থা কুবেরের সম্পত্তিকে আনিয়া না দিলেও—যাহা দিয়াছিল—তাহাতেই তিনি পায়ের উপর পা দিয়া স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া আসিতেছেন। লোকও তিনি সরল সচ্চরিত্র বলিয়া লোক সমাজে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহার একটি বিষয়ে দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি তোষামোদকারীগণকে কিছু বলিতে পারিতেন না; ইহা অন্যায় হইতেছে—ইহা করিও না। তাহারা যে তাঁহাকে বড় করিত—তাহাতেই তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া যাইত। তবে অপরে একজন অন্যায় বলিলে—অন্যায়ের প্রতিবাদকারীর উপর সন্তুষ্ট হইতেন। তথাপি নিজে নিজের মোসাহেবগণকে কিছু বলিতে পারিতেন না। এই দোষটী ছিল—তাঁহার চন্দ্রে কলঙ্ক।

তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে কয়েকটি ছেলে খেলা করিতেছে। তিনি ও তাঁহার দূর সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্র কিশোরীমোহন সেখানে পায়চারি করিতে করিতে ছেলেদের খেলা দেখিতেছিলেন। পথ দিয়া অনাদি খুড়াকে যাইতে দেখিয়া যতীন্দ্র কহিলেন—"কোথায় চলেছ খুড়ো ?"

"যতীন খুড়া যে ? তা' খুড়া এখানে কি করা হচ্ছে—ছেলেদের' খেলা দেখা বুঝি। হাঃ হাঃ হাঃ খুড়া, তোমার ভিতরে ছেলেমানুষী এখনও পুরো দস্তুর আছে দেখ্‌ছি।" বলিয়া খুড়া দন্ত পংক্তি বাহির করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। এই অনর্থক উচ্চহাসি নবীন যুবক কিশোরীমোহনের ভাল লাগিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাচ্ছিলেন না আপনি ?"

অনাদি খুড়া উত্তর করিলেন—"এই যাচ্ছিলাম—ওপাড়া মুখো। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' আমার মহাজন যতন খুড়া যখন এখানে তখন আমারও এই পথ। তা' তুমি কেমনতর ছোক্‌রা হে? বাপ দাদা ত বল্‌তে বল্‌চিনে' আমি 'জেনারেল' খুড়া—আমাকে খুড়া বল্‌তেও কি মুখে বাধ্‌ল।"

হাসিয়া কিশোরী কহিল—"রাগ কর্‌বেন না, আপনি আমার খুড়ো হলেন কি করে? আপনি আমার খুড়োর খুড়ো—দাদা মশায়!"

যতীন্দ্রও হাসিয়া ফেলিলেন। কাজেই দেখাদেখি অনাদি খুড়াও হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া উন্নত কণ্ঠে একবার হাসির মক্স করিয়া লইলেন। এবং বুঝিলেন—এই যে নূতন ছেলেটি অম্লান বদনে তাঁহার বৃদ্ধত্বকে সম্মান না করিয়া, অপ্রস্তুত না হইয়া, সমান উত্তর করিল—এ নিশ্চয় যতীন্দ্র বাবুর প্রিয়তম আত্মীয় না হইয়া আর যায় না। নহিলে এত সাহস। তবু একবার জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ মিটাইয়া লইতে হইতেছে—ভাবিয়া অনাদি প্রশ্ন করিলেন—"এ ছেলেটি কে হে যতন?"

যতীন্দ্র নাথও হাসিমুখে উত্তর করিলেন—"কি? কিশোরীর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ খুড়ো? আমি হচ্ছি ওর খুড়ো!"

অনাদি যতীন্দ্রকে আর কোনও কথা বলিতে না দিয়া মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়াই কহিলেন "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক। 'আকারে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমনেঃ কুতঃ।' তা বেশ বেশ! বলি নাতিন, লেখা পড়া কি শেখা হচ্ছে?"

কিশোরী মোহনের তারা মৈত্রকের বিপরীত ইঙ্গিতে এই খুড়াটিকে মোটেই ভাল লাগে নাই। যদিও সে নিজের খুড়ার দুর্ব্বলতার বিষয় জানে তথাপি তাঁহার সহিত যাহার দহরম মহরম ভাব, আর ত' তাঁহাকে সে উপেক্ষার চোখে দেখিতে পারে না। সে বাধ্য হইয়া অনাদির নিকট শান্ত

শিষ্ট ছেলেটির মত ভাব প্রকাশ করিল। এবং বিনয়—নম্রস্বরে কহিল "এ বৎসর বি-এ পাশ করেছি। সম্ভবতঃ এম-এ পড়ব।

অনাদি আবার হাসিয়া বলিলেন—"তা বেশ তা' বেশ! এইভাবে লেখাপড়া শিখে দেশের ও দশের উপকার করো।"

হাসিয়া কিশোরী কহিল—"দাদাম'শায়, নাতির বেয়াদবি মাপ করবেন। আমি লেখাপড়া শিখ্‌তে পারি। পায়ার জোর—দশজন মুরুব্বী থাক্‌লে ভাল চাকরীও যোগাড় কর্‌তে পারি। কিন্তু দেশের ও দশের তা'তে কোনও উপকার কর্‌তে পার্‌ব না।"

"কেন পার্‌বে না?" যতীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন পার্‌বে না? ইচ্ছা থক্‌লেই পার্‌বে! এই ধরো পাঁচজনকে যদি চাকরি করে দেও—তা'তেও দেশের ও দশের উপকার আছে।"

কিশোরী পুনরায় স্মিত মুখে কহিল—"আপনিও ভুল বুঝ্‌ছেন খুড়া ম'শায়। প্রথমতঃ যদি স্বীকার করেই নেওয়া গেল আমার একটা ভাল চাকরি হ'ল—তবু সে চাকরিতে আমার এমন কোনও ক্ষমতা থাক্‌বে না —যে, আমি আর পাঁচজনকে চাকরিতে ঢোকাই। বড় জোর এইটুকু ক্ষমতা আমার থাক্‌তে পারে—আমি এক আধজনকে 'রেকমেণ্ডেশন— লেটার' দিতে পারি। কিন্তু বাঙ্গালীর 'রেকমেণ্ডেশনে' আর চাকরি জুটবে না। তা'র ধক কমে গেছে।"

অনাদি বলিলেন—"কি হে ভায়া? লেখাপড়া শিখে উন্নতি হবে না কি মুর্খ হয়ে থাক্‌লে উন্নতি হ'বে?"

কিশোরী :—"দেখুন দাদাম'শায় এই যে আমাদের লেখাপড়া শেখা— এটা অনেকটা 'কেরাণিগিরির অ্যাপ্রেণ্টিসি' ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বার হয়ে এসে সকলেই দেখে—তা'রা কেরাণিগিরি ছাড়া আর কিছুরই উপযুক্ত নয়। এম-এ, এম-এস্‌-সি, বি-এ, বি-এস্‌-সি,

আই-এ, আই-এস্-সি, ম্যাট্রিক সব দল বেঁধে কেরাণিগিরির উমেদারীতে ছুটিতে থাকে। কাজেই আপিস্‌গুলোও আর কেরাণি চাচ্ছে না। এ স্রোত যদি উল্টে না যায়—তা' হ'লে বেঁচে থাকলে দেখ্‌তে পাবেন—'বেকার সমস্যা' ভয়ানক হ'য়ে উঠ্‌বে।"

অনাদি :—"তুমি কি বল্‌তে চাও ভায়া এ লেখাপড়ায় উন্নতি হ'বে না। চেষ্টা থাক্‌লেই উন্নতি অনিবার্য্য। আজ কাল আর সেদিন নেই। এই তোমাদেরই মত কত শত বি-এ, এম-এ মন্ত্রী, গর্ভর্ণর প্রভৃতি হ'য়ে যা'চ্ছেন। কেন তুমি হ'তে পার্‌বে না ?"

কিশোরী :—"তা, হ'তে পার্‌ব না দাদাম'শায়। তা'তে আর কোন ভুল নেই। তবে হয়ত' ওই গভর্ণর মন্ত্রী পরে আরও দুই একজন হ'তে পারেন। কিন্তু তাতেই বা কি ? আপনি কি মনে করেন—যে ওই মন্ত্রী গভর্ণরের কাছে 'অ্যাপ্লিকেশন' কর্‌লে—তিনি সাহেবদের অপেক্ষা বাঙ্গালীর যোগ্যতা বেশী বিবেচনা করবেন ; অথবা তুল্য যোগ্য হ'লে বাঙ্গালীর জন্মভূমিত্বের দাবী স্বীকার করবেন ? কখ্‌খনো না। এতে উন্নতি হ'বে না। এই শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করা চাই। এটি মনে রাখ্‌তে হ'বে—বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বা'র হয়ে এসে—চোখের সাম্‌নে কেরাণি, ডেপুটি, মুন্সেফি, ওকালতি ছাড়া অন্য পথ যাতে শিক্ষিতেরা খুঁজে বার করতে পারে—এইরকম শিক্ষা এখন দেশের আবশ্যক। জানেন দাদাম'শায়, আমেরিকায় গ্রাজুয়েট জুতা ব্রুস কর্‌তেও কুণ্ঠিত হয় না।"

সরব হাসিয়া যতীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন—"তা' হ'লে কি তুমি চাও—বাংলা দেশের গ্রাজুয়েট্‌রা জুতা বুরুস্ করুক্।"

কিশোরী যতীন্দ্রনাথের অট্টহাসির প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—"ক্ষতি কি কাকা ? আপিসে বসে সারাদিন কলম চালানোর চেয়ে সে যদি

চ'ঘণ্টা জুতা বুরুস করে অন্ন সংস্থান করতে পারে—তবে হানি কি? নিদেনে নিজের জমি নিজে চষা—দোকান খোলা—বিদেশী সদাগরের সহিত সমান ব্যবসা করা—যার সামর্থ্যে যা' কুলায়—সে তাই করুক। সকলে আপিস মুখে ছুটবে কেন? এতে যে ক্রমে জাতীয় জীবনকে চেপে করে ফেলা হচ্ছে।"

হঠাৎ যতীন্দ্রনাথের মনে পড়িয়া গেল—তাঁহাদের দেশেই ত' একটি ছেলে কিশোরীর কথার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুশান্তই কেবল আজ কালকারের জগতে বি এ পাশ করিয়া আপিসে না যাইয়া দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। তিনি বলিলেন—"ওহে কিশোর, আমাদেরই এখানকার একটি ছেলে বি এ পাশ করে দোকান খুলেছে।"

"সত্যি নাকি? কিশোরী আনন্দের আবেগে লাফাইয়া উঠিল। তাহার পর সুশান্তের কথা লইয়া খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হওয়ার পর কিশোরীকে উঠিতে দেখিয়া অনাদি কহিলেন "কোথায় চল্‌লে ভায়া?"

"যাই সেই মহাপুরুষের পদধূলি নিয়ে আসি। এই বচন-বাগীশ বাংলা দেশে এমন নীরব কর্ম্মী দেখ্‌বার উপযুক্ত বটে!" বলিয়াই কিশোরী সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

যতীন্দ্রনাথ অবাক হইয়া রহিলেন। অনাদি মন্তব্য পাশ করিলেন—"ভাবছ কি আর খুড়া। আজ কালের ছেলেরা সব ওই একরকম কি রকম ধারা হয়ে গিয়েছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:*:—

"ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী আছেন ?" বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনাদি খুড়ো গ্রামের পুরোহিত কানাই চরণ তর্কালঙ্কারের বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। কানাই তখন বাড়ীতে অনুপস্থিত। তাঁহার ছোট ভাই হরিচরণ বিদ্যাচুঞ্চু সেখানে বসিয়াছিলেন। দুইজন ভদ্রলোককে বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া কিছু প্রাপ্তির আশায় হর্ষান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আসতে আজ্ঞা হয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়! আসতে আজ্ঞা হউক্ অনাদি খুড়ো—বসুন—বসুন।" সসব্যস্তে স্থান ছাড়িয়া সরিয়া বসিলেন।

দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন—"হরি ঠাকুর, আপনার দাদা কুত্র ? আমরা তাঁর সকাশে এসেছি একটা ভায্যের জন্য।"

হরিঠাকুর সবিনয়ে কহিলেন—"তা' ব্যাপার কি ? আমি শুনতে পারি কি ? দাদা ত' বাইরে গিয়েছেন। এখন কোথায় গেছেন—তাও ঠিক বলতে পারব না।"

দীননাথ একটি টাকা হরিঠাকুরকে দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"এমন কিছু বিশিষ্য বিয়োগ নয়। অপিচ ব্রাহ্মণ সন্তান যদি স্যাৎ অটবী খুলিয়া বসেন ; তস্মাৎ তিনি পাতিত্য হন কিনা ? এবং কি তার প্রাচিত্ত।"

হরিঠাকুরও পণ্ডিত সমান সমান। পূর্ব্ব উত্তরটি চালাকির সহিত দিয়াছিলেন—এবারে তা' অসম্ভব। এবং যে ভয়ঙ্কর সংস্কৃত তাঁহার সম্মুখে অনর্গল বাহির হইতেছে—তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা—'পণ্ডিতে

বুঝিতে নারে মুর্খে লাগে ধন্দ' এই হেঁয়ালির ভাষায় বলিলেই স্পষ্ট হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত কথা বলা এইজন্য অনেকেরই সাধ্যাতীত। হরিঠাকুর ভীত হইয়া পড়িলেন; তাই ত' দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই—একথা যদি জনরবে প্রচার হয়—তাহা হইলেই ত' তাঁহার পসার প্রতিপত্তি সকলই ফাঁক হইয়া পড়িবে। অনাদি খুড়া লোকটি বেশ বুদ্ধিমান। তিনি বুঝিতে পারিলেন—হরিঠাকুর নিজের বিদ্যা বুদ্ধির দুর্ব্বলতার জন্যই হউক্—অথবা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংস্কৃত সংস্কৃতের জন্যই হউক্—মোট কথা ইহারই অন্যতম কারণ বশতঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারেন নাই। তাই তিনি কহিলেন—"স্পষ্ট করে বলো বাঁড়ুয্যে খুড়ো! ও-রকম বল্‌লে উনি বুঝ্‌বেন কেন? শুনুন ঠাকুর, সুশান্ত চাটুয্যে দোকান খুলে বসেছে। দোকান ত' আর—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"দোকান ত' আর ব্রাহ্মণের আজীবনী নয়—ও বোশ্যের। ব্রাহ্মণ যদি স্যাৎ বোশ্যের আবিত্তি করেন—তা' যদি তিনি প্রাচিত্তি—"

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা কাড়িয়া খুড়া আবার আরম্ভ করিলেন—"ব্রাহ্মণ হয়ে দোকান খুল্‌লে কি প্রায়শ্চিত্ত? আর সে প্রায়শ্চিত্ত যদি সে না করতে চায় তা' হ'লে সমাজ তা'কে কি দণ্ড দিতে পারেন?"

হরিচরণ বুঝিলেন—ইঁহারা সুশান্তের সামাজিক দণ্ডের পক্ষপাতী। তা' তিনি যখন একটি টাকা পাইয়াছেন—তখন ইঁহাদের পক্ষে ব্যবস্থা দিতে তাঁহার আপত্তির কি প্রয়োজন। আর দুইজন লোক এক হইলেই ত' সামাজিক দণ্ড দিতে পারেন না। তাহাতে সম্পূর্ণ সমাজকে একতা অবলম্বন করিতে হয়। তা' এ বঙ্গদেশের আধুনিক সমাজ পারিবে না। এইরকম সাত পাঁচ ভাবিয়া হরিচরণ বলিলেন—"যদি সুশান্ত সমাজকে

অবজ্ঞা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে অস্বীকার করে তা' হ'লে সমাজ তা'কে একঘরে করতে পারেন।"

বন্দোপাধ্যায় আনন্দের আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"শোভন ভাষা! শোভন ভাবা!"

ঠিক হরিচরণের কথার বিরামের যতির সঙ্গে সঙ্গে কানাই সেখানে প্রবেশ করিলেন এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার পৃষ্ঠে কহিলেন—"শোভন ভাষাটা কি হ'ল দীননাথ দা?"

"আগানিতে অপিজ্ঞা হউক—আগানিতে অপিজ্ঞা হউক।" বন্দোপাধ্যায় আরম্ভ করিলেন—"আমরা ভবানকার অন্বষ্টবা এসেছিলাম। কুত্র গতবান আপনি। যদি স্যাৎ ব্রাহ্মণ তনয় অটবী খুলে বসেন—তহি কিমু প্রাচিত্তঃ?"

কানাই তর্কালঙ্কারের হাসি ঠেকান' দায় হইয়া উঠিল। তর্কালঙ্কার ভাবিলেন—বলিতেও মুখে বাধে যে—ও সংস্কৃত হইতে বিশুদ্ধ বাংলা অনেক ভাল। আর দীননাথ বন্দোপাধ্যায় মনে করিতে লাগিলেন—নিশ্চয় তিনি সংস্কৃত বলিয়া ভট্টাচার্য্য ও হরি ঠাকুরকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন; অনাদি খুড়া ত' চমৎকৃত হইয়াছেনই। কারণ জগতে নিজের অক্ষমতাকে কেহ স্বীকার করিতে চায় না। দীননাথ বন্দোপাধ্যায় আবার আরম্ভ করিলেন—"অপরন্তু ব্রাহ্মণ-তনয় যদি স্যাৎ অটবী ভুলে দিতে বিপত্তি করে—তা' হ'লে কিমঃ প্রতিপত্তিঃ।"

তর্কালঙ্কারের আর সহ্য করা দায় হইল। তাঁহার মনে হইল—এ-রকম সংস্কৃত দিয়া নিরক্ষর চাষা-মহলে কবিরাজির পসার হইতে পারে—কিন্তু ভদ্রমহলে কথা চলে না। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"বাংলায় বলুন দীননাথ দা, এখানে উপস্থিত সকলেই যখন বাঙ্গালী—তখন সংস্কৃত বলার প্রয়োজন কি?"

প্রথমে "বাংলায় বলুন" শুনিয়াই বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু তাহার কথার শেষটুকুতে অর্থাৎ "সকলেই যখন বাঙ্গালী তখন সংস্কৃত বলার প্রয়োজন কি"—শুনিয়া আবার তাহার মন পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিল। "যা' বলেছেন ভট্চাজ মশায় এখন বলুন ত' এর প্রাচিত্তির কি ?"

তর্কালঙ্কার কহিলেন—"এর ত' কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।" "প্রাচিত্তঃ ন সন্তি"—বলিয়াই দন্তে জিহ্বা কাটিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় বলিলেন—"ভুল হ'য়ে যায় ভট্চায্যি ম'শায়। এই সংস্কৃত বলাটা বিশেষ অভ্যাস কিনা ? তাই অভ্যাসের দোষ ছাড়্তে পারিনে' ! নইলে বাংলায় কথা বল্‌বই ত' ভাবি তা' বামুনের ছেলে দোকান করেছে—এর প্রাচিত্তির নেই।"

পিঠ পিঠ অনাদি খুড়াও প্রশ্ন করিলেন—"ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত' দোকান করা নয়। বর্ণাশ্রমীর বৃত্তান্তর গ্রহণ কর্‌লে সেটা কি প্রায়শ্চিত্তার্হ নয় ভট্টাচার্য্য খুড়া ?"

কানাই কহিলেন—"শুনুন খুড়া মশায়, আপনিও শুনুন্—দীননাথ দা, আজকাল ব্রাহ্মণ যদি অন্য জাতির বৃত্তি গ্রহণ করে—সেটা প্রায়শ্চিত্তার্হ হবে না। বিপৎকালে জীবিকা সমস্যা উপস্থিত হ'লে অপর বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ কর্‌তে পারে। এতে সমাজ বৃত্ত্যন্তর গ্রহণকারীর কোনও দণ্ড দিতে পারেন না।"

বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশা নিরাশায় পরিণত হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় একবার হরি ঠাকুরের অন্বেষণ করিল ! কিন্তু হরি ঠাকুর দাদাকে আসিতে দেখিয়া সেখান হইতে সকলের অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়কে নীরব দেখিয়া অনাদি খুড়া কহিলেন—"চাকরি কর্‌লেই ত' পার্‌ত ? চাকরি ত কোন বর্ণের ধর্ম্ম নয়। সুতরাং চাকরি কর্‌লে ত' আর বর্ণান্তরের ধর্ম্ম গ্রহণ করা হ'ত না ?"

তর্কালঙ্কার বলিলেন—"চাকরি শূদ্রের ধর্ম্ম, চাকরি সেবা ছাড়া ত' আর কিছুই নয়। আর দোকানদারি বৈশ্যের ধর্ম্ম। শূদ্রের ধর্ম্ম অপেক্ষা বৈশ্যের ধর্ম্ম ভাল। ব্রাহ্মণ পারত পক্ষে স্বব্যবসায় পরিত্যাগ করবে না। যদি স্ববৃত্তি ত্যাগ করে অন্য বৃত্তি ধরতেই হয় ত' ব্রাহ্মণ প্রথমে ক্ষত্রিয়ের পরে বৈশ্যের বৃত্তি ধরবে—কিন্তু কখনও শূদ্রের ব্যবসা চাকরী করবে না। এও শাস্ত্রের কথা। ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা ত' আর আমাদের বর্ত্তমান জীবনে ধরা চলে না। কাজেই বৈশ্যের ব্যবসা' কর্‌ছে। এতে আর দোষের কি ?"

ব্যাপার সুবিধা হইল না দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও খুড়া সেখান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। যাইতে যাইতে বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন—"বুঝলে তাবৎ খুড়, ও মত ভটচাজের কথঞ্চিৎ পাবার আশায়। আচ্ছা, যতীন্দ্রবাবুকে দিয়ে অবরোধ করাচ্ছি। দেখি তাঁর কথা কেমন করে আমাদের মত উড্ডীন করেন।"

বেলা হইয়া উঠিল দেখিয়া কানাই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে সুশান্তের মা আসিয়াছেন। সুশান্তের মা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে একটি প্রণাম করিয়া কহিলেন—"দাদাঠাকুর, আমি আপনার কাছে এসেছি।"

প্রবীণ স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়া তর্কালঙ্কারের মনও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। পাছে প্রবীণা রমণীর এতক্ষণ বসিয়া থাকার দরুণ তাঁহার যে কষ্ট হইয়াছে—আসল প্রস্তাব উঠিতে বিলম্ব হইলে সেই কষ্টই বাড়িয়া যায়—তাই তিনি বলিলেন—"বলুন, কি জন্য এসেছেন ?"

সুশান্তের মা কহিলেন—"দেখুন, সুশান্ত গাঁয়ের আর কাউকেও মানতে বড় একটা চায় না। যা' একটু আধটু' সম্ভ্রম করে আপনার। তা' তাকে যদি বুঝিয়ে বলেন—সে যা'তে দোকান না করে একটা চাকরি করতে যায়।"

সুশান্তের মার অনুরোধ শুনিয়া তর্কালঙ্কারের হাসি আসিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—সুশান্তের ঘরে পরে চায় না যে, সে চাকরি না করিয়া দোকান করে। তাঁহার মনে হইল—হায় বঙ্গের জননি! তোমরা বুঝি ওই এক চাকরিই চিনিয়াছ? তাই তোমাদের সন্তানগণও চাকরি—অন্ত প্রাণ। তিনি কহিলেন—"তা' চাকরি না করে—দোকান করছে—সেটা আর বেশী মন্দ কি? কেন, দোকান ক'রে কি সংসার চালা'তে পারছে না?"

"চালাক্; তবু চাকরি! মাস কাবারে মাইনেটা পেত, বেশ স্বচ্ছলে সংসারটা চ'লে যেত।" কথার সঙ্গে সঙ্গে দীনতারিণীর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। কানাই ভাবিলেন—চাকরি আর মাসকাবার। এ মাসকাবারের মোহ এমন ভাবে আমাদের পাইয়া বসিয়াছে যে—এখন বাহির হইতে ঘর পর্য্যন্ত তাহার সমান প্রতাপ। অভাবে তাহার মার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। তিনি হাসিয়া কহিলেন—"নাই বা থাক্ মাস কাবার, আপনার ছেলে যখন লেখা পড়া শিখেছে—তখন তার বুদ্ধিতে যা' ভাল বোধ হয়—তা' একবার করে দেখুক্ না—ক্ষতি কি?"

"না—না; ও অনুরোধ আর করবেন না দাদাঠাকুর! আমার অনুরোধে বরঞ্চ আপনি তা'কে একবার বলে দেখ্‌বেন চাকরি করার জন্য। আমি সেই আশায় বুক বেঁধে আপনার কাছ পর্য্যন্ত এসেছি।"

দীনতারিণীর অনুরোধে ও কথা বলার ভঙ্গীতে তর্কালঙ্কারের মনে কষ্ট হইল। তিনি সুশান্তকে চাকরি করিতে উপরোধ করিবেন স্বীকার করিলেন। দীনতারিণীও সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

——:o:——

খরিদ্দার জীবন তলাপাত্র একখানি কাপড় লইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া দেখিল—তাহার পর কাপড়খানি কিছুক্ষণ সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া সহসা সজোরে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর, কাপড় খানার দাম কত হ'বে—ঠিক বল্বা!"

সুশান্ত একটা মূল্যের কথা কহিল। জীবন বলিল—"সত্যি করে বলো ত' ঠাকুর, লাভ খাচ্ছ কত?"

মুহূর্ত্তেই সুশান্তের শিক্ষিত হৃদয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাইত' এ রকম গাছ—অশিক্ষিতদের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। না এ ভদ্র-লোকের কাজ নয়'। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল—এ ভাবটা মনে জাগিতে দিলে—শিক্ষিতকে নবীন জীবিকার উপায় দেখান' হইবে না—নিজেও দোকান করিতে পারিবে না। আপনার ক্ষণিক উষ্ণতা নিবারণ করিয়া সুশান্ত কহিল—"আমি খরচ খরচা বাদ কাপড়ে চার পয়সা মাত্র লাভ করি।"

তলাপাত্র উত্তর করিল—"চার পয়সা কেন লাভ করবা? এক পয়সা লাভ কি কম লাভ? ত্থাও, অনেকের কাছেই ত' চার পয়সা করে লাভ খেয়েছ। আমার কাছে বেশী লাভ খাওয়ার জন্যে এক টাকা লোকসান ত্থাও।" সুশান্ত কাপড় খানির যে মূল্য বলিয়াছিল—তাহা অপেক্ষা সতের আনা দাম কম দিয়া জীবন তলাপাত্র কাপড়খানি হাতে

তুলিয়া লইল। সুশান্ত দেখিল—জীবন কাপড়খানি লইয়া চলিয়া যায়। সে বুঝিল—সে যদি তাহাকে লোকসান সহ্য করিয়া চলিয়া যাইতে দেয়—তাহা হইলে তাহার কাছে ঘটনা শুনিয়া আর পাঁচজনও ওই ব্যবহারের অনুকরণ করিতে পারে! তখন তাহার লাভ ত' দূরের কথা—মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে বলিতে হইল—"কাপড় রেখে যাও—তোমার টাকা নিয়ে যাও। আমি তোমায় কাপড় দেব না!" অবশ্য ছোট লোকের সহিত ছোট ব্যবহার করিতে তাহার মনও একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল!

জীবন রুক্ষ কণ্ঠে কহিল—"কেন ঠাকুর? বামুন হ'য়ে দোকান খুলেছ বলে কি একবারে চোখের চামড়ার মাথাও খেয়েছো?"

সুশান্ত ক্রমেই আপনার রুদ্ধ ক্রোধকে রাশ বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে অক্ষম হইতে লাগিল। পূর্ব্বে হইলে সে ছোটলোকের কথাকে এতদূর উঠিতেই দিত না! কিন্তু দোকান করিতে আসিয়া সে স্থির করিয়াছিল—যথা সাধ্য মস্তিষ্ককে ঠাণ্ডা রাখিবে। প্রায় রাখিয়াছিলও তাই! লোকের বিরুদ্ধ—সমালোচনাও সে মাথা পাতিয়া নীরবে সহ্য করিয়া যাইত। কথা বলিত না—পাছে কথা বলিতে যাইলে—সংযত স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। একদিন সে তাহার কলেজ-স্বভাব কতকটা প্রকাশ করিয়াছিল—দীননাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু তাহার পরই যে সে চুপ করিয়াছিল—তাহার পর তাহার মুখ হইতে কেহই আর কোনও কথা বাহির করিতে পারে নাই। তবে আজ চুপ করিয়া থাকিলে—লোকটা যে রকম মাথায় উঠিতে চাহিতেছে—তাহাতে ব্যবসায়ের বিশেষ লোকসান, কাজেই গম্ভীরকণ্ঠে কহিল—"খপরদার! কাপড় রাখ! টাকা তোল! না হ'লে ভাল হ'বে না।"

জীবন সুশান্তের চক্ষুর রক্তিম ক্ষেত্র দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল।

কাজেই সে আর একটাকা ফেলিয়া দিয়া কাপড় লইয়া চলিয়া গেল। তবুও চারপয়সা কম দিল। সুশান্ত আর কি করিবে—কাজেই টাকাটি তুলিয়া লইল। টাকা লইতে যাইয়া দেখিল—কানাই তর্কালঙ্কার তাহার দোকানে একখানা চৌকির উপর বসিয়া রহিয়াছেন। টাকা কয়টি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া সুশান্ত বলিল—"আপনি কতক্ষণ এসেছেন?"

কানাই উত্তর করিলেন—"তুমি ও তোমার খরিদ্দারে যখন কথা কাটাকাটি কর্‌ছিলে—তখনই এসেছি। দেখ সুশান্ত, আমাদের দেশের একটা প্রবাদ বাক্য বলে—'যার কর্ম্ম তা'রে সাজে—অন্য লোকে লাঠী বাজে।' তা' এই দোকানদারীও হ'ল—ছোটলোকের কাজ। ইতর লোকের সঙ্গে ইতরামী কর্‌তে ভদ্রলোকে পারে না।"

সুশান্ত হাসিয়া বলিল—"আপনি কি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন! তা' যদি হয়—আপনার আসা ব্যর্থ। যেমন কৌরব রাজ-সভায় শ্রীকৃষ্ণ বার বার দু'বার আনাগোনা কর্‌লেও দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র-মেদিনী দেয় নি'—সেইরকম আমিও একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌তে চাই—চাকরি ভিন্ন অন্য উপায়ে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা নিজের জীবিকা অর্জ্জন কর্‌তে পারেন কিনা? তবে আমি নিশ্চয় দুর্য্যোধনের মত ফললাভ কর্‌ব না—সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।"

কানাই কহিলেন—"বুঝেছ সুশান্ত, তুমি শিক্ষিত—তোমায় বেশী বলা বাহুল্য। দুর্য্যোধনও কিন্তু নিজের আয়তির কথা ওভাবে হবে না ভেবে অন্যরকম হবেই ঠিক করে রেখেছিল। মানুষ যাহা ভাবে—কাজে সব সময়ে ঠিক তাহা হয় না। তা' ছাড়া দোকান ব্রাহ্মণের বৃত্তি নয়।"

সুশান্ত প্রশ্ন করিল—"ব্রাহ্মণের বৃত্তি কি চাকরি?"

হাসিয়া কানাই কহিলেন "তুমি যে এ কথা বল্‌বে—কথাটা বলে

ফেলেই আমার তা' মনে হইছিল। কিন্তু কি জানো—দেশ কাল পাত্র ভেদে বৃত্তিও কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। অবশ্য এ পরিবর্ত্তন জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এই পরিবর্ত্তনের বলেই দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরেছিলেন। আর সেই পরিবর্ত্তনের জন্যই কলিতে চাকরিকে আমাদের ব্রাহ্মণের বৃত্তি বলে মেনে নিতে হচ্ছে।"

সুশান্ত বলিল—"বৃত্তির পরিবর্ত্তন যদি জাতির বেঁচে থাকার জন্য হয়—তা' হ'লে চাকরি কি' ঠিক' তার উপযুক্ত? চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন—দেখ্‌তে পাবেন—তাঁদের যেন 'প্রাণ রাখতে সদাই প্রাণান্ত।' যে বৃত্তির জোরে প্রাণ রাখ্‌তে এত প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি—সে বৃত্তি জাতি বেঁচে থাকার জন্য বরণ করে নিয়েছে—একথা কেমন করে স্বীকার কর্‌ব। আর ইতিহাসও চাকরির উৎপত্তির ওরকম কোনও নিদান বলে না। চাকরি বাঙ্গালী দায়ে পড়ে স্বীকার করেছে।"

কানাই কহিলেন—"হ'তে পারে তোমার কথাই ঠিক। চাকরি বাঙ্গালীর দায়ে পড়ে স্বীকার করা। কিন্তু তবু যখন আত্মীয় স্বজন—এমন কি গুরুজন পর্য্যন্ত চান যে—তুমি চাকরি করো—তখন কি তোমার চাকরি করা উচিত নয়?"

হাসিয়া সুশান্ত বলিল—"বুঝেছি—আপনাকে মা পাঠিয়েছেন। কিন্তু মা এটুকু বুঝ্‌লেন না—যে, আমি যদি কারও কথা শুনতাম—তা হ'লে সে মার। তাঁরই কথা যখন শুনিনি'—তখন আর অন্যকে দিয়ে অনুরোধ করা বৃথা। আর কারও কথা শুনচি না—তা' সে বক্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অন্যতমই হোন্ না কেন? আর আপনিই বলুন না—আমি কাজটা কি খুব খারাপ কচ্ছি।"

"আচ্ছা তোমার সঙ্কল্প যখন অতই দৃঢ়—তখন তুমি ওই-ই করো।

আশীর্ব্বাদ করি যেন তুমি তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও।" বলিয়া কানাই সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। সুশান্ত যুক্ত-করে ভগবানকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া অব্যক্তকণ্ঠে কহিল—"প্রভো বল দিও—'সঙ্কল্প করেছি যাহা সাধন করিব তাহা।' যেন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে না হয়।"

দশম পরিচ্ছেদ।

——:00:——

বিমলার ছোট ভগ্নী কমলা পত্র দিয়াছে—তাহার একটি ছেলে হইয়াছে। নবকুমার যেদিন প্রথমে বাস্তব আলোকে আত্মপ্রকাশ করে—সেইদিন তাহার স্বামীর মাহিয়ানা বাড়িয়া দেড়শত টাকা হয় বলিয়া সকলে ছেলেটির নাম রাখিয়াছেন—সুপ্রভাত। শীঘ্রই কলিকাতায় তাহাদের বাসা হইবে এবং সে বাসায় যাইবে। সুশান্ত বাবু কোথায়? তিনি কি করিতেছেন?

বিমলা কি লিখিবে? সুশান্ত বাবু দোকানদারী করিতেছেন—ইহাও কি লেখা চলে? কমলা ও তাহার বয়সের ব্যবধান মাত্র দুই বৎসরের! একদিবসে দুই বোনের বিবাহ হইয়াছে। কমলার স্বামী ও তাহার স্বামী দুইজনে একসঙ্গে আই-এ পরীক্ষা দেন। সুশান্ত প্রথম বিভাগে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হয় এবং কমলার স্বামী পরীক্ষায় ফেল করিয়া চাকরিতে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই ফেল করা যুবক আজ মাস কাবারে দেড়শত টাকার অধিকারী। আর পরীক্ষা সমরে বিজয়ী তাহার স্বামী আজ চাষার মত দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন। সংসার সমরে পাশা উলটিয়া গিয়াছে। এ যুদ্ধে বিজয়ী বিজিত, পরাজয়ী জয়লক্ষ্মীর অধিকারী। কে বলিয়া দিবে—সুশান্তবাবু কি করিতেছেন—এ প্রশ্নের সে ছোট বোনকে কি উত্তর লিখিবে? তিনি কোথায়? হায়! হায়! ইহাও কি লেখা চলে, যে—তিনি দোকানে?

সে পত্রের উত্তর দিবে বলিয়া কালি কলম কাগজ লইয়া বসিয়াছিল। দুই খানি তিন খানি কাগজে দুই এক লাইন করিয়া লিখিয়া বার বার ছিঁড়িয়া সে কালি কলম তুলিয়া রাখিয়া চিঠি লেখার ইচ্ছাকে ত্যাগ করিল। চিঠি লেখা বন্ধ করিলেও ভগ্নীর পত্র তাহার মনে যে চিন্তার সূত্রপাত করিল—তাহার ছবি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিপ্রহরে যখন দোকান বন্ধ করিয়া সুশান্ত আহার করিতে আসিয়াছিল - তখন বিমলা তাহাকে শোনাইয়া দিয়াছিল—তাহার ছোট ভগ্নিপতির দেড়শত টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে। সে ভাবিয়াছিল—তাহা অপেক্ষা একজন অক্ষমের মাহিয়ানা এত বেশী হইয়াছে শুনিলে চাকরি বিদ্বেষী সুশান্তের মন নিশ্চয় চাকরির দিকে টলিবে। আন্দাজ তাহার একেবারে ভুল হয় নাই। ক্ষণিকের জন্য সুশান্তের মন চাকরির অভিমুখে টলিয়া ছল। বাস্তবিক সে যদি চাকরি করিত—তাহা হইলে হয়ত' ওই দেড়শত টাকা মাহিয়ানা তাহারও হইতে পারিত। এবং বাড়ীর অশান্তির হাত হইতে ত' বাঁচিয়া যাইতই—বেশীর ভাগ কার্য্যের জন্যও তেমন মাথা খাটাইতে হইত না। কিন্তু যেই শুনিল—তাহার স্ত্রী বলিতেছে "তুমি যদি চাকরি করতে, এতদিনে মাইনে দু'শো আড়াইশো টাকা হ'য়ে যেত।" তখনই তাহার মনে পড়িল—এ সকল তাহাকে শোনান' চাকরির অর্থবাদ। মনের স্বাভাবিক বল ফিরিয়া আসিল। অদৃশ্য শক্তি যেন বলিয়া উঠিল—'না—না ; উহাতে আর কাজ নাই। ও মাস কাবারের মোহ হইতে মনকে মুক্ত করিতে হইবে! ঐ শোন—নিপীড়িত সমাজ বলিতেছে—মাস কাবারের—দশটা পাঁচটার বন্ধনের হাত হইতে মুক্তি চাই - মুক্তি চাই।"

সে হাসিয়া উত্তর দিল—"তোমার বোনকে লিখে দেও—সে যেন কল্‌কাতার কলতলায় বসে বেশী করে সাবান মাখে। আমার

কথায় লিখে দিও দোকানদার মানুষ দোকানে বসে বসে তামাকই সাজ্‌ছি। আর তুমি সাবানের অভাবে তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে কাল হ'য়ে গিয়েছ!"

"যাও! আর জ্বালা'তে হ'বে না। কোন বিষয়ে জুত নেই; কেবল রসিকতার বেলায় খুব জুত আছে ত দেখ্‌ছি?"

"কেন? কোন বিষয়ে কম দেখ্‌লে?"

"কেন, কিসের বেলায় জুত বলো, খাওয়া পরা সব সমান!"

হাসি মুখেই সুশান্ত বিমলার কথাকে উড়াইয়া দেওয়ার অভিপ্রায়েই যেন কহিল—"দেখ, চাকুরে বাবুরাও বাড়ীতে বালাম চা'লের ভাত ও পাঁচ তরকারির ব্যবস্থা করে; আমিও পাঁচটা তরকারি আর বালাম চা'ল যুগিয়ে আস্‌ছি। চাকুরে বাবুরাও পরতে কাপড় দেয়—সেমিজ দেয়—আমিও তা' দিয়ে আস্‌ছি। তবে মাস কাবারে মাইনেটা তোমার হাতে তুলে দিই নে'—এই ত? তা' আমি চাকরি কর্‌লেও দিতাম কিনা সন্দেহ।"

কথায় বাধা দিয়া বিমলা বলিল—"যাও—যাও আর জ্বালিও না। আমার যেন প্রাণ তোমার মাসকাবারের মাইনের টাকাটা হাতে নেওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে।"

সুশান্ত বলিয়া যাইতে লাগিল—"চাকুরেরা ম্যানচেষ্টারের কাপড় দেয়—আমি না হয় বঙ্গলক্ষ্মীর দিই। তা' দুইই সমান মিহি—সমান মোলায়েম। হ্যাঁ, এক কথা এসেন্স টেসেন্সটা সেমিজ বডিটা বটে আমার কাছে হয় না। তা' আমি চাকরি কর্‌লেও হ'ত না।"

বিমলা ক্রমেই বেশী রাগিয়া উঠিতে লাগিল। সে ভুলিয়া গেল যে—এটা তাহার শ্বশুরবাড়ী। উচ্চকণ্ঠেই সে কহিল—"কি বকর বকর কর্‌ছ বলো ত? এই দেড় প্রহর বেলায়—দু'টো সিদ্ধ ভাত খাওয়ার জন্যে ত'

আর আমার সবজজ বাবা আমাকে তোমার হাতে দেন নি'। তুমি ভাল ছেলে—উন্নতি করবে দেখেই দিয়েছিলেন।"

সুশান্তেরও স্ত্রীর কথায় আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া বাহির হইয়া গেল—"সে কথা তোমার সবজজ বাবাকে জিজ্ঞাসা করগে' আমায় কেন?

"সবজজ বাবা"—এই কথাটাতে বিমলা এত জোর দিয়া ফেলিয়াছিলেন যে—তাহা তাহার শ্বাশুড়ীর কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছিল। ছেলে চাকরি না করিয়া দোকান করিল বলিয়া দুঃখ তাঁহার কাহারও অপেক্ষা কম হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার ছেলেকে পাঁচকথা শোনাইয়া দিবে—ইহাও তাঁহার ভাল লাগিত না। সুশান্ত চলিয়া গেলে তিনি নিজে বধূকে ডাকিয়া; বলিলেন—"বৌ, তোমার বাবা সবজজ আছন—তা' তিনি আছেন। আমরা গরিব আছি—আমরাই আছি; তাই বলে এত তেজ ভাল নয়। তিনি গরীবের ঘরে দিলেন কেন—তা" তোমার সবজজ বাবাকেই জিজ্ঞাসা করোগে' আমাদের কেন?"

তখনও বিমলার রাগ পড়িয়া যায় নাই। সে বলিল—"তা' বাবাকে পাচ্ছি কই? - পেলে ত' জিজ্ঞাসা করবই।"

দীনতারিণী বিমলার কথায় অবাক্ হইয়া গেলেন। বধূর ব্যবহারে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি মুখোমুখী কলহ করিবেন? তাহা ত' ভদ্রজনোচিত নয়। তথাপি তিনি অসহিষ্ণুভাবেই ঘর হইতে বাহিরে যাওয়ার পথে বলিয়া বসিলেন—"ও বাবা! এই বাঘ কোন বনে লুকোন' ছিল?"

বিমলা বুঝিল সে অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু অনভ্যস্তভাবে সে ক্ষমা চাহিতেও পারিল না। বরঞ্চ অন্যমনস্কভাবে আর একটি কথা বলিয়া মানস গোলমাল আরও বাড়াইয়া ফেলিল "তা' আপনি ত'

আপনার ছেলেকে এর চেয়ে ঢের বেশী বকেন—আমি একটা কথা বলেছি—তাইতে এত ফোস্কা পড়্‌ল।”

দীনতারিণী বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন—“হুঁ—আমাতে আর তোমাতে যে অনেক তফাৎ!”

বিমলার আধুনিক শিক্ষা বিকারগ্রস্ত মন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—“কিসের তফাৎ! তুমি মা—মা। কিন্তু আমিও ত বৌ। ভাল মন্দ দেখার তোমারও যেমন অধিকার—আমারও তেমনই!”

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

সুশান্ত দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী আসিয়া দেখিল—মার মুখ ভার। মার অসন্তোষের মাত্রা সে দোকান খুলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাতে আর নূতনত্ব কিছুই নাই। তবুও এ মুখভারের ভিতরে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সে ব্যথিত হইল। ভাবিল—তাইত কে বড়? জন্মভূমি—না জননী। জটিল সমস্যা, পণ্ডিতদের অভিমত—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" কিন্তু ওখানেও জননীর নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া জন্মভূমি অপেক্ষা জননীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয় নাই কি? জননী শুধু শৈশবে আহার যোগাইয়াছেন—জন্মভূমি চিরজীবন ধরিয়া আহার যোগাইতেছেন। জননী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখাইয়াছেন বটে! কিন্তু তাহাও জন্মভূমির কোলে। জননীর নাম যে শ্লোকে পূর্ব্বে রহিয়াছে—তাহার কারণ ছন্দও হইতে পারে ত? ঠিক বোঝা গেল না—কে বড়, জননী না জন্মভূমি? শক্ত কথা!

সুশান্ত কিন্তু মার মুখভার দেখিয়াও তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—কেন না সে জানে—আপাততঃ মার সকল অসন্তোষেরই মূল কারণ সে নিজেই। তবুও তাহার মার মুখের ভাবে তাহার বুকের ভিতরে কেমন করিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় বাহির হইতে স্বর শ্রুত হইল—"সুশান্ত বাবু, বাড়ী আছেন?"

সুশান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল—একটি অপরিচিত যুবক, হাসিভরা

মুখখানি—ফুটফুটে চেহারাটি। সে যেন একপ্রাণ আমোদ লইয়া তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে অবাক্ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। যুবক জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার নামই কি সুশান্ত বাবু?"

সুশান্ত উত্তর দিল—"আজ্ঞে হাঁ, আমি আপনাকে ত' চিন্‌তে পারছি নে।"

সুশান্তের কথা শেষ হইতে না হইতে যুবক আসিয়া তাহার পায়ের ধূলা লইল। ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া সুশান্ত অবাক্ হইয়া বলিয়া উঠিল—"করেন কি?"

যুবক হাসিয়া কহিল—"আমি আজ তীর্থে এসেছি, সাকার দেবতার পায়ের ধূলায় সব অভিসম্পাত যেন কেটে যায়, যেন আপনাকে আদর্শ করেই এ' জগতে চাকরীর বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ করে শিক্ষিতের জীবিকার স্রোত অন্য পথে নিয়ে যেতে পারি।"

"কে তুমি ভাই, আমায় কাঁদিয়ে দিলে? চোখের জল যে আর বাঁধা মান্‌ছে না। এস আমার সাত জন্মের আদরের ধন আমার বুকে এস," বলিয়া আবেগে সুশান্ত যুবককে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। চারিদিকের আঘাত যে বুককে অটল রাখিয়াছিল, সামান্য সমবেদনার পুলকস্পর্শে তাহা দ্রব হইয়া গেল। সুশান্ত কিছুক্ষণ পর যুবককে আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া বলিল—"যখন এই দোকানের জন্য ঘরে পরে আমার উপর খড়্গহস্ত—এমন কি অনেক সময় আমার মনও আমাকে চোখ রাঙাতে আরম্ভ করে—তখন বিপদ্ সাগরে আশীষবাণীর মত কে তুমি ভাই ভরসায় আমার বুক জুড়ে এলে?"

শেষে উভয়ের অনেক কথা হইল। কিশোরের পরিচয় পাইয়া উৎসাহের দীপ্তিতে আরক্ত মুখে সুশান্ত কহিল—'তা' কিশোর বাবু, যে কয়দিন এখানে থাক্‌বেন এক একবার এদিকে আস্‌বেন। বুঝতেই

পারছেন ত' এ দেশ আমার পক্ষে একেবারে নিঃসঙ্গ, এমন একটি লোক নেই—যার সঙ্গে মতের কতক মেলে।"

কিশোর হাসিমুখে কহিল—"আসব বই কি। এই বচনের যুগে এত বড় কর্ম্মী! যে মানুষ হবে—সেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।"

সুশান্ত ভাব-গদ্‌গদ সুরে কহিল—"অত উঁচুতে তুলোনা ভাই, মানুষের রক্তমাংসের শরীরে অহঙ্কার আসতে বেশীক্ষণ লাগে না।"

একটুকু আত্মপ্রসাদে কৃতকর্ম্মে—কথঞ্চিৎ সফলতায়—সুশান্তের সারাটি প্রাণ পুলকে ভরিয়া উঠিল, তাহার প্রাণের সরস আনন্দ কিশোরের মনও আকৃষ্ট করিল।

সে ভাবিল—এ জ্যোতি। এরূপ ভাবতরঙ্গ যাহার বুকের ভিতর খেলিয়া যায়—নূতন কর্ম্মের নবীন প্রেরণা দেশের মধ্যে তাহারাই আনিতে পারে -অপরে নয়। ভগবান এইরূপ মহাপুরুষে দেশ পূর্ণ কর। দেশ চাকরীর মোহ হইতে মুক্তিলাভ করুক। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—সে যে ভাবে খুড়ামহাশয়ের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছে সেটি ঠিক ভাল হয় নাই, সুতরাং এখন আর তাহার থাকা ভাল দেখায় না। ভাবিয়া কিশোর কহিল—"তবে এখন আসি সুশান্ত বাবু, আবার পরে দেখা হবে।"

সুশান্ত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সুশান্তের মা কিশোরের সহিত সুশান্তের আলাপ সমস্তই শুনিয়াছিলেন, আর বুঝিয়াছিলেন—যুবক সুশান্তকে দোকান করিবার জন্য ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং কত প্রশংসা করিল। তখন যদিও তিনি চাকরী না করার ক্ষোভটাকে মন হইতে সম্পূর্ণ দুর করিতে পারিলেন না—তবুও কিশোরের স্তুতি গান—সুশান্তের মুখের সলজ্জদীপ্ত রক্তিম সফলতার ভার, তাঁহার অনেকটা

মনোবেদনা দূর করিতে সমর্থ হইল। তাঁহার মনে হইল—বি, এ, পাশ করে দোকান করাটা ভাল কাজ, যাহার ভালটা তাঁহারা ঠিক বুঝিতে পারেন না।

সুশান্ত আসিয়া দেখিল মার মুখভার কাটিয়া গিয়াছে। সে পরিপূর্ণ আনন্দ লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই—তাহার মনে একটা আঘাত বড় লাগিয়াছিল। এই যে এত আনন্দ লইয়া সে বাড়ীর ভিতর যাইতেছে কিন্তু বাড়ীর ভিতর যাইয়া সে কি দেখিবে? সে দেখিবে তাহার মা মুখ ভার করিয়া রহিয়াছেন—স্ত্রীর মুখে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন মার মুখে যাহা দেখিবে ভাবিয়াছিল তাহা না দেখিয়া সে মুখ মেঘ-মুক্ত দেখিল—তখন তাহার আনন্দ সীমাপ্লাবী হইয়া উঠিল। সেই পরিপূর্ণ আনন্দের ভিতরে সে ভাষা হারাইয়া ফেলিল।

তাহার মা বলিলেন—'হাঁরে সুশান্ত, ঐ ছেলেটা কি করতে এসেছিল?'

সুশান্ত উত্তর করিল—'মা! যেজন্য তোমরা আমার উপর এত বিরক্ত, ছেলেটি কিন্তু সেই জন্য আমাকে এত প্রশংসা করতে এসেছিল। এতই ভক্ত সে আমার—পার ধূলো পর্যান্ত নিতে ত্রুটি করেনি।'

দীনতারিণী সহাস্যবদনে কহিলেন—"তা ত' দেখ্‌লাম। ও ছেলেটা কে? বাড়ী কোথায়?" তাহার পর তাঁহার মনে হইল সাধারণ ছেলে যদি হয় ত উহার নিন্দা-প্রশংসার মূল্য কি?

সুশান্ত বলিল—'ছেলেটি যতীন্দ্র বাবুর পিসতুত ভায়ের—বেশ অবস্থাপন্ন।" হইতে পারে বড় লোকের ছেলে; ভদ্রলোকের ছেলেকে দোকান করিতে দেখিয়া ভাবের আবেগে প্রশংসা করিতে আসিয়াছে বড় লোকের ভাবের পার ত পাওয়া যায় না। এইরূপ ভাবিয়া তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—'ছেলেটি কি করে সুশান্ত?'

সুশান্ত কহিল—“ছেলেটি এবার বি, এ, পাশ করেছে মা। বেশ ভাল ছেলে, ভালো পাশ করেছে। এম, এ তে ভর্ত্তি হইয়াছে।”

মার মুখে হাসির আভাস মুহূর্ত্তেই নিভিয়া গেল। ছেলেকে অপরের দ্বারা প্রশংসিত হইতে দেখিয়া যে আনন্দ তাহার মনের কোণে উঁকি মারিয়াছিল—আর তাহার শেষ চিহ্নও দীনতারিণীর মুখে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুশান্ত ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেল। সে মার কাল মুখ আর দেখিতে পারিল না।

আর দীনতারিণী ভাবিতে লাগিলেন—‘সকল ছেলেই বি, এ, পাশ করে একবার এম এ, তে ভর্ত্তি হয়, কেবল তাঁহারই হতভাগা ছেলে এম, এ পড়িল না।’

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

সুদর্শন রায়ের ছেলে গোলোক বাড়ী আসিয়াছে। সে বি, এ, পাশ করিয়াছে। নূতন স্ফূর্ত্তিতে তাহার প্রাণ এখন ভরপুর। সে ডেপুটির জন্য চেষ্টা করিতেছে। যখন হ্যাট কোটে সমস্ত দেহটি আবৃত করিয়া সে দেশে ফিরিতেছিল, সেই সময় দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কবিরাজি করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাহার সাহেবী চেহারা দেখিয়া দীননাথ হাসিয়া বলিলেন—"এই পর্য্যন্ত বুঝি আগত হচ্ছেন বাবাজী, তা পোষাকটী শোভমান হয়েছে। অদ্ভূত চেহারা, অদ্ভূত চেহারা!"

"এই আস্‌ছি বাড়ুয্যে মশায়, পরে দেখা হবে" বলিয়া গোলোক তখন প্রস্থান করিল।

গোলোককে আসিতে দেখিয়া—সকলেই মনে বল পাইল। এইবার তাহারা একটী লোক পাইয়াছে, যে অন্ততঃ চেষ্টা করিলে তর্ক যুক্তির দ্বারা সুশান্তের কাছে তাহার কাজ অকাজ বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারিবে। এই আনন্দে গ্রামে ভদ্র সাধারণের মনে জয়াশা জাগিয়া উঠিয়াছে। গোলোক ত আর কানাই তর্কালঙ্কার নয়, যে, দুই কথা ইংরাজী বাংলা মিশাইয়া বলিয়া ভুজুং ভাজাং দিয়া বাড়ী পাঠাইবে। হুঁ হুঁ—তাহা হইবে না। এও বি, এ, পাশ। রামধন চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"গোলোক আমরা তোমার ভরসা টরসা করি। তুমি এক আধ দিন গিয়ে টিয়ে সুশান্তকে না বোঝালে টোঝালে, ওকে আর কেউ বামুন টামুন বলে সম্মান টম্মান করবে না।"

"ভয় কি কাকা, আমি ওকে বুঝিয়ে দেব। ঠিক দেখ্‌বেন, তার মত একদিনেই ফিরে যাবে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি কর্‌তে যাবে।"

গোলোক বৈকালে পোষাক বেশ পরিচ্ছন্ন করিয়া লইয়া আপনার মুখখানি একবার আর্শিতে দেখিয়া, চুলটি আঁচড়াইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সুশান্তের বাড়ীতে যাইয়া দেখে—সে বাড়ীতে নাই। সুশান্তের মা তাহাকে আদর করিয়া বসাইলেন। এবং তিনিও সুশান্তকে দোকান ছাড়িয়া চাকরী করিতে অনুরোধ করিতে বলিলেন। এই ভাবে দীনতারিণী ও গোলোক গল্প করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর সুশান্ত বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া গোলোক হাসিয়া কহিল—"এই যে সুশান্ত, কেমন? দোকানে লাভ হচ্ছে ত?"

সুশান্ত ও সেইভাবে হাসিয়া উত্তর দিল—"সবে নূতন দোকান। লাভ লোকসানের এরই মধ্যে কি খতিয়ান হবে ভাই?"

গোলোক সুশান্তের গায়ের হাতকাটা জামা ও পরণের ছোট কাপড় দেখিয়া কহিল—"ও আবার কি? ছোট কাপড় হাতকাটা জামা কেন? দোকান করেছ করেছ। ভড়ং করার কি দরকার?"

সে বুঝিয়াছিল—গোলাকের আগমন তাহাকে আর এক দফা বোঝাইবার জন্য। এই যে ছোট কাপড় হাতকাটা জামা লইয়া আরম্ভ হইল—ইহা কাপড় জামাতেই শেষ হইবে না। ইহার আক্রমণ তাহার জীবিকা ছোট বলিয়া দোকানে যাইয়াও আঘাত করিবে। সে পূর্ব্বেরই মত স্মিত মুখে বলিল—"প্রত্যেক জিনিসেরই ইউনিফর্ম্ম থাকা দরকার, হাতকাটা জামা, ছোট কাপড় দোকান-দারের ইউনিফর্ম্ম!"

গোলোক—"তা' খোসার উপর ভর করেছ কেন? ভিতরের সার পদার্থটি নেও—কেউ বিশেষ আপত্তি কর্‌তে পারবে না। কিন্তু খোসা

নিয়ে নাড়া-চাড়া কেন? দেখ অদ্ভুতের নেশায় খোসাকে বড় করো না।”

“ভুল করোনা গোলোক, খোসা বাদ দিয়ে কি শাঁস কেউ নিতে পারে? শাঁস বার করে নিতে হলেই খোসার সঙ্গে যে কোনও রকমেই হৌক সম্বন্ধ রাখতে হবে। তুমিও খোসার হাত থেকে নিস্তার পাওনি' ভাই। ডেপুটির শাঁস বার করতে তুমিও এই সব ধড়াচুড়ো পরেছ। আমাদের দেশে এই আশ্বিন মাসে যা'র কোনও দরকার নেই।”

নিজের পোষাকের উপর কটাক্ষ করায় গোলোকের মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে একটু অসংযত ভাবে কহিল—“এ পোষাক ভদ্রতার চিহ্ন। ভদ্র সমাজে মিশ্‌তে হলে নেংটি পরা চলে না।”

“ভদ্রতার লক্ষণ কি গোলোক? আমাদের দেশে পৌষ মাসেও শতকরা ৯৯ জন গরম কাপড় গায় দিতে পারে না, সে দেশে আশ্বিন মাসে গেঞ্জির উপর শার্ট তার উপর কোট-চাপানো কি ভদ্রতা? নিজের বুকে হাত দিয়ে বলো।”

নিজের বুকে হাত দিয়ে বলিতে বলায় গোলোকের সুর আরও উঁচুতে উঠিল—“মনে করোনা সুশান্ত, তুমি ওই নেংটি পরেছ বলেই যে তুমি দেশের লোকের সুবিধে অসুবিধে বেশী বুঝ্‌ছ—তা' নয়। বরঞ্চ তুমিই দোকান করে সাধারণের উপর দিয়ে বেশী লাভ খাচ্ছ। জানো—আর বার শীতকালে সত্তে মুচিকে আমি একটা কোট দিইছিলাম।”

“ভুল কোরো না গোলোক; একজনকে একটা শীতের ছেঁড়া জামা দিলে দেশের উপকার হয় না ভাই। বরঞ্চ জামা একজনকে একটি দিয়ে এক লক্ষ জনের একটা নূতন অভাব সৃষ্টি করা হয়। একে ত' তুমি দেখাচ্ছ—বাবুগিরির এক চূড়ান্ত জলন্ত আদর্শ, যার দীপ্তিতে অনেকেরই মন পতঙ্গেরই মত সেই দিকে যেতে চায়; তার উপর তোমার দানও

অভাব সৃষ্টির পক্ষে অনেক সহায়তা করে। ওই ভাবে অভাবের সৃষ্টি করে একজনের তা' দূর করলে তাতে জাতির উপকার হয় না।"

"দেখ, তোমার তর্কের পথ বদলে যাচ্ছে। লজিক পড়েছ—তর্ক অত illogical হচ্ছে কেন? নেংটি পরলে কি জাতির উপকার হয়? বিশ্বের সামনে জাতিকে নিঃস্ব বলে পরিচয় দিলে—তাতে ত' তার উপকার হয়ই না, উপরন্তু মানের হানি হয়।"

সুশান্ত দেখিল—যে ব্যক্তি তাহার তর্ক অযৌক্তিক হইতেছে বলিয়া মন্তব্য পাশ করিল—তাহার যুক্তির দৌড়ও ত' অনেক দূর। ইহার উপর কথা বলিতে যাইলে প্রায় লাঠিবাজির মত হইয়া পড়ে, কিন্তু যে, বাড়ী বসিয়া তর্ক করিতেছে, তাহার কথার উত্তর না দেওয়াও ত তাহার অপমান। এই রকম দুই এক কথা ভাবিয়া সে কহিল—"মানের কান্নার সময় আর আমাদের নেই। মান যাবে বলে কি মাকে চাকরাণী বলতে হবে?"

"একি অদ্ভুত কথা বললে সুশান্ত। মানের সঙ্গে মাকে চাকরাণী বলবার কি সার্থকতা আছে? তর্ক করতে হবে বলে কি যা—তা বলতে হবে।"

"মোটেই যা' তা' নয়। মা হয়ত তোমার অপরিষ্কার কাপড়ে আছেন। বন্ধু-বান্ধবে জিজ্ঞাসা করল—এ কে? তখন তাঁকে মা বললে—হয়ত তোমার মানের খর্ব্বতা হতে পারে। তাই তাঁকে চাকরাণী বললে—এও কি সেই মত হল না?"

এমন সময় একখানি গরুর গাড়ী তাহাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল—এবং তাহার ভিতর হইতে প্রশান্ত বাহির হইলেন। দাদাকে আসিতে দেখিয়া সুশান্ত অগ্রসর হইয়া গেল। আর তর্ক চলিবে না ভাবিয়া গোলোকও প্রস্থান করিল।

গাড়ী হইতে প্রশান্ত বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি কন্যা ও একটি শিশুপুত্র সেই গাড়ী হইতে নামিলেন। অন্যান্য সকল জিনিসপত্র নামাইয়া লওয়া হইল। দীনতারিণী বধূকে আদর করিয়া ঘরে তুলিলেন।

প্রশান্ত কহিলেন—'কি গো বাবু, এম-এ, পড়াটা ছাড়লে কেন? পড়াতে এত আপত্তি হওয়ার:কারণটা কি? সবিনয়ে সুশান্ত উত্তর করিল—"দাদা, আমাকে বাবু দেখ্‌লেন কোথায়?"

"ওহে বাবু অনেক রকমের আছে। পড়া ছাড়াটাও একটা বাবু-গিরির লক্ষণ। শুধু ছোট কাপড় উস্‌কো চুলেও শুন্‌তে পাওয়া যায় আজ কালকারের অনেকের মতে wild beauty আছে।"

অনেক কষ্টে হাসি সংযত করিয়া সুশান্ত কহিল,—"এই গাড়ী থেকে নামলেন, বিশ্রাম করুন। তার পর না হয় আরম্ভ করবেন।"

দুই ভাইই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

সন্ধ্যার সময় যতীন বাবুর বৈঠকখানায় পুরা মজলিস বসিয়াছে। সেখানে অনাদি খুড়া, রামধন চক্রবর্ত্তী, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। ডাবা হুঁকা টানিতে টানিতে চক্রবর্ত্তী বলিলেন—“বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম টর্ম্মের প্রথম সময়ে রাজা জমিদার টমিদার এরা সব ধর্ম্ম-টর্ম্মগুলা রক্ষা টক্ষা করবার চেষ্টা করত। কিন্তু বর্ত্তমানের যুগে টুগে রাজা ত বিদেশী, তিনি ত’ দেখেন টেখেনই না। জমিদারদেরও আর ও দিকে নজর টজর নেই। তার আর কি হবে? বর্ণাশ্রম টর্ণাশ্রম ধর্ম্ম টর্ম্ম আর এ দেশে থাকবে টাকবে না।”

যতীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—“এত ক্ষোভের কি কারণ ঘটল চক্কোত্তি ঠাকুর? জমিদারদের বোধ হয় আর বিশেষ কোন দোষ নেই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বর্ণ ও আশ্রমের দোষে নষ্ট হলে জমিদারে আর কি কর্ত্তে পারেন।”

“অবিতথ অবিতথ চক্রবর্ত্তী”—দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরম্ভ করিলেন। “সম্যক শোভন কাহিনী; তাবৎ লোকেই যদি ধর্ম্ম নষ্ট করে, ত জমিদার কি করবেন?”

অনাদি কহিলেন—“দীননাথ খুড়ো, জমিদার যদি দেখেন, লোকে নিজের নিজের ধর্ম্মকে ঠিক মানছে কি না? তা হলে লোকে আর ধর্ম্ম না মেনে পারবে না; যদি কেউ জমিদারের অমতে ধর্ম্ম অবহেলা করে জমিদার তাকে শাস্তি দেবেন, এইভাবে অপরাধী শাস্তিলাভ করলে—

আর কেউ সে অপরাধ করতে পারবে না। বুঝলেন্, বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় ?"

দীননাথ একবার নিজের গুম্ফরাজি চুমরাইয়া লইলেন। যেন তিনি অনাদির কথা বেশ অবহিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। এইভাবে খানিকক্ষণ সময় কাটাইয়া তিনি বলিলেন—"বুধ্যমান তাবৎ খুব, অত্যর্থ শোভমান প্রস্তাবনা। যতীন বাবু আপনি যদি স্যাৎ সুশান্তকে গর্হণা করেন—তর্হি অবহিত ভাবে সৌন্দর্য্য ফল ফলবে।"

হাসিয়া যতীন্দ্রনাথ কহিলেন—"কি রকম গর্হণার প্রস্তাব করেন কব্‌রেজ মশায় ?

দীননাথকে কোনও উত্তর দিতে না দিয়া রামধন কহিলেন—"আপনি যদি সুশান্তকে একটা সামাজিক টামাজিক দণ্ড টণ্ড দেন—তা' হলে তার দেখাদেখি আর কেউ ওই কুপথে টুপথে যাবে না।"

কিশোরী চুপ করিয়া এতক্ষণ একপাশে বসিয়াছিল। শুধুই ভাবিতে-ছিল—পল্লীগ্রামের অবস্থা চরমে দাঁড়াইয়াছে। নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখি-বার জন্য ইহারা না পারেন—এমন কাজই নাই। সুশান্তের কি অপরাধ ? যাহার জন্য ইহারা তাহার সামাজিক দণ্ডের পক্ষপাতী। বরঞ্চ সমাজ যে ভাবে আপনার কণ্ঠ চাকরির যুপকাষ্ঠে তুলিয়া দিতেছে—তাহার প্রতিবাদ করিয়া সে বাঁচিয়া থাকার নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছে। কোথায় আবিষ্কর্ত্তাকে স্বকার্য্যের জন্য পুরস্কৃত করিবে—না, তাহার দণ্ডের প্রস্তাব। কি বিচার পল্লীগ্রামের স্বয়ংসিদ্ধ নেতাদের! উচিত বিচারের তুলাদণ্ডটি তাঁহাদের অনুচিতের দিকে এত পাষাণ কেন ? কে বলিবে ?

অনাদি কহিলেন—"রামধন খুড়ো ভাল কথাই বলেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা সমান্তাকারে দণ্ড না দিলে বোধ-

হয় সমাজের মানুষ আরও বেশী খর্ব হবে। : আপনি যদি বলেন– কানাই তর্কলঙ্কারকে আমিই ডেকে আনছি।"

যতীন্দ্রনাথের অনুমতি লাভ করিয়া অনাদি খুড়া সঙ্গে সঙ্গে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিশোরী ভাবিল—সমাজ ত' এই ব্যবস্থা করিল। এখন শাস্ত্র কি ব্যবস্থা করেন তাহাও দেখা যাইবে। এই সময় দীননাথ কহিলেন—"আমার মানস হয় সুশান্তকে একগৃহ করণই প্রচণ্ড।"

দীননাথের কথা শুনিতে শুনিতে কিশোরী কতক বুঝিতে শিখিয়াছে। কাজেই একগৃহ বুঝিতে তাহার বিলম্ব লাগিল না। এবং সেইজন্ম তাহার রাগও কিছু প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। সে বলিল—"কব্রেজ মহাশয় আপনার প্রচণ্ড একগৃহ করার কথা বেশ প্রচণ্ড রকমেরই হয়েছে। উপ-ভোগ্য হলেও পথ্য নয়। এখন কিছু অনুপান ভেদ করতে পারেন না?"

দীননাথ কিশোরীকে বাধা দিয়া বলিল—"তুমি কথঞ্চিৎ স্বল্পবয়ঃক্রম; তাবৎ কাহিনী অবধারিত করতে পারো না। ব্রাহ্মণ বালকের অটবী উত্থাপনই বৃহৎ বৃহৎ—বর্ণনা করো না খুল।" দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আর চলিল না। কানাইকে সঙ্গে করিয়া অনাদি খুড়া প্রবেশ করিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় অনর্গল সংস্কৃত বলিয়া যাইতেছিলেন—এমন সময় তাহার চক্ষুতে পড়িল—অনাদি কানাইকে সঙ্গে লইয়া সেখানে আসিতেছেন। সহসা সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। দীননাথের আর সংস্কৃত বলা হইল না। কাজেই তিনি কথার উপসংহার করিলেন,—"বর্ণনা করো না খুল।"

বন্দ্যোপাধ্যায় থামিতেই কিশোরী পুনরায় আরম্ভ করিল—"দেখুন, আপনার ক্ষমতা থাকলে আপনি সুশান্ত বাবুকে একগৃহ করুন তাতে তত আপত্তি নেই। আপত্তি আমার—আপনি এভাবে সংস্কৃতের অপব্যব-হারে বঙ্গভাষাকে জবাই করতে পারেন না। হয় বাংলাতে বলুন—নয়

এমন সংস্কৃত বলুন যেটা সংস্কৃতই হবে। না বাংলা না সংস্কৃত এমন একটা অদ্ভুত কিছু না হয়ে পড়ে।"

কানাই কিশোরীর সৎসাহস দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। যতীন্দ্র নাথও দীননাথের সংস্কৃতের প্রতিবাদে সন্তুষ্ট হইলেন। বাস্তবিক ইহা কি রকম বঙ্গভাষা! মাতৃভাষা মানুষের কণ্ঠে এরূপ শোচনীয় হয়? কানাই কহিলেন—"বেশ ভাই বেশ! তোমার যে সৎসাহসটি হয়েছে তার জন্য তোমায় প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছিনে। এ সাহসটি আমারও হয়নি। আমি একদিন বলেছিলাম বটে; কিন্তু সে অনেক ঢেকে ঢুকে; তোমার মত এত উজ্জ্বল পরিস্কার ভাবে নয়।"

ভাষায় মুখছোপ পাইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় আসর মোটেই জমাইতে পারিলেন না। অনাদি খুড়া রামধন চক্রবর্ত্তীর মত ও মুখর হইয়া উঠিল না। কাজেই সেখানে সামান্য দুই চারি কথায় সুশান্তের পক্ষেই রায় দিয়া কানাই প্রস্থান করিলেন।

কানাই প্রস্থান করিতেই বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বলিতে সুরু করিলেন—"বোধ্যমান হলে খুব! যতীন্দ্র বাবুর বদনের অভিমুখে অসম্মান করে চলে গেল। তর্কালঙ্কার যেন খুব বড় প্রচণ্ড পণ্ডিত।"

কিশোরী কহিল—"পিছনে বলছেন কেন কব্‌রেজ মশায়? সাম্‌নে যে কথা বলা সাহস হল না—সে কথা মানুষের পিছনে বলতে নেই। কাকা আপনি একি কর্‌ছেন? বোধ হয় আপনার খাবার জুড়িয়ে গেল। বাড়ীর ভিতরে যান।"

কিশোরী প্রস্থান করিল। বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেখিলেন—আজ আর বেশী ভাল নয়। লেবু যতই নিঙড়াইবে—ততই তিত হইয়া যাইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"কেন পড়া ছাড়ল বলতে পারো খুড়ী মা?" বলিয়া প্রশান্ত জিজ্ঞাসু নেত্রে দীনতারিণীর মুখের পানে চাহিলেন। প্রশান্তের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল—সুশান্ত এম-এ পড়ে। এবং তিনি রীতিমত তাহার খরচ দিয়া আসিয়াছেন। যদিও তাঁহার স্ত্রী চাহে না যে—সুশান্ত পড়ে—আর প্রশান্ত তাহার খরচ মাসে মাসে রীতিমত যোগাইতে থাকেন—তবুও প্রশান্তের তাহাতে তেমন আপত্তি ছিল না। যেদিন সুশান্তের পড়া ছাড়ার সংবাদ প্রশান্ত প্রথম শ্রবণ করেন—সেদিন তাঁহার স্ত্রী চকিতা আনন্দের আতিশয্যে চাকরাণীকে একটা বডি ও চাকরকে একখানি ছেঁড়া কাপড় বক্‌সিস দিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রশান্ত কিন্তু মনে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলেন। যদিও তিনি একটি আফিসের বড় বাবু—তথাপি নিজে যে অর্থাভাবে এম-এ পড়িতে পারেন নাই—এ আক্ষেপ তাঁহার সুশান্ত বি-এ পাশ করিলেও মিটিতেছিল না। সেইজন্য তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল সুশান্ত এম-এ পাশ করে। তাহার দ্বারা তিনি নিজের আক্ষেপ মিটাইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ ইচ্ছা—এমন স্নেহও পত্নীর মেঘে প্রায় ঢাকা ছিল। তাহার নিজের স্বভাব সে মেঘ কাটাইয়া টাকা দেওয়ার সময় ব্যতীত প্রকাশ পাইবার অবসর পাইত না। সুশান্ত মনে করিত মার প্রতি দয়া করিয়া বকিয়া ঝকিয়া দাদা মাস মাস টাকা কয়টি যোগাইতেছেন। ও অনুগ্রহের দান এতদিন নিরুপায় ছিলাম—লইয়াছি; আর না। প্রতিবাসী দুই এক

জন—যাহারা সমস্ত জানিত—তাহারা ভাবিত—অনেক টাকা রোজগার করে—টাকার বেলায় মুক্তহস্ত। কিন্তু ভাইকে বড় বকে। অত বকুনি অত বড় ভাই যে সহ্য করে—ইহা একটা আদর্শ বটে! তবে চির দিন তাহা করিবে না। অন্য সকলে বলাবলি করিত—প্রশান্তের মত ভায়ের সঙ্গে যে সুশান্তের মতান্তর—ইহা তাহারই নিমকহারামী।

দীনতারিণী প্রশান্তের কথার উত্তরে বলিলেন—"কিছুইত বুঝতে পারি নে বাবা। কি যে দোকানের খেয়াল ওর ঘাড়ে চাপল। সমস্ত বাদ দিয়ে এক দোকান নিয়ে পড়েছে। দোকান কি পরকালে সাক্ষী দেবে? সেই ভোরে উঠে দোকানে গিয়াছে। আস্‌বে ১২টার পর। তার পরে খেয়েই চলে যাবে—আবার আস্‌বে সন্ধ্যার সময়। এতে বিরক্তি নেই—অবহেলা নেই। রোজ একভাবে কাজ চালাচ্ছে। একি নেশা?"

প্রশান্তের মনের ভিতর হইতে কে যেন সহসা ডাকিয়া কহিল—প্রত্যেক কাজেই যেন প্রত্যেক মানুষেরই ঐ রকম নেশা আছে। তা' না হইলে কিসের নেশায় তাহারাও দশটা পাঁচটায় অফিস করে। সেও ত' এক ঘেয়ে ভাল না লাগিবারই কথা। তাহারা যে ভাবে দশটা পাঁচটায় আফিসে যায়—সুশান্তও সেইভাবে সকালে বিকালে দোকানে যায়; ইহাতে তাহার মা নূতনত্ব দেখিলেও কোনও নূতনত্ব নাই। কিন্তু প্রশান্তের মনের ভিতর সেই কিন্তুই যেন ডাকিয়া বলিল—তবু এম-এ যদি পড়িত—এম-এ পাশ করিতে পারিত। না, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে—এম-এ পড়িতে স্বীকার করে কিনা? সেই ভাবিয়াই তিনি তাঁহার খুড়ীমাকে কহিলেন—"আচ্ছা আমি একবার বলে দেখছি—এম-এ পড়ায় তার আপত্তি কিসের?"

"তাই দেখো বাবা" বলিয়া দীনতারিণী কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

দীনতারিণীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই চকিতের মতই চকিতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং বলিল—"আবার কেন? যে ভার আপনা হতে কাঁধ থেকে নেমে গিয়াছে—সে ভারটাকে ডেকে কাঁধে তোলা? এতদিন ত' টাকা গুলো উড়োলে—এখন দিন কতক সঞ্চয় কর।"

. নীচু কণ্ঠে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"টাকা গুলো উড়োলাম নাকি?"

"উড়োলে না? তুমি যে এই ৩৫০৲ টাকা করে মাইনে পাচ্ছ তাতে তোমার কত জমেছে বল দিকি?"

স্নিগ্ধ হাসিতে নিজের অধরোষ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া প্রশান্ত কহিলেন—"টাকা জমবে কি করে চকিতা? আমি ত' আর টাকা ব্যাঙ্কে রাখি নি।' কলিকাতায় একটা বাসা খরচ যে কোন রকমে চালাতে হলেও টাকা শ'দুয়ের কম হয় না। তার উপর সুশান্তের পড়ার খরচ ছিল; নলিনের পড়ার খরচ আছে। মাইনে ত ৩৫০ টাকা মোটে! জমবে কি করে বল দেখি?"

নলিন ওরফে নলিনী চকিতার ভাই। চকিতা হাসি হাসি মুখেই উত্তর দিল—"আমিও ত' তাই বল্‌ছি। আবার কেন সুশান্তকে পড়তে ডাক্‌ছ? ও যখন নিজেই পড়া ছেড়ে তার ভারটা তোমার ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়েছে—তখন আর এ অতিমাত্রায় অনুগ্রহ কেন?"

প্রশান্ত কণ্ঠকে যতই সংযত করুন না কেন—চকিতার কণ্ঠে সেরূপ সংযম ছিল না। সে সংযমের উপাসনা করিবে কেন—সে যে চাকরে স্বামীর বৌ। অনুগ্রহ শব্দটা বিমলার কাণে অতি কঠোর ভাবে প্রবেশ করিল। যদিও তাহার সংস্কার ছিল—পরের গোপন কথা শুনিতে নাই—তথাপি অনিচ্ছাকৃত তাহার স্বামীর আলোচনা সংস্পর্শে অনুগ্রহ শব্দের প্রয়োগ শুনিয়া বিমলার মনের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল।

তাহার মনে হইল—এই অনুগ্রহকে সহ্য করিতে না পারিয়াই হয়ত' তাহার স্বামী এম-এ পড়ে নাই। তা যদি হয়—তাহা হইলে ত তাহার স্বামীকে আর কোনও দোষ দেওয়া যায় না। স্বামীর প্রতিকূলে তাহার মন দিন দিন খারাপ হইয়া উঠিতেছিল—কিন্তু এই কথার হাওয়ায় আবার তাহা অনুকূলে বহিতে সুরু করিল। তবু তাহার মনে হইল এম-এ না পড়ুক দোকান না করিয়া একটা চাকরি ত নিতে পারিত।

প্রশান্ত বলিলেন—"যা বলেছ,—তবে কিনা ?—"

চকিতা একটু সরোষ-গভীর-কণ্ঠে কহিল—"আবার তবে কিনা ? নিজের মেয়ের বে দিতে হবে—ছেলে পড়াতে হবে। এসব খরচ ত' আছে—ভুললে চলবে কেন ?"

প্রশান্ত কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইলেন—তাহার পর একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া কহিলেন—"চকিতা, ঠিক কথাই বলেছ। আজকালকার মেয়ের বের বাজার বড়ই দুর্ম্মূল্য ; আমি খরচ সব কমিয়ে দেব। সুশান্তকে আর পড়তে ডাকচি নে। তবে কলকাতার বাসাটা উঠিয়ে দিলে হয় না ?" বলিয়া গভীর দৃষ্টিতে একবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন। চকিতাও ভাবিল—ক্ষতি কি ? কিছুদিন না হয় পাড়াগাঁয়েই থাকা যাবে। থাকিলে এখানে যা' সম্পত্তি আছে—তাও দেখা শোনা চলিতে পারে। আর প্রশান্তও দোকানের অছিলায় সমস্ত সম্পত্তি লুটিয়া খাইতে পারিবে না। এই ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, না হয় আমি কষ্টে স্থষ্টে এই গাঁয়েই থাকব। ছেলে নিয়ে—তা' খরচ ত তুমি ঠিক ঠিক মাসে মাসে যোগাবে ?"

সরস-কণ্ঠে প্রশান্ত কহিলেন—"সে জোগাতে ত আমি বাধ্য। তবে তাহাতে অনেক খরচ কম হবে—আমিও কলিকাতায় একটা মেসে-টেসে থাকব।"

হাসিয়া চকিতা বলিল—"তা' বেশ—সেই ভাল! সব দিকই ত' দেখতে হয়—খরচটাও ত' দেখা উচিত! তোমায় এ দু'টো দু'টো মেয়ের বে দিতে হবে—ছেলেকেও পড়াতে হবে।" একটুখানি চুপ করিয়া সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল—"আরও যে দুই একটি হবে না —তারও ত' কোন প্রমাণ নেই। ১০০৲ একশ' টাকাতেই আমাদের এখানে কুলিয়ে যাবে। তুমি মেসে থাকবে—তোমারও ৫০৲ টাকার বেশী লাগবে না। নলিনীরও বোর্ডিং খরচ ধর ৫০৲ টাকা। ১৫০৲ টাকা ক'রে তোমার জমবে—সেইই ভাল।"

প্রশান্ত যেন চকিতার ঠোঁটের হাসিটি কাড়িয়া লইয়াই বলিলেন— "আমি খরচ আরও কমিয়ে দেব ভাবছি। তোমাদের ৫০৲ টাকা করে দেব। একটু কষ্টে সৃষ্টে থাকলে ২০৲ টাকায় আমারও মাস চলে যাবে। নলিনীকে একটা চাকরী টাকরি দেখে দেব।"

চকিতা চকিতে 'অ্যা' করিয়া উঠিল। সে কথায় কাণ না দিয়াই প্রশান্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"তা হ'লে ৭০৲ টাকায় আমাদের খরচ চলবে—আর মাসে মাসে ২৮০৲ দু'শো আশি টাকা করে জমবে।"

বিস্ময়ের বেগ প্রশমিত হইলে আবেগ-স্খলিত-কণ্ঠে চকিতা কহিল —"তবে কিনা—?"—বাধা দিয়া প্রশান্ত বলিলেন—"তুমিইত' এইমাত্র বলছিলে আবার তবে কিনা কেন? এখন আবার কিনা তুমিই বলছ —তবে কিনা? একমুখে দুই কথা? না, তবে কিনায় আর কাজ নেই?"

ব্যগ্র-ব্যথিত-কণ্ঠে চকিতা পুনরায় বলিয়া উঠিল—"না—না—তবে কিনা?"—

সেই আবেগকে স্তম্ভিত করিয়া প্রশান্ত কহিলেন—"আবার তবে

কিনা—না, আর তবে কিনায় কাজ নেই—ঐ আমায় বাইরে কে ডাকছে।”

প্রশান্ত প্রস্থান করিলেন। দুঃখে বিস্ময়ে চকিতা সেখানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শাশুড়ীর কথাতে স্বামীর উপেক্ষাতে বিমলার মন ক্রমেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহার উপর এই নূতন ঘা'; যাহার কাছে সে কোনও দিনই ব্যবহার করে নাই। অথচ এই প্রথম ব্যবহারে তাহার মন তাহার এই নূতন ঘার কাছেও নত হইতে চাহিল না। একদিনের আলগা মুখের পরিচয়ে যে ত্রুটী সে করিয়া বসিয়াছে—তাহা যেন একেবারে সংশোধনহীন। তাহার কঠোরতার ইঙ্গিত সে স্বামীর কাছে পাইয়াছে—শাশুড়ীর কাছে লাভ করিয়াছে— যা'র কাছ হইতেও তাহা গ্রহণ করিতে সে কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। হায়, ইঁহাদেরই কি কথা—বধূ গৃহলক্ষ্মী! অথবা 'কথা শুধু কথা মাত্র অর্থ নাহি তার।'

এ বাড়ীর বায়ু দিন দিন যেন তাহার পক্ষে অতিমাত্রায় বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে দিন কতকের জন্য স্বাধীনতার পূর্ণ বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিবার আশায়—তাহাকে লইয়া যাইতে পিতাকে পত্র লিখিল।

সকালে নিজের ছেলের হাত মুখ ধোছাইয়া দিয়া নিজের ঘরের ভিতরেই বিমলা ভাসুরের মেয়ে দুইটির চুল বাঁধিতে বসিয়াছে। এমন সময় সে বাহির হইতে চকিতার স্বর শুনিতে পাইল—"ওগো সবজজের কন্তে! আজ কি ঘরের মধ্যে থেকে বার হবে না?"

মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত শরীর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। না; এ ঠিক সহ্য করা যায় না। তাহার হাত যেন অস্বীকার করিয়া উঠিল—যাহার মুখে এমন ঝাঁঝাল কথা—তাহার মেয়ের মাথার চুল বাঁধিব না।

অস্বীকৃতের উপর বল প্রয়োগে কাজ করাইয়া লইতে গেলে কাজ ভাল হয় না। বিমলার হাত কাঁপিয়া উঠিল—ছোট মেয়েটির মাথায় টান লাগিল। সে একটু কাঁদ কাঁদ হইয়াই বলিল—"ওকি খুড়ীমা লাগে যে?" আর যাইবে কোথায়? চকিতেই চকিতা ঝড়ের মত গৃহে প্রবেশ করিল—এবং ঠিক গতির সঙ্গে সুর মিলাইয়া কহিল—"ওমা! ছোট-বৌ, অবাক কর্‌লে যে! মেয়েটাকে মার্‌লে?" বিমলাও চকিতার প্রবেশের ও কথার ঝাঁঝে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভাবিল—সে কি এইটুকু মেয়েকে মারিতে পারে? এতই নীচ সে—আর দিদি তাহাই মনে করেন। দুঃখের বেদনায় তাহার মুখ হইতে কথাই বাহির হইল না। ছোট মেয়েটি বলিল—"না মা, খুড়ীমা আমাকে মারেন নি; খোঁপা বাঁধতে চুলে টান পড়েচে। সে কথা আর শোনে কে? একদিক হইতে চকিতা বলিয়া যাইতে সুরু করিল। চকিতার কথা সহ্য করিতে না পারিয়াই খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে বিমলা বলিল,—"দিদি আমি ত' তোমায় কিছু বলি নি, তুমিই বরঞ্চ আমার বাবাকে বললে। যা' বলার তোমার মোটেই অধিকার নেই।"

'একে মনসা—তাহাতে ধূনার গন্ধ।' চকিতা জ্বলিয়া উঠিল। সে তীব্র ভাবে বকিতে আরম্ভ করিল। বিমলা বুঝিল—এখানে আর থাকা চলে না। সে তাড়াতাড়ি খোঁপাটি ফেরাইয়া দিয়া গামছা খানি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গজ-গজ করিতে করিতে চকিতাও নিজের কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঠাকরুণ-দিদিও সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চকিতা ক্রোধ-রিপুকে কিছু সংযত করিয়া একটু' হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিল —"আসুন ঠানদিদি আসুন। এবার এসে আর আপনাকে দেখ্‌তে পাই নি ত' ?"

ঠাকরুণদিদির মনে আসিয়াছিল—বলেন—কোনবার আসিয়া দেখা কর। তুমি কি এ সব দেশে আস? যদিই বা এক আধবার আস দুই চার দিন থাকিয়া চলিয়া যাও—সকলের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও ঘটে না, কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। কারণ জনরবে প্রকাশ—এবার চকিতা কিছুদিনের জন্ত এখানে থাকিবে, সুতরাং খোসামোদ করিলে লাভ হইতে পারে; সেই আশায় কহিলেন—'এই রোজই ভাবি একবার আসব। কিন্তু কাজের মানুষ আস্‌তে পারি নে। আর আসবই বা কি? তোমাদের ছোটবৌর যে দেমাক। স্বামী বি, এ, পাশ করেছে তাই মাটীতে পা পড়ে না, কিন্তু ক্ষমতা ত' ওই—একমাত্র দোকান। একটা চাকরীও জুটুতে পার্‌লে না। এই ত' আমাদের প্রশান্ত বি, এ, পাশ না করুক—কেমন রোজগার করছে দেখ দেখি, বল্‌লে আবার ছোটবৌর তা' পছন্দ হয় না—লেখাপড়া জানে না বলে নাক ছিকেয় তোলেন।" ঠাকরুণ দিদি চুপ করিলেন। তিনি আসিবার সময় দুই বধূর কলহ শুনিয়াছিলেন। এবং তাহাতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার জন্য তখন তাঁহার অন্তর পুরুষ মনের মধ্যে নাচিতেছিল। তাঁহার কথা খুবই কাজ করিল। চকিতা ভাবিল—তাই ত, এক বিষয়ে ছোট বধূর স্বামী শ্রেষ্ঠ। আর সেই শ্রেষ্ঠতা এ জীবন ভরিয়া রহিয়া যাইবে। এই কথা মনে হইতেই তাহার রাগ আরও বাড়িয়া গেল, সে বলিল—"দেমাক ত' দেখ্‌ছি। সব্‌জজের মেয়ে কিনা—তাই আজ সকালে আমাকে সাত পাঁচ কথা—"

ঠাকরুণ দিদি কথা কাড়িয়া লইয়া কহিলেন—"শুনিচি বৌমা, শুনিচি—সব শুনিচি। বল্‌লামই ত' অত ভাল নয়। অতি গর্ব্বে লঘু গুরু না মানুলে ভগবান তার ভাল করেন না।"

"ভগবান কার ভাল করেন না ঠাকরুণ দিদি" বলিয়া দীনতারিণী

সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দীনতারিণীকে আসিতে দেখিয়া ঠাকরুণ দিদির সসেমিরা অবস্থা হইয়া উঠিল; তিনি কোনও উত্তর না দিয়া মনে মনে ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিলেন। দীনতারিণী ঠাকরুণদিদিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—'ছাখ ঠাকরুণদি, এ' ভারি অন্যায়। আমার দুই বৌয়ের মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দেওয়া কি তোমার উচিত?"

বিস্ময় বিমূঢ় ভাবে চিবুকে একটি অঙ্গুলি দিয়া ঠাকরুণ দিদি কহিলেন—'সে কি কথা বৌমা, তোমারই বৌরা, নিজে নিজে কামড়া-কামড়ি করবে—তা' আমার কি দোষ? হাঁ বৌমা, তা' যদি বলো ত' আর তোমার কাছে আসছি নে। আমি ভাবলাম বৌমা এসেছেন একবার দেখা করে আসি—তা' তখন বুঝতে পারি নি—যে গোলমাল এত হবে।"

বলিয়া ঠাকরুণ দিদি বাহির হইয়া গেলেন। দীনতারিণীও খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন—চকিতার মুখভাব বড়ই অপ্রসন্ন। বুঝিলেন—এ সময় আর কোন কথা বলা উচিত নয়। সুতরাং তিনিও পিট পিট বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে যাইয়া দেখিলেন ঠাকরুণ দিদি রান্না ঘরে কথা বলিতেছেন। তাই ত' কি আশ্চর্য্য মেয়ে মানুষ গো। ঝগড়া না বাধাইয়াই ছাড়িবে না দেখিতেছি। না, আর উহাকে কথা বলিতে দেওয়া হইবে না—ভাবিয়া দীনতারিণী রান্নাঘরের দুয়ারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিমলা চুপ করিয়া মাছ ভাজিতেছে; আর ঠাকরুণদিদি বলিতেছেন—"বুঝলে বৌমা, স্বামী ৩৫০৲ টাকা মাইনে পায় তার গর্ব্বে মাটীতে পা পড়ে না। আবার বলা হচ্ছে কি জানো—'ছোট বৌর স্বামী বি, এ পাশ, আর বাপ সবজজ বলে ঠেকারে মাটীতে পা পড়ে না। করেছেন ত' এ দিকে দোকান।'

দীনতারিণী কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন—"ওকি ঠাকরুণ দিদি, ওখেনে

সুবিধে হোলো না বলে আবার এখানে এসে লেগেছ? যাও—তুমি আর এ বাড়ীতে এসো না।”

বকিতে বকিতে ঠাকরুণ দিদি প্রস্থান করিলেন—“দেখ, সুশান্তের মা, অত ভাল নয়। ছেলে বি, এ পাশ করেছে তাই হয়েছে কি? এ দিকে মুরোদ ত' দোকান পর্য্যন্ত। আজও খাচ্ছ ভাসুরের ছেলের। এ দিকে তার ভালো দেখ্‌তে পারো না। কেমন ধারা মেয়ে মানুষ তুমি?”

ছেলের খোঁটা অপরের মুখে মায় ভাল লাগে না। দীনতারিণী অপ্রসন্ন মনে বলিলেন—“খবর রাখ কি ঠাকরুণ দিদি, আজকাল কে খেতে দিচ্ছে। প্রশান্ত বেঁচে থাক্; চিরকাল ওর খেতে দেওয়ার মত অবস্থা থাক্। কিন্তু আজকাল সুশান্তই সংসার চালায়। হোক্ না দোকানদার। তবু সে শিক্ষিত বি, এ পাশ; ঈশ্বর করুন যেন সে সৎপথে থেকে দোকানেই উন্নতি করে।”

দীনতারিণী চুপ করিলেন। দূর হইতে ঠাকরুণ দিদির রোষ কর্কশ কণ্ঠ শ্রুত হইল—‘ওলো, অত দেমাক থাক্‌বে না লো থাক্‌বে না। বি, এ পাশের সার্টিফিকেট পুড়ে যাবে লো পুড়ে যাবে।”

দীনতারিণী স্তম্ভিত হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটু অগ্র পশ্চাতে প্রশান্ত ও সুশান্ত সেখানে আসিল। প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল—“ওকি খুড়িমা, তোমার অমন হয়েছে কেন?”

দীনতারিণী সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া সুশান্ত কহিল—‘তা' তুমি ও' সকল লোককে বাড়ী ঢুকতে দেও কেন মা?”

দীনতারিণীর উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই প্রশান্ত কহিলেন—“ঠিক হলো না। ভায়া! তার চেয়ে আরও ভালো ও সকল কথায় কাণ না দিয়ে সরে যাওয়া। তা'তে লোকের সঙ্গে ঝগড়াও হবে না, আর না শুনলে মন

খারাপও হবে না। হাঁরে সুশান্ত, উপেন শেষে আসামে চা বাগানে চাকরী করতে গিয়ে মারা গেল?" সুশান্ত কহিল—"সে বড় দুঃখের কথা দাদা, তাহার প্রকৃতি বড় কোমল। সে মেয়ে মানুষের মত বেশী অভিমানী। আমি এম, এ, পড়াতে তার কথা রাখলাম না বলে যাওয়ার আগে আমার পরামর্শটাও নিলে না, বড় আপ্‌শোষের বিষয়।"

প্রশান্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আহা বেচারি!"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সুশান্ত ঘরে আসিতেই মুখভার করিয়া বিমলা বলিল—"তুমি ত আর কোনো দিকে চেয়ে দেখবে না। এ সাত খিচাখিচির মধ্যে আমি আর থাকতে চাই নে, আমাকে পাঠিয়ে দেও।"

সুশান্ত মার কাছে ঠাকরুণ দিদি ঘটিত সমস্ত ব্যাপারই শুনিয়াছিল। কাজেই সে বুঝিয়াছিল ঘরে আসিলেই এই রকম কিছু শুনিতে হইবে। সুতরাং হঠাৎ বিমলার এ কথা তাহাকে একটুও আশ্চর্য্যান্বিত করে নাই। সে স্বাভাবিক সুরেই কহিল—"তা' ত দেবই; যখন নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে, আর মাকে— হাঁ, সাত খিচাখিচিটে কি হল বুঝলাম না ত' ঠিক।"

সুশান্তের কথার আরম্ভেই বিমলা বুঝিল—তাহার বাবা পত্র লিখিয়াছেন। আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; কথার আঁচে বোঝা গেল—তাহার স্বামীরও পাঠাইবার মত আছে। সাত খিঁচাখিঁচির কথা বলিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না। বাবা কি লিখিয়াছেন জানিবার ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষায় সে বলিল—"বাবা কি লিখেচেন? আমায় নিতে চা'ন—তোমরা পাঠাবে?"

সুশান্ত হাসিয়া কহিল—"সে কথা পরে হবে। এখন বলো ত' সাত খিঁচাখিঁচিটে জিনিষ কি?"

"না না; ওই কথাই পরে হবে। তুমিই আগে বল—বাবা কি লিখেচেন?" জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার ব্যাকুল বাসনায় বিমলা সুশান্তের মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল; সুশান্ত বিমলার ব্যাপার

দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল—"তিনি ত কোনো পত্র লেখেন নি।"

নিরাশ-ব্যথিত-কণ্ঠে বিমলা বলিল—"অ্যাঁ, তোমরা সব পারো।"

"সব পারি কি রকম? একটি কথা বলিছি মাত্র, এতে আর পারাপারির কি আছে? কথা বলতে কে না পারে?"

"না, তা বল্‌চি নে'। আমি বলচিলাম—কোথায় আমায় আশা দিয়ে একেবারে আকাশে তুলে দিলে—তা'র পরে আবার এক কথায় পাতালে ফেলে দিলে। তাই বল্‌লাম—তোমরা সব পারো!" বলিয়া ক্ষুণ্ণমনে বিছানার চাদরের প্রান্ত ভাগটি আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল। বিমলার ব্যবহারে সুশান্তের হাসি সামলান দায় হইয়া উঠিল। সে হাসি হাসিমুখেই কহিল—"তা' যাক্'! এখন বলো দিকি সাত খিঁচখিঁচিটে কি জিনিষ?"

"ওঃ! তুমি সেই কথায় এখনো গেরো দিয়ে রেখেছ? ভোলো নি'?"—বলিয়া বিমলা বৈকালের সমস্ত ঘটনাটি বিবৃত করিল। শুনিয়া সুশান্ত বলিল—"দেখ, বৌদি একটু উগ্র প্রকৃতির। ওঁর সঙ্গে একটু মাথা ঠাণ্ডা করে কথা বল্‌বে। পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে মিশে থাক্‌তে হ'লে ও রকম দু'চারটে শুনেও না শুন্‌তে হয়। নইলে বাড়ীর শান্তি থাকে না।"

"ওই জন্যেই ত' আমি বল্‌ছিলাম—কিছুদিনের জন্যে আমাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেও। মনটা আবার তাজা করে নিয়ে আসি।"

"তারই ত কথা বল্‌চি; তোমার ভাই তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছেন।"

"সত্যি; না না; তুমি মজা কর্‌ছ? তোমার কথা ত' বোঝবার যো নেই।"

"না, আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছি নে'। সত্যই বল্‌ছি। এমন কি মার পর্য্যন্ত তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়ার মত আছে।"

এমন সময় বাহির হইতে মা ডাকিলেন—"সুশান্ত, যতীন্দ্র এসেছে, বাহিরে এস।"

সুশান্ত বাহিরে চলিয়া গেল। বাপের বাড়ী যাওয়ার আনন্দে বিমলার প্রাণ পুলকে পুরিয়া উঠিল।

চকিতা শুনিল—বিমলার ভাই আসিয়াছে, বিমলা চলিয়া যাইবে। তাইত' পৃথক হওয়ার সুবিধাটা এত ঘনাইয়া আসিয়াও নষ্ট হইয়া গেল। আচ্ছা চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক—যে সময়টুকু বিমলা আছে—তাহার ভিতর কিছু সুবিধা করিয়া নেওয়া যায় কি না? কিন্তু যে তাহার স্বামী, শুধু টাকা রোজগারই করিতে জানেন। আর কিছুই করিতে পারেন না। ব্যোম-ভোলা মানুষ!

চকিতা যখন আপনার মনে ওই রকম ভাবিতেছে—সেই সময় প্রশান্ত ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রশান্তকে দেখিয়া চকিতা মুখ কাল করিয়া বসিয়া রহিল; যেন সে প্রশান্তকে দেখিতেই পায় নাই। প্রশান্ত বুঝিলেন—ইহার ভিতর দুষ্টামি আছে। গম্ভীর ভাবে তিনি আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন—

'রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল
কোন চিন্তা মগ্ন আজি নবাবের মন।"

চকিতা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার গাম্ভীর্য্যে ও মুখে বেদনার যে ভাব ফোটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—তাহার চিহ্নও রহিল না। প্রশান্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"যাক্; বাবা বাঁচা গেল! এখানা যে শরতের মেঘ—তা' জান্‌তাম না।"

"হ্যাঁ, তুমি কেবল ওই সবই পারো।"

"আর কিছু পারি নে?"—বলিয়া চকিতার মুখের পানে একটা জিজ্ঞাসাসূচক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া প্রশান্ত বলিলেন—"কেন, এই চাকরি কর্‌ছি? এটা কি পারি নে?"

"ওটাও ত পারো বটে?"

"আর এই যে টাকাগুলো মাসকাবারে ঘরে এনে তুল্‌ছি—এটাও কি পার্‌চি নে'?"

"হ্যাঁ, এটাও পারো?"

"তা হ'লে আর তোমার কথার কোনও দাম নেই। যেটা বল্‌ছি—সেইটাই যখন পারি বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছ—তখন আর পারি নে' কোন্‌টি?"

এখন কথাটা খুলিয়া বলা আবশ্যক। অথচ বেশ যাহাতে কথাগুলি মনের মধ্যে গাঁথিয়া বসে, তাহাই করিতে হইবে। এই ভাবিয়া ঘুরাইয়া চকিতা কহিল—"ও সব পারো বটে? কিন্তু তুমি পারো না—এমন অনেক কাজ আছে। তোমার ভাই-বৌ যে আমাকে এত সাত পাঁচ কথা শুনিয়ে দিল—তা'র জন্যে তুমি আমার হয়ে তা'কে দু' একটা কথা বলতে পারো কি?"

"না, পারি নে ঠাকরুণ?"

"ওই আবার ঠাট্টা? বুঝছি—তোমায় দিয়ে কিছু হবে না। হাঁ, তুমি কি তোমার খুড়ীকে বলতে পারো—আমার তরফ হয়ে তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটী সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিতে?"

"না, এটাও পারি নে?"

"তা' বেশ; এ দুটো না হয়—নাই-ই পার্‌লে? এর ভিতর ঝগড়ার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এটা ত' খুব সহজ—তুমি তোমার ভাইএর সঙ্গে পৃথক হও না কেন?"

"না-না ; ওটাও বুঝি পারবো না।"

"তবেই ত' দেখলে তুমি নিজের মুখেই তিনবার পারি নে বললে? তুমিও কিছু পারো না তা' হ'লে, বুঝলে ত?

প্রশান্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। চকিতা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিত—প্রশান্ত যতটা সময় চুপ করিয়াছিলেন, সব সময়ে তাঁহার মতের দৃঢ়তার একটা হাসি ঠোঁটে লাগিয়াই ছিল। যে হাসি ইঙ্গিতে বলিয়া দিতেছিল—তুমি যতই চেষ্টা কর, ইহাকে উল্টাইতে পারিবে না। তিনি কহিলেন—"কিন্তু আমি আমার ভাইকে বকিতে পারি?"

চকিতাও উত্তর দিল—"হ্যাঁ পারো বটে—কিন্তু সেটা বড় আলগা ভাবে। তা'তে বকুনির ধক থাকে না।"

"আচ্ছা, আমি ভাইকে এম-এ না পড়িয়েও থাকতে পারি?"

"আপাততঃ সেটা পারলে। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় নয়। ভাইই পড়লে না, তা' তুমি কি করবে?"

"আমি ভাইকে দোকান করতে বারণ না করতে পারি?"

চকিতা চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"হ্যাঁ, তা' পারবে বোধ হয়, কিন্তু জানো—তাও স্বেচ্ছায় নয়—আমার উপরোধে।"

"যাক্, বাজে কথায় কাজ নেই। আমি এখন একটা কাজ পারি নে।"

বিস্ময়-সূচক দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া চকিতা প্রশ্ন করিল—"কি?"

"এখানে আর থাকতে পারি নে'। যতীন এসেছে—এখন আমার বাইরে যাওয়া উচিত।" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চলিয়া গেলেন। চকিতা একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল—"না, তোমার আর আশা নাই—কিছু হইবে না! এত গাড়োল তুমি! আমার মত জহরির হাতে পড়িয়াও তোমার স্বরূপ বাহির হইল না।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

যতীন্দ্র আসিয়াছে। ভাই মা সকলেই সুশান্তকে সেদিনে দোকানে যাইতে বারণ করিলেন। তাই সে সেদিন দোকানে যায় নাই। পূর্ব্বদিনে দাদা তাহাকে এম-এ পড়ার জন্ম অনুরোধ করিয়াছিলেন। সঙ্গীহীন তাহার মনের কোনটিতে সেই কথাটিই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাই ত' এত লোকের অনুরোধ উপেক্ষা করাও ত' সহজ নয়। দাদা বলিলেন— চাকরি না কর করিও না; কিন্তু এম-এ টা পড়। দোকানের ভার কিছুদিন একটা লোকের উপর দিয়া পড়িয়া এস। তাহার পর দোকান করিও - তাহাতে আমার আপত্তি নাই। সকল উপরোধ উপেক্ষা করা অপেক্ষা এই অনুরোধ অবহেলা করাই কঠিন। না, তাহা ঠিক নয়। ও আরামের অনুরোধে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে ফিরিয়া যাওয়া উচিত নয়। ওই যেন কে মনের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিতেছে—"কি ব্যবসায়ে—কি অন্য কোনও কাজে—অথবা ধর—চাকরিতে এম-এ পাশের কোনও সার্থকতা নাই।" তাই ত যতীন্দ্রও একশত টাকা মাহিয়ানা পাইতেছে। তিন তিন বার চেষ্টা করিয়াও সে আই-এ পাশ করিতে পারে নাই। সেই আজ মাস কাবারে একশত টাকার অধিকারী। মনের আর এক কোণ হইতে যেন কে চোখ রাঙাইয়া উঠিল—আবার মাস কাবার। অন্তরের অভ্যন্তর হইতে আত্মীয়তম পুরুষ ডাকিতেছেন—

"ফিরে আয়! ফিরে আয়!
কাজ কি রে চাকরিতে তা'তে যে রে মান যায়।

মুন্সেফি ডেপুটি বা যাই কেন হোক না সে—
তবু তার সাথে সাথে অপমান ভেসে আসে।
উপর—আলার ভাই রোষ-রক্তিম আঁখি
পড়ে না কখনো কোথা' ছোট বড় ভেদ রাখি।
মাইনে পাঁচ শো হোক্ তা'তে কিবা আসে যায়?
সয়েছিস্ অপমান আর কেন ফিরে আয়।
মন্ত্রী বা লাট হয়ে ফুলিয়ো না বুক পাটা।
তার মাথে আছে জেনো অপমান ছাপ আঁটা।
উকিলের টাকাটার লোভ ছাড়ো—আর নয়
পাঁচজনে ছোট করে একজন বড় হয়।
মোক্তারি চলিবে না দেশের শ্মশানে আর
গলিবে না প্রাণ কি রে শুনি শুধু হাহাকার।
আর কেন ও সকলে দাঁড়া আপনার পায়।
অপমান ধূলা ঝেড়ে আয় ভাই ফিরে আয়!
দেব পূজা হোম যাগে জীবিকা চলে না আর
ব্রাহ্মণ তাই তুমি চাকরি করেছ সার?
ভুলেছ কি তার চেয়ে ঢের ভাল ঝাঁকা মুটে।
দ্বারে দ্বারে ফেরি করে পার নি বেচিতে ঘুঁটে?
মাসকাবারের মোহ ঝেড়ে ফেলে একবার
মৈত্রী জগতে এসে ধর হাত সবাকার।
মার আহ্বান বাণী ঐ দেখ শোন যায়—
মার বাছা মার কোলে আয় ওরে ফিরে আয়!"

না না; ও চাকরিকে আর মনের মধ্যে আমল দেওয়া হইবে না।

যতীন্দ্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ সুশান্ত? ছেড়ে

দিতে যদি এতই কষ্ট হয়; তবে বল—আমি একাই না হয় ফিরে যাই।"

যতীন্দ্রের কথা সুশান্তের কাণেও প্রবেশ করিল না। সে তখন আপনার চিন্তার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ঠিক যে সময় সুশান্ত ও যতীন্দ্র দুইজন পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল—অথচ দুইজনেই নীরব—সেই সময় প্রশান্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের নীরবতায় তাঁহার ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন—"বেশ যতীন্দ্র বাবু, দুইজনে পাশাপাশি নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন—এটা দেখবার জিনিষ বটে? ঠিক বায়োস্কোপের ছবির মত।"

যতীন্দ্রও হাসিয়া কহিল—"আমি কিন্তু এসেই কথা বলিছি। তবে অপনার ভায়াই একদম নীরব। জানি না কোন সাধনায় মন তন্ময়।

"কোন সাধনায় মন তন্ময়—এ আর বুঝলেন না। ভায়া আমার জেগে জেগে দোকানের স্বপ্ন দেখছেন।"

প্রশান্ত মুখে এই কথা বলিলেন বটে! কিন্তু তাঁহার মনে হইল—সুশান্ত যখন এ বিষয়ে এত তন্ময়—তখন এ সাধনা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। ইহাতে সে নিশ্চয় সফলতা লাভ করিবে। একাগ্রতা সাধনায় সিদ্ধ হইবার সোপান—সে একাগ্রতা তাহাকে জীবন যুদ্ধে জয়ী করিতে পারিবে না—ইহাও কি সম্ভব?

দাদার কথাতেই সুশান্তের টনক নড়িয়াছিল। কিন্তু সে একটু লজ্জা অনুভব করিল—যে প্রথমে ইঁহাদের লক্ষ্য করে নাই। সেই লজ্জাই এখন তাহাকে বাকশক্তি হইতে বঞ্চিত করিল। যতীন্দ্র কহিল—"বলি, অত ভাবনা কেন? দোকানের ভাবনা ছেড়ে আমাদের পথে এসো না। যে কোনও "ওয়ার্কশপে" আমরাই তোমার ২০৲।২৫৲ টাকার চাকরি করে দিতে পারি।"

হায়! হায়! ইঁহারা যে বুঝিতেই চাহেন না—সুশান্তের মন ২০৲-২৫৲ টাকার জন্য লালায়িত নয়। শিক্ষার কি এতই কদর কমিয়া গিয়াছে? যেখানে তোমরা ১০০৲ টাকা পাও—সেখানে একজন বি-এ যাইবে ২০৲—২৫৲ টাকায়। এ আশাও তোমরা করো। যেন চাকরির বাজারে দুর্ভিক্ষই হইয়াছে—যেন দিন দিন জীবিকা-সমস্যাই ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে—তাই বলিয়া শিক্ষার অভিমানকে ও-ভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়। ওরে বি-এ পাশের দল, তোমরা দোকান কর—তাহাও না পার, ফেরি করিয়া জিনিষ বিক্রয় কর—তাহারও অভাবে মুটেগিরি কর; সেও ভাল—তথাপি নিম্ন শিক্ষিতের কাছে ২০৲—২৫৲ টাকায় 'অ্যাপ্রেণ্টিসি' করিও না। সুশান্ত স্থিরভাবেই কহিল—"ওয়ার্কশপে কাজ আমাদের পোষায় না।"

যতীন্দ্র কহিল—"অহে সুশান্ত, ও বি-এ পাশের অহঙ্কার বিসর্জ্জন দেও। আমারই অধীনে দু'জন বি-এ ও একজন বি-এস-সি আছে। এ রকম কতজনের অধীন যে কত আছে—তার হিসাবই নেই।"

"হতে পারে দু' একজন গ্রাজুয়েট পেটের দায়ে হীন কার্য্য আরম্ভ করেছে—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া যতীন্দ্র বলিল—"ওয়ার্কশপে কাজ হীন কাজ—আর এই দোকান খোলাটা মহৎ কাজ?—না—?"

হাসিয়া সুশান্ত কহিল—"তাতে আর ভুল নেই। দাস-খতের নেশায় আরক্ত চোখে সেটা দেখতে পাওয়া যায় না। নতুবা 'ফোরম্যান' 'লোকো' সাহেবের রক্ত চক্ষুর লোল কটাক্ষ অপেক্ষা খরিদ্দারের সাদা চোখের মিষ্ট চাহনি অনেক ভাল।"

প্রশান্ত বুঝিলেন—এখন যদি এই ভাবে কথা চলিতে থাকে তাহা হইলে শালা-ভগ্নিপতির মতের অমিল হইতে মনের অমিল পর্য্যন্ত হইতে

পারে। সেটা ভাল হইবে না। তাই তিনি হাসিয়া কহিলেন—"থামুন যতীন্দ্রবাবু; ও বাজে কথা কাটাকাটিতে কোন লাভ নেই। এদিকে আপনার যাওয়ারও সময় হয়ে আসছে। আর সুশান্ত, যখন দোকানই তোমার দৃঢ় সঙ্কল্প, তখন এই নেও—তোমায় এই পাঁচ শ' (৫০০৲) টাকা দিলাম। দোকানেরই উন্নতি কর।"

সুশান্ত স্তম্ভিত হইয়া দাদার মুখের পানে চাহিল। সম্মুখে একশত টাকার পাঁচখানি নোট। আর তাহার দাদা আজ তাহাকে তাহাই দিতেছেন—এম-এ পড়িতে নয়—দোকান খুলিতে। ইহাও কি বিশ্বাস হয়? সে বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে কহিল—"তুমি কি দাদা? তাই ত' এতদিন তোমার সঙ্গে একসঙ্গে থাক্‌লাম—আমি আজও তোমায় চিন্‌তে পার্‌লাম না।"

"নে—নে—আমায় না চিন্‌তে পার্‌লেও মহাভারত অশুদ্ধ হ'বে না। চলুন—চলুন যতীন্দ্র বাবু! জানেন ত মেয়ে মানুষদের আঠার মাসে বছর। বেশী দেরি কর্‌লে ট্রেণ পা'বেন না।" বলিয়া প্রশান্ত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। যতীন্দ্র ও সুশান্ত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। দীনতারিণীকে দেখিয়া আনন্দ গদ্‌গদস্বরে সুশান্ত কহিল—"মা, দাদা আজ আমায় দোকানের উন্নতি করার জন্য ৫০০৲ (পাঁচশ') টাকা দিয়েছেন।"

মাও আজ আর দোকানের নামে তত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন না। সুশান্ত যে আশীর্ব্বাদ এই নবীন পথে প্রবেশের মুখে প্রার্থনা করিয়াছিল—বহুদিন পরে আজ মায়ের কাছ হইতে সে সেই আশীর্ব্বাণী লাভ করিল। মা কহিলেন—"তা' বেশ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোর দোকানেই উন্নতি হয়।"

প্রশান্ত বলিলেন—"ওরে সুশান্ত, অত চেঁচাস নে। নিকটে তোর

বৌদি আছে। শুন্‌লেই আবার আর একটা গোলমালের সৃষ্টি হ'বে তাতে কাজ নেই।"

কিন্তু মাতা ও পুত্রের আনন্দোচ্ছল কণ্ঠধ্বনির মধ্যে—প্রশান্তের স্বর ডুবিয়া গেল। কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

——:0:——

প্রশান্ত যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। ঘরে প্রবেশ করিতেই চকিতা বলিল—"টাকাটা বড় সস্তা হ'য়েছে—না? পাঁচ পাঁচ শো টাকা জলে ফেলে দিলে?"

প্রশান্ত পত্নীকে ভয় করিতেন। তিনি যে একজন অতি বড় স্ত্রৈণ ছিলেন—সেইজন্তই যে স্ত্রীকে ঠিক ভয় করিতেন—তাহা নয়। তবে তিনি ঝগড়া করাটাকেই ভয় করিতেন। তাই তিনি পত্নীর কোনও অন্যায় কথার মুখে প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। কিন্তু কার্য্যেও তাহার সমর্থন করিতেন না। বিবেক যে কাজে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিত তিনি সে কাজ করিতে কোন বাধা মানিতেন না। তবে অনেক সময় কলহের ভয়ে কৃত কার্য্যও সহজ কথায় স্বীকার করিতে পারিতেন না। তিনি কহিলেন—"জলে ফেলে দিলাম?"

উগ্রকণ্ঠে চকিতা বলিল—"জলে ফেলা নয়ত' একে কি বলে? পাঁচ পাঁচ-শো টাকা একটা হামড়া দোকানদারকে দিয়ে দিলে? বলি, দোকান ফেল হ'লে যে সব যাবে। তখন যে ওই সবংশ দোকানদার ভাইকে তোমায় পুষ্‌তে হ'বে—তা' জানছ না?"

তাইত' টাকা দেওয়া অস্বীকার করা সহজ নয়। স্বমুখে স্বীকার করিলেও কলহটা অনেক দিন ধরিয়া চলিবে—তাহা সহ্য করার ধাতু দিয়া তিনি মনকে প্রস্তুত করিয়া নিতে পারেন নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া প্রশান্ত সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"নূতন হার ছড়াটি পছন্দ হ'য়েছে ত?"

চকিতা কহিল—"হাঁ, হার বেশ হয়েছে। কিন্তু ও হার গলায় দিয়ে—ডায়মণ্ড কাটা বালা হাতে দিয়ে—ওপর হাত কি শুধু রাখা যায়? সে বড় বিশ্রী দেখাবে। এই একটা বড় অসুবিধা হয়েছে।"

প্রশান্ত বুঝিলেন—তাঁহার ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"ও তাও বুঝি জানো না। তোমার তাগা সেদিন কামার বাড়ী গড়াতে দিয়ে এসেছি।"

প্রশান্তের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। চকিতা চকিতেই পাঁচশত টাকার শোক ভুলিয়া গেল। সেই সময়ে সুশান্ত আসিয়া একটি করিয়া জামা ও একখানা করিয়া কাপড় আনিয়া প্রশান্তের ছেলে মেয়েদের পরিধান করিতে দিল। প্রশান্ত কহিলেন—"ও আবার কি? এখন থেকে দান খয়রাত কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে শেষে লোকসান দিতে হ'বে।"

সুশান্তও হাসিয়া কহিল—"না দাদা! আপনার আশীর্ব্বাদে বোধ হয় আর লোকসান দিতে হ'বে না।"

চকিতা বাধা দিয়া বলিল—"আহা-হা করো কি? ঠাকুর পো যখন দিচ্ছে সাধ করে—তখন আর সে সাধে বাদ সাধা কি তোমার উচিত?"

সুশান্তও সমর্থন করিয়া বলিল—"তাই বলো না বৌদি!"

চকিতা দেখিল—ছোট বড় সকলের জন্যই একখানি করিয়া কাপড় ও একটি করিয়া জামা। ছোট ছেলেদের নেকার নাই—অপেক্ষাকৃত বড়দের প্যাণ্ট নাই—মেয়েদের সেমিজ নাই। তবুও যাহ আছে—তাহার মূল্য ত অল্প নয়। যদিও তাহার স্বামী যাহা দিয়াছেন—তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নয়—তথাপি যাহা আদায় হয় তাহাই ভাল। কিন্তু চকিতা আপনার অপছন্দ জ্ঞাপন না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না। বলিল—"আহা ঠাকুর পো! তোমার পছন্দের বলিহারি

যাই। জিনিষ কিনেছ—টাকা খরচ করেছ—কিন্তু সব সেকেলে। আজকাল কি এই সব গায়ে দিয়ে ভদ্র সমাজে বা'র হওয়া যায়?”

সুশান্ত বুঝিল—এক্ষেত্রে তাহার মত জানান'ও যাহা—বৌদির সহিত কলহ করাও তাহাই। তাহাতে আর কাজ নাই। তবু তাহার পক্ষেও একটি 'কিন্তু' রহিয়া গেল। সেও কিন্তু একটি কথা না বলিয়া যাইতে পারিল না। প্রস্থান করিতে করিতে কহিল—“আশীর্ব্বাদ করো বৌদি আমি যেন ঐ সেকেলে পছন্দকেই চিরকাল বজায় রাখতে পারি। আজকালকারের বিলাসের হাহাকারে যেন প্রাণ কেঁদে না ওঠে।”

সুশান্ত নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেই বিমলা বলিল—“তা' বাপের বাড়ী যাচ্ছি—আজ না হয় ছেলেকে একটা ভাল 'সুট' এনে দাও। তা' না হ'লে সকলে ঠাট্টা করবে যে।”

সুশান্তের মার আশীর্ব্বাদ আজ তাহার মনকে নির্ম্মল করিয়া দিয়াছিল। কাজেই বিমলা যে অভিযোগ করিল—আজ তাহাতে তাহার মন আর পূর্ব্বের মত তিক্ত হইয়া উঠিল না। সে হাসি মুখেই কহিল—“দেখ, কতকগুলো পোষাক দিয়ে ছেলে পিলেকে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে রাখা আমি পছন্দ করিনে'। তবে জামা দুটো দামী। যার চোখ আছে—সেই বুঝতে পারবে—ওইটুকু ছেলের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।”

বিদায়ের দিনে অনেক দিনের পরে সুশান্তের ঠোঁটে হাসি দেখিয়া বিমলার মনেও পুরাতন দিবসের স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। সে আজ সাদা প্রাণেই ঐ জামা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না। ছেলেকে আদর করিয়া জামা পরাইতে পরাইতে বলিল—“তা' তুমি যখন এই ভাল বল্‌ছ তখন এইই বেশ! আমরা ত' ভাল মন্দ বুঝি নে'। আর পাঁচ জনে ঐ রকম পোষাক পরায়—তাই দেখে বড় ইচ্ছে করে।”

“দেখ ঐ ইচ্ছেটাই বড় সাংঘাতিক। ওকে দূর করতে না পারলে

মানুষ আবহাওয়ার দাস হ'য়ে পড়ে। হাসি নয়; ঐ অনুকরণের ইচ্ছার হাত থেকে আমরা যেদিন মুক্তি পাব—সেইদিন বাঙ্গালী জগতে একটা বড় জাত বলে পরিচয় দিতে পারবে।"

"যাক্—তুমি থাম ও সব কথা ভাল বুঝিও নে'। শুনলে হাসি আসে। তার চেয়ে দেখ দেখি—এই কাল জামাটা পরিয়ে খোকাকে কেমন দেখাচ্ছে?"

দুই জনেই ছেলের প্রতি তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। সুবাতাসে মনের মেঘ উড়াইয়া তাহার বিনিময়ে প্রীতি নির্ম্মল নীল আবরণ বিছাইয়া দিল।

যতীন্দ্র আসিয়া তাড়া লাগাইতে আরম্ভ করিল—"আর দেরি করিস্ নে' বিমলা; শেষে ট্রেণ ফেল করবো।"

বিমলা কপালের উপর ঘোমটা টানিয়া দিয়া ছেলের জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে ছোট করিয়া কহিল—"এই যে হল দাদা—এই কটা গুছিয়ে নিই। আর দেরি হ'বে না।"

"কি কর্ম্মভোগ এই মেয়ে মানুষ গুলোকে নিয়ে। সেই সকাল থেকে গুছাতে আরম্ভ করেছে—এদের আর গুছানোই শেষ হয় না। সাধ করে কি শাস্ত্রকারগণ বলে গেছেন—'পথে নারী বিবর্জ্জিতা'। তা'র পর হয়ত' রেল গাড়ীতে উঠে শুনব—ও দাদা, এই জিনিষটে নিতে ভুল হ'য়েছে। ওহো-হো ওটা নিয়ে এলে ভাল হ'ত। এই রকম পাঁচ সাত কত কথা।"

সুশান্ত দেখিল—তাহারা যদি এভাবে এখানে দুইজনেই দাঁড়াইয়া থাকে—তাহা হইলে বিমলা কিছুতেই গুছাইয়া লইতে পারিবে না। "চলো হে চলো—আমরা বাইরে যাই। তা' হ'লে যদি শীঘ্র হয়।" বলিয়া সে যতীন্দ্রকে টানিয়া লইয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বাহিরে আসিতেই প্রশান্ত বলিলেন—"যা সুশান্ত, জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলে দে'। আর দেরী করিস্‌নে। সময় সংক্ষেপ হ'য়ে আস্‌ছে।"

সুশান্ত প্রস্থান করিল। দীনতারিণী যতীন্দ্রকে কহিলেন—"যতীন, বৌমা ছেলে মানুষ। তুমি সব দেখে শু'নে নিয়ে যাবে—পৌঁছেই চিঠি দেবে।"

হাসিয়া যতীন্দ্র উত্তর করিল—"তার আর ভুল হ'বে না মাউই মা!"

জিনিষ পত্র গাড়ীতে উঠিয়াছে। বধূ বিমলা আসিয়া দীনতারিণীকে প্রণাম করিল। তিনি কহিলেন—"হ্যাঁ ভাল কথা! সুশান্ত তোর ত' এখন মতি স্থির নেই। ছেলের ভাত দিবি ত'?"

"তা দেব না কেন? তোমাদের প্রত্যেক ইচ্ছার প্রতিবাদ করাত আমার ইচ্ছা নয়। তবে আমার মন চাকুরি করতে চায় না; তাই চাকুরি না করে দোকান করেছি!"

দীনতারিণী বলিলেন—"শুনলে ত' মা, খোকার ছ'মাসে ভাত হ'বে। এই তিন মাস চল্‌ছে। শীঘ্র শীঘ্র এস।"

প্রশান্ত হাসিয়া কহিলেন—"সে কথা ওঁকে কেন বল্‌ছ খুড়ী-মা! আসার কর্ত্তা ত' আর উনি নন—সেত' আমাদের হাত।"

যতীন্দ্রও সাদর সম্ভাষণের পালা শেষ করিয়া বিদায় লইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:oo:——

বিমলা বাপের বাড়ী আসিয়াছে। কিন্তু সে বাপের বাড়ী আর নাই। বাবা পেন্সন লইয়া সাংখ্যের পুরুষের মত কতকটা নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—এখন সংসারে ভায়েরা কর্ত্তা। মায়ও সে প্রতাপ লোপ পাইয়াছে। বৌদের অখণ্ড প্রতাপ। তাঁহাকে এখন বোকা না হইলেও বোকা সাজিতে হইয়াছে। মোট কথা যে সহকারের ছায়ায় ও ফলে এ দেশে সে তৃপ্ত—সে সহকারের স্থানে কে যেন আনারস রোপণ করিয়াছে; সরস মিষ্টতা আছে বটে—কিন্তু সে ছায়া আর নাই। বরঞ্চ কিছু কাঁটার ধার আছে। তাহার তত ভাল লাগিল না।

নামিতেই যতীন্দ্রের স্ত্রী সুহাসিনী বলিল—"একি ঠাকুরঝি! ছেলেটাকে একেবারে ন্যাংটা করে এনেছ?"

বিমলা ভাবিল—তাই ত' তিন মাসের ছেলের আবার ন্যাংটা ও কাপড় পরা কি? সে তাহার বৌদির কথার উত্তরে কহিল—"গায়েত' জামা রয়েছে। ন্যাংটা দেখলে কোথায়?"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিল—"ও, দোকানদারের ছেলের বুঝি 'নেকার বোকার' পরতে নেই?"

"তা' মন্দ বল নি' বৌদি! এ নেকার-বোকারে দরকার কি? চীন দেশের জুতো যেমন মেয়েদের পা ছোট করে দিত—সেই রকম ওই পোষাকগুলোই কি আমাদের ছেলে-পিলেদের ছোট করে দেয় নি', তাই বা কে বলবে?

নিকটেই বিমলার পিতা তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়াছিলেন। বিমলার কথা তাঁহার খুবই ভাল লাগিল। তিনি হাসিয়া কহিলেন—"বেশ বলেছ মা! এমন কথা তোমার মুখে শুন্‌বো এ রকম আশা করি নি'। বুঝ্‌তে পারছি—এ সুশান্তের সাধনার ফল।"

বিমলা চম্‌কাইয়া উঠিল। আজীবন দাসত্বে কাটাইয়া পেন্সন লইয়া পিতার মুখে একি কথা! বাহিরের লোক সে আজ এই প্রথম দেখিল যিনি তাহার স্বামীকে পূর্ণ সমর্থন করিলেন। তিনি আবার তাহারই পিতা। স্বামীর জন্য বিমলা আপনার অন্তরে একটা অপূর্ব্ব গরিমা অনুভব করিল।

বিমলা বাপের বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া কমলাও বাপের বাড়ী আসিল। তাহার মন ছটফট করিতেছিল—ভগ্নিপতি দোকান করিয়াছেন—দিদি এখন সেই দোকানদারের অধীনে কেমন আছেন। বাবা, এ-ভাবেও কি থাকা যায়। দশ পাঁচটা চাকরাণী থাকিবে না—কলিকাতায় বাসা হইবে না। গল্প করিতে পারিবে না; ইহাও কি সহ্য করা যায়? ওমা! দিদি কেমন করিয়া বারোটা একটা পর্য্যন্ত দোকানদারের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। সাড়ে নয়টায় অফিসের জন্য স্বামীকে খাওয়াইয়া দিয়া—দশটায় নিজের খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া ছাদে ছাদে গল্প করিতে পারিবে না—ইহা কি কম আপ্‌শোষের কথা? দোকানদারেরা কখনো বারোটার পুর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া আসে না—তাহার পর স্নান—অবশেষে আহার। তাহার মানে বেলা দুইটা; তা' দিদির চিরকালের অভ্যাস দিদি কেমন করিয়া ছাড়িয়াছে।

কমলা দেখিল—দিদির পরণে মোটা কাপড়; গায়ে সেমিজ নাই বডিও নাই। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; কহিল—"হ্যাঁ দিদি, ওকি! মোটা কাপড় পর্‌লে কেন? গায়ে একটা সেমিজও

নেই। বডিও দেখ্‌ছি নে'। মাথায়ও গন্ধ নেই। বলি ব্যাপার কি এ সব?"

বিমলা বলিল—"ওঁর মত আমাদের এ গরম দেশে শীতকাল ভিন্ন অন্য সময়ে বডি সেমিজের কোনও দরকার নেই। শীতের জামা সেমিজ আছে। কিন্তু গরমকালে ও-সব কিছুই উনি দেন না। আমারও বেশ অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে—আর কোনও অসুবিধা হয় না।"

কমলা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে—দেন না। ওঁর মত এ সকল কি দিদি? কেন, তোমার কি একটা স্বাধীন মত নেই! তুমি কি মানুষ নও? বিয়ে করেছেন বলে কি বিনা মাইনের চাকরাণী রেখেছেন।"

বিমলা একটু হাসিয়া কহিল—"কমলা, তুমি যে অতগুলি কথা বলে গেলে ওর কি ঠিক কোনও মানে আছে? ও ত' তোমার বাজে বকা। মনের সঙ্গে একবার ভাল করে বাজিয়ে দেখ দেখি—মন কি কখনো তোমার ঐ শুষ্ক তর্কগুলোতে সায় দিয়েছে। স্ত্রী পুরুষের অধিকারের দ্বন্দ্ব বইতে পড়্‌তে বা লিখ্‌তে ভাল লাগে—কিন্তু তাকে জীবনে জাগিয়ে রাখ্‌লে সেটা সুখের হয় না।"

"তবে কি এই দাসত্বকে মাথায় ধরে সংসারে চলাই যত সুখের?"

বিমলা হাসিল। সে বুঝিল—কমলা অবিশ্রান্ত স্বামীর একঘেয়ে ভালবাসা পাইয়াছে। কাজেই আজও ঠিক বুঝিতে পারে নাই—এই ভালবাসার বিপরীত দিকটা জীবনে প্রতিফলিত হইলে সেটি খুব সুখের হয় না। যদি আপনিই স্বামী নিজের সমস্ত প্রভুত্ব হইতে স্ত্রীকে মুক্তি প্রদান করেন তাহা স্ত্রীর পক্ষে তত সুখকর হয় না। তখন স্বাধীনতা-পিপাসু স্ত্রীর সেই মনই ঐ মিষ্ট দাসত্বটুকুর জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে। সে বলিল—"কিন্তু কমলা, তোমার এ কথাও তর্কের।

তোমার প্রাণের ভিতর হ'তে কিন্তু এ কথাগুলো নিশ্চয়ই বার হোয়ে আস্‌ছে না।"

"যাক্, তোমার যুক্তি তর্ক তোমার মধ্যে থাক্; আমার ধারণাও আমারই থাক্। কাজ কি দিদি বাজে তর্ক করে।" অপ্রসন্ন মনে কমলা চলিয়া গেল।

বিমলা বুঝিল চাকরি এ জাতিকে এমন ভাবে পাইয়া বসিয়াছে—যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই তাহার মায়া ত্যাগ করিতে স্বীকৃত নয়। মেয়ে-মহলেও যাহার স্বামী চাকরী করে না—তাহার মাথা অবনত। অথচ সে চাকরি দশ, পাঁচ কুড়ি টাকার হউক্ না কেন—তবুও তাহার স্ত্রী চাকুরে পুরুষের পত্নী। তাহার আদরের ঘটা কত? গুমরে তাহার আর মাটীতে পা পড়ে না। যদিও তাহার স্বামীর পক্ষে গ্রাম্য কবির এই বাক্য অন্বর্থ:— "আমি—চাকুরে পুরুষ একজনা

আমার হাড়ে অন্ন জোটে না।"

আর অন্যের স্বামী যদি চাকরী না করিয়াও দুই শত পাঁচশত টাকাও উপার্জ্জন করে—তথাপি তাহার সমাজে পদ মর্য্যাদা নাই।

ক্রমে ক্রমে তাহার আরও জ্ঞানলাভ হইল। সে দেখিল—স্বামীর চাকরি নাই বলিয়া সে যেন তাহার দাদার সংসারে করুণার পাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিন দিন অপরূপ সমালোচনায় তাহার মন ভায়ের বাড়ীর প্রতি যে পরিমাণে বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল—সেই ভাবেই স্বামীর প্রতি ভক্তি-রসে প্রাণ আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিমলা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। আজ তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশন। আজ আর তাহার মনে কোনও ক্ষোভ নাই। আজ সে বেশ ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে—নারীর স্থান স্বামীর হিতায়, নারীর সম্মান স্বামীর কল্যাণে। পুরুষের সম্মান চাকরিতে—পরের দাসত্বে নয়। চাকরি অপেক্ষা দোকান অনেক ভাল; যদি তার ব্যবসায়-বুদ্ধি থাকে। পরের অধীনতা অপেক্ষা আত্মনিয়ন্ত্রণে আপনার সম্মান বেশী করিয়া রাখা হয়। তাই আজ স্ফূর্তির অনাবিল ধারায় তাহার মন মাতোয়ারা চিত্তের যত মলিনতা তাহার আনন্দ-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে।

দীনতারিণীর মনও পুলকহিল্লোলে মৃদু শিহরিত। না করুক চাকরি, তবু তাহার পুত্র কৃতবিদ্য, পরের গলগ্রহে নয় দোকান করিয়া হউক্—ক্ষতি কি—বেশ স্বচ্ছলভাবে পরিবার পোষণ করিতেছে, ঘটা করিয়া ছেলের ভাত দিতেছে, অর্থও সঞ্চয় করিয়াছে। লৌকিকতা ভদ্রতা করিতেও জানে, তবে সে কিসে কম? বরঞ্চ সে চিরকাল তাহার কাছে কাছেই রহিয়াছে। কোন মায়ের এত সৌভাগ্য যে উপযুক্ত পুত্র মায়ের কাছে থাকিয়া মার প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

আর সুশান্ত! আজ তাহার আনন্দ বর্ণনার অতীত। আজ একসঙ্গে সে মা ও স্ত্রীর মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে সমর্থ হইয়াছে। আজ সে একদিনে নিজের কাজের, জননী ও জায়ার নিকট হইতে মৌন সমর্থন লাভ করিয়াছে, ইহা যে তাহার জীবনের নূতন অধ্যায়; বিজয়োৎসবে যাহার প্রতি পত্র পরিপূর্ণ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বসিলেন। ভোজনান্তে বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন—"সুশান্ত, তুমি অতি অপরূপ, অতি অপরূপ। অধুনা তব বিজীত-ডঙ্কা আকাশে উড়ছে। তাবৎ ইত্থং প্রচণ্ড কাজ বড় যি চতু আর একক দেখা যায় না।"

খুড়াও সমর্থন করিলেন—'যা বলেছ—যা বলেছ। এত বড় কাজ কেউ কখনও বিয়ে পৈতেতেই দেখে নি,—তা' ত অন্নপ্রাশনে।'

চক্রবর্ত্তীও হাসিয়া অনুমোদন করিলেন—'বামুন-টামুনে বা দেবতা-টেবতায় ভক্তি-টক্তি সুশান্তের চিরকালই সমান। তাই সুশান্ত পুত্রের অন্নপ্রাশন টন্নপ্রাশন দিয়ে আজ আমাদের এত বড় ভোজটোজ দিল।'

সুশান্তের মা, প্রশান্ত ও চকিতা সকলেই আজ সাধারণের নিকট সুশান্তের প্রশংসা শুনিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলেন। আজ আর চকিতার মনে কোনও আক্রোশ নাই। কারণ চকিতা বুঝিতে পারিয়াছে—যে ঠাকরুণদিদি অপেক্ষা দীনতারিণী তাহাদের ভাল যথার্থই চাহেন। ঠাকরুণদিদির শ্রেণীর লোকেরা যে ভাল চাহেন—তাহা মুখে; মনে তাঁহারা অভালই খোঁজেন। তাহার প্রমাণও চকিতা এই অন্নপ্রাশনেই পাইয়াছে। ঠাকরুণদিদির মাছ ভাজার সময় মাছ সরাণোতেই চকিতা বুঝিয়াছে—ঠিক এই ব্যবহার ঠাকরুণদিদি তাহার সময়েও করিতে পারেন। অবশ্য একবার চকিতা ঠাকরুণদিদির মাছের পরিবর্ত্তে খান কতক কাঠের চলা ভাজিয়া চোরাই মালের হাড়ী পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া মাছ সরাইয়া ফেলিল। অবশ্য তাহার ইচ্ছা ছিল—ঠাকরুণদিদি মাছের পরিবর্ত্তে কাটের চলা পাইয়া কোন্ রসের আস্বাদ অনুভব করেন তাহা সে দেখিবে, কিন্তু দেখা আর তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। কারণ :—

"বাঙ্গালী বধূটি সৃজিয়া বিধাতা অধিনী করিল মোরে
বুকের কামনা বক্ষে পিষিতে হবে সমাজের জোরে।"

সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর অবসন্ন সুশান্ত শয্যাগ্রহণ করিল। বিমলাও খোকাকে শোওয়াইয়া দিতে আসিয়া দেখিল সুশান্ত বিছানায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টি শূন্য, মুখে বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই আমোদের দিনে স্বামীর মুখ বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার বুকও কেমন করিয়া উঠিল। সে কহিল—"তুমি অসময়ে এমনভাবে শুয়ে পড়লে যে? এ আনন্দের দিনে কি মুখ কালো করতে আছে?"

সুশান্ত বিষাদের হাসির ক্ষীণরেখা ওষ্ঠে প্রতিফলিত করিয়া কহিল—"কি জানো বিমল, আজ এই হাসি-রাশির মধ্যে উপেনকে বড় মনে পড়ছে। জীবন সংগ্রামে টি'কতে না পেরে সুদূর আসামে চাকরি নিয়ে গেল। আর তাকে ফিরতে হোল না। আমারও তখন দোকান স্ব-প্রতিষ্ঠ নয়—কাজেই তাকে কাছে রাখতে পারলাম না; এ ক্ষোভ আর জীবনে যাবে না।"

(সম্পূর্ণ)

শিক্ষা।

—:-:—

(নক্সা)

শিক্ষা

—•—

(পঞ্চরঙ্গ)

পুরুষ—

নারদ গোঁসাই ও সূত্রধর ।

আশুতোষ	...	...	প্রধান শিক্ষক ।
নকুলেশ্বর	...	...	প্রধান পণ্ডিত ।
সুরেন্দ্র	...	...	দ্বিতীয় শিক্ষক ।
দুর্গাচরণ	...	...	তৃতীয় শিক্ষক ।
অন্নদাপ্রসন্ন	...	...	চতুর্থ শিক্ষক ।
পঞ্চানন	...	...	পঞ্চম শিক্ষক ।
কুলদাচরণ	...	...	দ্বিতীয় পণ্ডিত ।

সুধীন্দ্র, নৃপেন্দ্র, অহিভূষণ, যতীশ,
সতীশ, মুকুন্দ, বিজয়, বসন্ত } স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ।

ভবতোষ ছেলেদের নেতা

সনৎ
সুকুমার } ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদ্বয়

স্ত্রী

অবিদ্যা

নটী

শিক্ষা

(পাখওরাং)
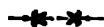
যার—বন্দনাগানে হৃদিনন্দনে সুখ পারিজাত ফোটে,
যার—হুঙ্কার শুনে গম্ভীর প্রাণে লাঞ্ছনা এসে জোটে।
সাধুজন চিত সদা চমকিত আগমন শুনে যার
বিদ্যার অরী আত্মেশ্বরী তাঁহারে নমস্কার।
যাহারি কৃপায় চিত্তে গজায় পরের উপরে ঠাট্টা
ওগো! যার আশে অন্তরে আসে বেয়াদবি পুরাপাট্টা।
ঘুমায় সতত কুম্ভকর্ণ যারে শরণ্য করি';
সেই গো দুষ্টা সরস্বতীর যুগল চরণ স্মরি।

[নান্দীর অবসানে সূত্রধরের প্রবেশ]

সূত্র। প্রেয়সী, তুমি কোন খানটায়?

[নেপথ্যে নটী] তোমার কলজেয়।

সূত্র। বলি,—তা' নয়—তা' নয়।

নটী { বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল } তবে কি?

সূত্র। তোমার অধিকরণের খোঁজ করছিলাম।

নটী। আমার আধকরণ তুমি।

সূত্র। সে কি রকম?

নটী। যেমন বিদ্যার অধিকরণ বিদ্যালয়—

(নেপথ্যে অবিদ্যা)—বিদ্যার অধিকরণ বিদ্যালয় আমি থাকতে;—কে এ কথা বলে?

সুত্র। প্রিয়তমে, পালিয়ে এস ; ওই দেখ তোমার কথায় অপমানিত হয়ে অবিদ্যা রাক্ষুসী এই দিকে ছুটে আস্‌ছে।—[উভয়ের প্রস্থান]

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ছায়াপথ।

[অবিদ্যার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

বাহবা কি মজা!
বিদ্যালয়ে বিদ্যা আজি পাচ্ছে বড় সাজা।
স্কুল কলেজ কি চতুষ্পাঠী
বিদ্যার আলয় যে কয়টি
সব কটিতে সৃষ্টি দেখ হচ্ছে বোকার রাজা।

[ঠাকুর গোঁসায়ের প্রবেশ]

গোঁসাই। পরীক্ষা চাই ঠাকরুণ—পরীক্ষা চাই; নইলে মান্‌ছি নে তুমি যা বলবে তাই মেনে নেব, এমন স্বভাব আমার নয়। আমি জিনিষ বাজিয়ে দেখি।

অবিদ্যা। কি রকমে পরীক্ষা করবে?

গোঁসাই। প্রতি দুয়োরে দুয়োরে বেড়ান আমার পছন্দসই নয়। এমন একটা জায়গায় যদি আস্কারা কর্‌তে পারো—যেখানে এক সঙ্গে সব কটি পাব—তা' হলেই পরীক্ষা করব নইলে নয়।

অবিদ্যা। ভাবনা কেন গোঁসাই! তার অভাব হবে না। এরাজ্যে এমনি চিজ আজকাল আছে, যেখেনে স্কুল কলেজ ও টোল ফেরৎ আর স্কুলের বর্ত্তমান ছাত্র ঢের মিল্‌বে।

গোঁসাই। সে চিজটি কি ঠাকরুণ?

অবিদ্যা। তাও চিন্‌লেনা গোঁসাই, তুমি এত বড় জহুরী। বলি—যারে সকলে ইস্কুল বলে।

গোঁসাই। তো সখেনে সব পাব কি করে?

অবিদ্যা। তোমার সঙ্গে আর পেরে উঠলাম না গোঁসাই। তুমি একেবারে নিরেট। নইলে এ আর বুঝলে না—বড় বড় মাষ্টারগুলো কলেজ ছাড়, পণ্ডিত মশায় টোল ফেরৎ আর নীচের মাষ্টারগুলো ইস্কুলের পাশ কাটা।

গোঁসাই। আচ্ছা, তবে তাই যাওয়া যাক্। তা' এখন কোন ইস্কুলে যাবে?

অবিদ্যা। যমবাহনপুরে একটা মস্ত ইস্কুল আছে। সেখেনেই চল।

গোঁসাই। আচ্ছা চল। সেখেনে গিয়েই তোমার প্রভাব পরীক্ষা করে দেখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—যমবাহনপুর বিদ্যালয় প্রাঙ্গন।

মুকুন্দ, অহিভূষণ, সনৎ ও সুকুমার।

মুকুন্দ। মাষ্টারগুলোই বেল্লিক। ওদের কি কোনও Common Sense নেই? আচ্ছা, এমন অপরূপ জীব আর কোথাও দেখেছ?

অহি। আপনারা ত' বেঁচেছেন। তবু ইস্কুলের হাত ছেড়ে গিয়েছেন। আমরা যে আজও খয়ে বন্ধনে পড়ে আছি।

সুকুমার। ওহে, তোমাদের মত কি আমরা অত বাঁধনে থাকতাম। আমরা রাশ কাট্‌লেই চাট মার্‌তাম। পদ্মিনী বাবু ত' যোগ্যত না থাক্‌লেও ভয়ে ভয়ে আমায় allow কর্‌লেন।

সনৎ। আরে damned eare তোমার পদ্মিনী বাবু! জগন্নাথ হেড মাষ্টারকে মনে পড়ে মুকুন্দ?

মুকুন্দ। তা' আর পড়বে না। তিনি ত' সবে সেদিন গিয়েছেন।

সনৎ। সেবার গোটে বেশী কিছু নয়; তাঁর চোখের মধ্যে এক মুঠো ধূলো দিয়েছিলাম—তাই তিনি বক্‌লেন; আর অমনি আমরা পিল্ পিল করে বেরিয়ে এলাম, কেমন জব্দ!

সুকুমার। আমরা বাইরে থেকে উস্কে দিয়েছিলাম—তাইতে পার্‌লে—নইলে তোমরা কোথায় অতল জলে পড়তে।

অহি। যাক্ গে; এখন আমাদের একটা সৎ দিন—যাতে মাষ্টার গুলো আর পড়ার জন্তে তাড়া না করে।

সুকু ও সনৎ। (উভয়ে ব্যগ্রভাবে) এই শোন—এই শোন—

মুকুন্দ। না, পরামর্শের দরকার নেই। মাষ্টার মশায় গাঁয়ের মানুষ, আর কাকের মাংস কাকে খায় না।

অহি। ইস্কুলে একবার যেতে হবে। চলো—যাওয়া যাক।

[সকলের প্রস্থান।

(অবিদ্যা ও গোঁসাইয়ের প্রবেশ)

অবিদ্যা। দেখলে গোঁসাই—দেখলে? তোমার দেশে এমনটি মেলে?

গোঁসাই। তাইত এ সব হল কি? তবে এতেই তুমি মনে করোনা যে তোমার একচেটে জিত হল। চলো আর আরগুলো দেখা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—শিক্ষকদের নিভৃত কক্ষ।

আশুতোষ, নকুলেশ্বর, সুরেন্দ্র, দুর্গাচরণ, অন্নদাপ্রসন্ন,
কুলদাচরণ ও পঞ্চনন।

আশুতোষ। এবারে allow টা একটু টেনে করতে হবে; বুঝেছ অন্নদা বাবু। এনতার ছেড়ে দেওয়া আমি মোটেই ভাল বাসিনে! কারণ তা হ'লে আমার আনিভ্র থাকে কোথায়?

পঞ্চানন। তাইত ঠিক! হেড-মাষ্টারের হেড-মাষ্টারিত্ব না থাকলে কি চলতে পারে? পদ্মিনী বাবু ও নবীন বাবুই ত নাই দিয়ে মাথায় তুলেছেন। আপনি বাড়ি মেরে একবারে মাথাটা রসাতলে পাঠিয়ে দিন।

সুরেন্দ্র। অঁা—অঁ্যা—তাই বটে। তবে কিনা—তবে কিনা? ছাত্র—ছাত্র; মাষ্টার—মাষ্টার। তা' আপনার যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

পঞ্চানন। আর তো সুরেন বন্দ্যো—আ—আ—আস্তেই ত ছেলেদের মাথা খাচ্ছ তোমরা।

কুলদা। সেইজন্যেই ত' আমি বেত ছেড়ে দিয়ে জল-বিচুটি ধরেছি। কি বলেন হেড মাষ্টার মশায়?

আশুতোষ। তবে মার কমিয়ে অন্য রকমে সাজাটা বেশী দিলেই ভাল হয়। কি বলেন থার্ড মাষ্টার বাবু?

দুর্গাচরণ। তা' আর বলতে? আমার মতে নম্বরটা একটু টেনে দিলেই ভাল হয়।

আশুতোষ ও নকুলেশ্বর। তোফা—তোফা দুর্গাচরণ বাবু!

অন্নদা। তা' হলে এই ঠিক হল—ছেলেকে পেতে না মেরে ফেলে মারতে হবে।

আশুতোষ। সকলের এ কথা মনে থাকবে ত?

সকলে। হাঁ—আলবৎ থাকবে।

আশুতোষ। দেখবেন; তাই বলে এ কথাটি যেন মনে রাখবেন—নৃপেন যেন ফেল হয় না। [সকলের প্রস্থান।

(অবিদ্যা ও গোঁসায়ের প্রবেশ)

অবিদ্যা। কি দেখলে ঠাকুর?

গোঁসাই। তাইত! এ যে দেখছি কলির আজব আসর গুলজার!

অবিদ্যা। আরে—তাই বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সব জায়গাতেই আমার প্রভাব তোমায় দেখতে হচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

নৃপেন্দ্রের বাড়ী।

(নৃপেন্দ্রের প্রবেশ ও গীত)

পণ্ডিত ওগো আসছে আজি ষষ্ঠীপূজো করতে
চার গণ্ডা ঐ পয়সার লোভে তু'তু'তু'তু' বলতে।
ভেব না'ক অনুগ্রহ
আমায় তেমন নয় আগ্রহ
নিমন্ত্রণটা শুধুই ওগো! সংস্কৃতে ফাষ্ট হতে।

[নেপথ্যে]—নৃপেন

নৃপেন। ম্যা ও ম্যা! পণ্ডিত মশায় এসেছেন। জায়গা করে দ্যাও। আসুন পণ্ডিত মশায়, ভিতরে আসুন।

(নকুলেশ্বরের প্রবেশ)

নকুল। নৃপেন, কেমন পড়লে বাবা। পরীক্ষা যে এসে পড়েছে। ফাষ্ট টাষ্ট হতে পারবে ত?

নৃপেন। সে আপনার অনুগ্রহ।

নকুল। অ্যাঁ, আমার অনুগ্রহ—তা' আমার অনুগ্রহ। তবে একটু পড়াও ত' লাগে।

নৃপেন। না, আপনার আশীর্ব্বাদের জোর থাকলে পড়ারও দরকার হয় না।

নকুল। তা বেশ ? তা বেশ ! তবে বাবা ওদিকে আর দেরী কতো ?

নৃপেন। তা' দেরী মোটেই হ'ত না। তবে কিনা বাবা বড় কৃপণ। চার পয়সার বেশী উঠতে কিছুতেই রাজি হয় না। অনেক করে চার আনায় তুলেছি। তাতেই দেরী হল।

নকুল। তুমি বাবা আমার উপযুক্ত ছাত্র। আমার যাতে দু' পয়সা হয় তাইত' তোমার করা উচিত।

নৃপেন। পণ্ডিত মশায়! এবারে কিন্তু আমার এগ্‌জামিনের পেপারে একটু বিবেচনা কর্‌তে হবে। তা' না হ'লে ছাড়চি নে।

নকুল। তা বাবা, তুমি যখন বল্‌ছো। আচ্ছা—ভাবনা কেন ? সে হয়ে যাবে। দেখো ত' কত দেরী।

নৃপেন। (প্রস্থানানন্তর প্রবেশ পূর্ব্বক) পণ্ডিত মশায়! আসুন।
(উভয়ের প্রস্থান)

[গোঁসাই ও অবিদ্যার প্রবেশ]

গোঁসাই। কেয়াবাৎ মজা বিবিজান, তোমার ক্ষুরে নমস্কার।

অবিদ্যা। বলি এতেই ভেবড়াও কেন ঠাকুর ? এখনো ত' টক আসে নি'। তার পর দই, সন্দেশ, গোল্লা।

গোঁসাই। মা লক্ষ্মী, মাছের ঝোলের ঝালেই যে মুখ মেরে দিয়েছো।

অবিদ্যা। এসো—চলে এসো। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—স্কুলের প্রাঙ্গন।

ছাত্রগণের প্রবেশ ও গীত।

আজ আমাদের এগজামিন্
কোন্ শালা আজ কর্‌বে শাইন ?
শুধু— বই পড়ে ত' চল্‌বে না
লেখায় হৃদয় টল্‌বে না
অন্য কিছুর মারফত চাই
সোনায় যেমন পাইন।

সুধীন্দ্র। আর ভাই সারা বছরটি খেটে খেটে শরীরটে প্রায় চোত মাসের সজনের খাড়া হয়ে উঠেছে। তবু ত' ছাই এগজামিনে পাশ হওয়ার আশা করতে পারি নে।

মুকুন্দ। আরে ভাই বলিস কেন? আমি যে একেবারে আষাঢ় মাসের মানকচু হয়ে গেলাম। তাও ত' ভরসা নেই।

যতীশ। না ভাই! পাশের দফায় রফা দিয়ে 'র' মান্দ্রাজী নাকে ভর; কিম্বা সরষের তেল নাকে দিয়ে শুয়ে পড়। আর কেন কামারের কুমোর বৃত্তি? থাক্—ভাল লাগে না।

অহিভূষণ। কামারের কুমোর বৃত্তিটা কি ?

যতীশ। এই দেখ—যেমন তোমরা শরীরের দোষ দিচ্ছ। বলি তোমাদের শরীরে হয়েছে কি? যদি কিছু হয়ে থাকে ত' ঐ নৃপেনের; দেখ গা পর্য্যন্ত খসে পড়ছে।

মুকুন্দ। আর আমাদের কি কিছু হয় নি ?

যতীশ। মোদ্দা না হয় কারো পেটটা বেরিয়ে পড়েছে। কারও

রক্তটা একটু খারাপ হয়েছে। কারও বা ছেলের সহোদর একটুকু হাসি-ভরা মুখে উঁকি মারছে। তার বেশী ত' নয়।

মুকুন্দ। তা বেশ - বেশ। তুমি সেকেণ্ড হতে পারবে।

(টং টং করিয়া পরীক্ষা আরম্ভের ঘণ্টা পড়িল)

[ছাত্রদের প্রস্থান।

[অবিদ্যা ও গোঁসায়ের প্রবেশ]

গোঁসাই। মা ঠাকরুণ! এতখানি মৌরশি পাট্টা জমা নিয়ে বসেছ। সেলাম তোমায় দুশো বার।

অবিদ্যা। বাবা গোঁসাই ঘাবড়োনা। এখনও ত' শেষ হয় নি'। এ' যে সবে চাটনি!

গোঁসাই। মাগো! এ' চাটনি যে তোমার নুনে পুড়ে গিয়েছে। এবার আমায় রেহাই দ্যাও।

অবিদ্যা। তা হচ্ছে না। যখন ভীমরুলের চাকে ঘা মেরেছ—তখন কামড় সইতেই হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—'স্কুলের হল'।

[ছাত্রগণ পরীক্ষার খাতা লিখিতেছে ও শিক্ষকগণ গার্ড দিতেছেন]

পঞ্চানন। কেউ দেখো না—কেউ বলাবলি করো না, আস্তে। আরে চুপ! চুপ!! কিগো বসন্ত লিখছ না যে?

বসন্ত। কি আর লিখব বুঝতে পারছিনে। সিংহলের দক্ষিণে সাইবিরিয়া না শাহারা?

পঞ্চানন। হ'ল না। সিংহলের দক্ষিণে চন্দননগর। তাই ব'লে তুমি ব্রিটিশ চন্দন-নগর বলে ভুল করো না, (অগ্রসর হইয়া) কিরে মুকুন্দ! কলম যে চল্‌ছে না।

মুকুন্দ। এটা যে মোটেই বুঝতে পার্‌ছি নে। একটু বলে দেবেন।

পঞ্চানন। থাম্—থাম্। বিজয়ের যে বড় ঠেকাঠেকি লেগেছে সে ঠেকাঠেকি কোথায় ?

অন্নদা। [বিজয়ের কাছে পুস্তক বাহির করিয়া]—হাঁরে বিজয় বই দেখে লিখ্‌ছিস্ ?

বিজয়। কই না।

অন্নদা। হাঁরে—তোর হাতে যে বই।

বিজয়। কই ? [পুস্তক হাতে হাতে বহুদুর চলিয়া গেল]

অন্নদা। আবার মিথ্যে কথা। এখনই হেড মাষ্টারকে ডাকছি।

বিজয়। মাষ্টার মশায়! মাষ্টারি করতে করতে মিথ্যার কস্‌রত্ত করবেন না।

[গোলমালে অন্যান্য মাষ্টারগণের প্রবেশ]

বিজয়। দেখছেন 'সার'! এই মাষ্টার মশায় আমার নামে মিথ্যে করে বই আনার দোষ দিয়ে, আমার যে এতখানি সময় নষ্ট করে দিলেন —তার জন্যে দায়ী কে ?

আশুতোষ। ব্যাপার কি অন্নদা বাবু ?

অন্নদা। আর কি ব্যাপার হেড মাষ্টার মশায়! উনি বই দেখে লিখছিলেন—আমি ধরে ফেলেছি। আর অমনি তেলে বেগুনে জ্বলে আগুন।

আশুতোষ। বই কই ? (অন্বেষণে বই না পাইয়া) Let the matter go. [প্রস্থান।

(অবিদ্যা ও গোঁসাইয়ের প্রবেশ)

অবিদ্যা। ছেলের দল দেখলে ঠাকুর! আরও দেখতে চাও?

গোঁসাই। না—যথেষ্ট হয়েছে।

অবিদ্যা। আচ্ছা, তবে একবার লাইব্রেরীতে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—স্কুল লাইব্রেরী।

আশুতোষ, নকুলেশ্বর, সুরেন্দ্র, দুর্গাচরণ, অন্নদা, কুলদাচরণ ও পঞ্চানন; প্রত্যেকে পরীক্ষার খাতা দেখিতেছেন।

আশুতোষ। (নৃপেন্দ্রের খাতা দেখিয়া) দেখুন পণ্ডিত মশায়, কেমন লিখেছে।. একেই আমার পেপারে আমি ফার্ষ্ট করলাম।

নকুলেশ্বর। (স্বগতঃ) আমিও ত' ওকে ফার্ষ্ট করব। (প্রকাশ্যে) দেখছেন হেড মাষ্টার মশায়! এ' কেমন সংস্কৃত লেখে।

সুরেন্দ্র। (সকল খাতাগুলি নিজের চারিপাশে ছড়াইয়া)—এ' লিখেছে—অঁ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—এও কতকটা,—ও ত' বেশ লিখেছে। এও—এ—এ য়্যাঃ—শেষে মুকুন্দ কিনা ফার্ষ্ট হয়ে গেল? হাঃ—হাঃ— তা' তাই থাক্।

দুর্গাচরণ। [একখানি বাঙ্গলা রচনার খাতা দেখিতেছেন। খাতায় লেখা আছে] 'শরতের জ্যোৎস্নাধবলিত প্রকৃতির মধুর হাসি-সম্বলিত আনন্দের সুন্দর জ্যোতিঃ বিলম্বিত বাঙ্গালার শ্যামল অঙ্গনে মায়ের মুগ্ধ কটাক্ষ আজি শূন্য প্রেক্ষণে চাহিয়া আছে'—

জ্যোৎস্নাধবলিত, একি? লিখতেও জানে না ছাই। জ্যোৎস্না—আ মলো—জ্যোছনা যে শুদ্ধ ভাষা—তাও জানে না; কেটে করে দাও

জ্যোছনার সাদা বরণ। প্রকৃতির মধুর হাসি-সম্বলিত কি? হাসি-বিশিষ্ট হবে। আনন্দের আবার জ্যোতি কি—ছবি হওয়া উচিত ছিল। দূর ছাই! বাঙ্গালা কেন বাংলা হবে। মায়ের আবার কটাক্ষ কি? যাঃ! শূন্য প্রেক্ষণে চাহিয়া আছে কেন—উঁকি মেরেছে লিখতে পারত না, এ ছ্যাঃ—এ' 'এসেতে' আবার নম্বর দেওয়া যায়! দাও কুড়ি নম্বরের মধ্যে দুই নম্বর।

কুলদাচরণ। আম মানে লিখতে পারে নি। এ' সব ছেলে পরীক্ষা দেয় কেন? এই দেখ খাসা ছেলে—কাঁটাল মানে পনস—ধোপা মানে রজক লিখে ফেলেছে। এই সব ছেলেকেই ত' নম্বর দিতে হয়। আঃ মলো যা, এ' আবার কি করেছে - বিবত মানে বিঘে লিখেছে। হয়নি—বিঘত মানে যে বিতস্তি হবে।

পঞ্চানন। [একখানি অঙ্কের খাতা দেখিতে দেখিতে] ১১×১১ =১২১ এগার এগারং একশ' একুশ দেখিয়া] এগার এগারং একশ' এগার (বার বার পড়িয়া) দূর ছাই এগার এগারং কত তাই জানে না—তার আবার নম্বর কি দেব? [বলিয়া শূন্য নম্বর দিলেন]

অন্নদা। (নম্বর যোগ করিতে করিতে) নৃপেন যে এক পেপারে ফেল করে গিয়েছে—সাতাশ পেয়েছে।

আশুতোষ। চার নম্বর দিয়ে পাশ করে দাও।

(অবিদ্যা ও গোঁসায়ের প্রবেশ)

অবিদ্যা। মাষ্টার পণ্ডিতের নমুনা দেখলে গোঁসাই?

গোঁসাই। খুব দেখেছি ঠাকরুণ! এখন যবনিকা ফেল আর তাকাতে পারছি নে।

অবিদ্যা। আর একটু গোঁসাই। আর একটা দৃশ্য। একবার

ছেলেদের নেতা দেখে যাও। নইলে যে দেখা অসম্পূর্ণ থাকবে। এস লক্ষ্মী আর একটী বার। [উভয়ের প্রস্থান !

অষ্টম দৃশ্য।

[স্থান—নেতার আটচালা]

ভবতোষ ও অন্যান্য ছাত্রগণ উপস্থিত।

ভবতোষের হারমোনিয়ম লইয়া নানাভঙ্গিতে গীত।

সম্মুখে ঘোলা জল করে খেলা।
পুকুরের পাড়ে চলো নাহি বেলা।
ঝোপ ঝোপ দেখা যায় কানন তুমি
সেথায় কি তরী বেয়ে যাবে তুমি?
সুদূর কানন পারে
পাখীর গানের আড়ে
মনের আগল দ্বারে
মারিছে ঠেলা।
কেন এ পুকুর ঘাটে আসিয়াছি হায়।
বনমাঝে কার ঝিঁঝি রব শোনা যায়।
ওই দেখ ঘুরে ঘুরে
লাল শাড়ী গেল উড়ে
আমারে কি নিতে দূরে
এনেছে ভেলা।

সনৎ। কি চমৎকার! গানটা কি আপনার রচনা ভব দা?

ভবতোষ। [একটু হাসিয়া] হাঁ এ গানটি আমিই লিখেছি।

সুকুমার। ভেরি নাইস! বুঝলি নে সনৎ, কি সুন্দর পদবিন্যাস! ওই দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি—যে এটা ভবদার রচনা।

(বেগে মুকুন্দ ও যতীশের প্রবেশ)

মুকুন্দ। (সাবেগে) ভবদা! ভবদা! কি সর্ব্বনেশে কথা! আবার নাকি খাতা দেখা হবে। কেন? আমি ফাষ্ট হয়েছি তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

যতীশ। (সজোরে) হবে না? তুমি কোন সাহসে ফাষ্ট হতে চাও। কি আছে তোমার? চেহারা নেই। খোসামুদি করতে পারো না। বলুন না ভবদা।

ভবতোষ। (সস্মিত ভাবে) আচ্ছা; অত গোলমাল করো কেন? বেশ ধীরে ভেবে চিন্তে কাজ করো। দেখো তোমাদের একটা বেজায় দোষ হয়ে পড়েছে। তোমাদের 'ময়্যাল কারেজ' আদপেও নেই। 'ইউনিটিও' একদম নেই। দেখ দেখি সনৎদের সাহস। 'থ' হয়ে গেল জগন্নাথ। পদ্মিনী বাবুও জুজুটির মত কাটিয়ে গেছেন। আর তোমরা নেহাৎ জল উঁচু ত' জল উঁচু, জল নীচু ত' জল নীচু।

(ঈষৎ হাস্য ও অন্যান্য সকলের সজোরে হাস্য)

অহিভূষণ। না—না; ওসব এখন থাক্। আমাদের গান শোনার কথা ছিল—সেই কথামত কাজই হোক্।

ভবতোষ। (মৃদুমন্দ হাসিয়া) ভাল মুকুন্দ, তোমার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন একটু গান শোনা যাক্। আজ এইই গান গাবে।

(জনৈক বালকের পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত, হারমোনিয়ম বাদন ও বালকের গীত)

সে মুখ কেন অহরহ্ মনে পড়ে, পড়ে মনে,
নিখিল ছাড়িয়া কেন, কেন চাহি সেই জনে।

(জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। বলি ভব। এ তোমার হল কি? শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশেছ—আবার ছেলে বকাচ্ছো।

ভব। ছেলে বকাচ্ছি কি রকম? বিশুদ্ধ সঙ্গীতালাপে কোন দোষ নেই। বরঞ্চ রাগিণীর-সাধনায়—স্থরের-আলাপে সিদ্ধিলাভ হয়।

বৃদ্ধ। তালকাটা সঙ্গীতের আলাপে বেতালা রাগিণীর বিচারে সিদ্ধি লাভ হয় না। বরঞ্চ ঐ রকম অপরিণত বয়স্ক ছেলেদের নিয়ে প্রেমের গান গাইলে তাদেরি মাথা খাওয়া হয়।

ভব। দেখুন; বুড়ো হয়ে গেলেন—আজও কথা বল্‌তে শিখলেন না। আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে শিখুন, তারপর ভদ্রলোকের আড্ডায় এসে কথা বল্‌বেন, না হয়—আমাদের আটচালায় কিছুদিন আস্‌বেন—আপনাকে বেশ করে ভদ্রতা শিখিয়ে দেব।

বৃদ্ধ। (বিস্মিত ভাবে) একি বল্‌ছ ভব! আ—আ—আমি ভদ্রতা শিখ্‌ব—তো—তোমার কাছে। বলো কি?

ভবতোষ (উদ্ধতভাবে অথচ নম্রস্থরে) কেন শিখ্‌বেন না? আপনার যদি শেখার মত অবস্থা হয়—আর আমার যদি শেখাবার মত ক্ষমতা থাকে—তা হ'লে আপনিই বা কেন শিখবেন না—আর আমিই কেন শিখোবোনা।

বৃদ্ধ। (বিষণ্ণতার হাসির সহিত) বেশ তুমি যদি আমার শিক্ষক হতে পারো—তা' হলে আমায় ত' তোমাকে প্রণাম করতে হয়। আমি কি ক'রে তা পারি?

সনৎ। (উদ্ধতভাবে) কেন পারবেন না? আপনাকে আল্‌বৎ পারতে হবে। উনি যদি প্রণামের যোগ্য হন—তা হলে আপনি কি শুধু বয়সের দোহাই দিয়ে প্রণামের হাত হতে রেহাই পেয়ে যাবেন? ও বয়েস-গত কুসংস্কার আমাদের নেই।

বৃদ্ধ। অতি-সুন্দর বৃদ্ধের সম্মান রক্ষা। [সনিঃশ্বাস প্রস্থান]

ভবতোষ। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) ভালো সনৎ ভালো, দেখলে মুকুন্দ ; ঐ রকম সৎসাহসের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

(পট—পরিবর্ত্তন)

অবিদ্যা ও গোঁসাই।

অবিদ্যা। ছেলের দলের নেতা দেখলে গোঁসাই ? এতে আর ছেলে ভাল হবে কি ?

গোঁসাই। দ্রষ্টব্যের সেরা দ্রষ্টব্য দেখলাম। আর দেখতে চাইনে।

অবিদ্যা। দেখলে ঠাকুর। এ' জগতে সকলেরই আমি প্রিয় কি না ?

গোঁসাই। ওগো বিশ্বপ্রিয় ঠাকরুণ ! তুমি যখন বিশ্বের প্রিয়, আমিও যখন হতভাগ্য হলেও বিশ্ব ছাড়া ত নই—তখন তোমার কিছু প্রিয় করতে চাই।

অবিদ্যা। যখন সকলেই আমার প্রিয়। তুমিও আমায় ভালবাসলে। তখন এইই আমার প্রিয়কার্য্যের যথেষ্ট। তবু যদি প্রিয় করতে চাও তাহা—এই :—

কবির বাক্য—

পুরাপুরি কলি যখন এসেছে
আর কেন তবে পৈতা বহা ?
'গুড্ ফুল' যদি 'ফাদার মাদার'
মিথ্যা তাদের বাক্য সহা।
গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধেতে
যদি থাকে দেখাদেখির ছায়া
সবে বলি যাক পাতালে পড়ক
সলিলে হোক সে আত্মহারা।

(সম্পূর্ণ)